মোঃ আবদুল মোহাইমেন

ব্যবধান

সুচীপত্র :

বিষয়	পৃষ্ঠা
ব্যবধান	৫
দুই চিত্র	২৯
দৃষ্টি আকর্ষনের বিরম্বনা	৪৭
উপহার না যৌতুক ? ...	৪৯
রাজনীতির নজরানা ...	৭৩
বিড়াল সমাচার	৮৯

www.pathagar.com

লেখকের বক্তব্য

এ যাবৎ যে সব লেখা আমি লিখেছি তা অধিকাংশই স্মৃতিচারণ, রাজনীতি ও অর্থনীতি সম্পর্কিত এবং এসব লেখা সুধী সমাজে খানিকটা সমাদৃত ও হয়েছে। আমার তৃতীয় গ্রন্থ "সোভিয়েতে দুই সপ্তাহ ও অন্যান্য রচনা" বইটিতে "একটি বিচিত্র অভিজ্ঞতা" নামে একটি গল্প ছাপা হয়েছে যেটি বন্ধু বান্ধব মহলে একটি সরস রচনা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। বন্ধু মহলে এটি সমাদৃত হওয়ায় গল্প লেখার একটা মানসিক তাগিদ আমি অনুভব করি এবং সেই প্রেরনারই ফসল হলো বর্তমান গল্প গ্রন্থ 'ব্যবধান' বইটি। এই গল্পগুলি গল্প হিসাবে কতটুকু সফল হয়েছে সেই বিবেচনার ভার রইল পাঠকদের উপর। এ প্রচেষ্টা অনেকটা পরীক্ষা নিরীক্ষার মত।

নিজে প্রুফ দেখতে পারিনি, অন্যকে দিয়ে দেখাতে হয়েছে। তাই মাঝে মাঝে বেশ কিছু মারাত্মক বানান ভুল রয়ে গেছে, যার জন্য পাঠকদের কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থী। —ইতি

আবদুল মোহাইমেন।

www.pathagar.com

ব্যবধান

রহিম সাহেব খাওয়ার টেবিলে চা খেতে খেতে চোখ তুলে বললেন, মেঝো বউয়ের ঘরে কে গেল? চাকর ফজলু বললো মেঝ বিবি সাহেবার ছোট ভাই। রহিম সাহেব বললেন ছেলেটি গত পরশু এসেছিল না? ফজলু বললো হাঁ সাব। তবে একদিন না যেতেই আবার এলো কেন? —রহিম সাহেব জিজ্ঞেস করলেন। রহিম সাহেবের স্ত্রী চা ঢালতে বিরক্তির সংগে বললেন, তাতে হয়েছে কি? বোন থাকলে ভাই আসবেই, এতে দোষের কি হলো।

রহিম সাহেব আস্তে আস্তে কৈফিয়তের সুরে বললেন—না দোষের কিছু নয়, তবে কুটুম্ব পক্ষের লোকেরা এতো ঘন ঘন আসা ভাল দেখায় না। রহিম সাহেবের স্ত্রী বললেন তুমি পুরুষ মানুষ—এসব দিকে তোমার অত খেয়াল না করাই ভাল।

দিন চারেক পরের কথা—বিকেল বেলা মুখ হাত ধুয়ে রহিম সাহেব বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখলেন কে যেন বড় বউয়ের ঘরে ঢুকল। তিনি পিছনটা দেখে গিন্নিকে বললেন কে ঢুকল—বড় বউয়ের বাবা না। গিন্নী বললেন হাঁ বড় বেয়াই সাহেব। রহিম সাহেব ভ্রুকুচকে বললেন বেয়াই সাহেবত সেদিন এসে গেলেন, সপ্তাহ না যেতে আবার আসলেন কেন?

গিন্নী বললেন বেয়াই সাহেবের ছোট মেয়ের হলিফ্যামিলিতে এপেনডিসাইটস অপারেশন হয়েছে। মেয়েকে দেখতে এসে খুব কাছে বলে বড় মেয়েকেও একবার দেখে যেতে এসেছিলেন, এতে দোষ কি হয়েছে? তুমি শ্বশুর মানুষ সব ব্যাপারে এতো নাক গলাও কেন?

রহিম সাহেব একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, না—নাক গলাবার কথা হচ্ছেনা। কাছে এলেই সপ্তাহের এমাথায় ওমাথায় কুটুম্ব বাড়ী আসবে এটা কেমন যেন দেখায়।

www.pathagar.com

রহিম সাহেবের যৌথ পরিবার। চার ছেলে, দুই মেয়ে। তিন ছেলে বিয়ে করেছে। এক মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, অন্যটি এখনও কলেজে পড়ছে। রহিম সাহেব উচ্চপদস্থ সরকারী চাকুরে ছিলেন। মোটা মাইনাতে অবসর নিয়েছেন। ইস্কাটনে বিরাট দু'তালা বাড়ী করেছেন। পাকিস্তানের প্রথম দিকে বিঘা খানেক জায়গা খুব সস্তায় কিনেছিলেন, পরে জমির দাম অনেক বাড়ার পর আধ বিঘা বিক্রি করে হাউজ বিল্ডিংয়ের লোন নিয়ে বাকীটার উপর বেশ বড় দোতালা বাড়ী করেছেন। তবস্থা বেশ স্বচ্ছল, ছেলেদের বিয়েও ভাল ঘরে হয়েছে, শ্বশুররা বড়লোক না হলেও বনেদী ঘরের লোক। সবাই বড় সরকারী চাকুরে ছিলেন। বরাবর ক্লাশ ওয়ান পোষ্টে চাকুরী করে অবসর নিয়েছেন। সৎ অফিসার বলে সবারই খ্যাতি ছিল।

রহিম সাহেব নিজেও চাকুরী জীবনে যতদূর সম্ভব সততা বজায় রেখেছেন বলে সবাই জানে। তিনি বিচার বিভাগে চাকুরী করতেন, ডিস্ট্রিক্ট জজ হিসাবে রিটায়ার করেছেন। রহিম সাহেবের তিন ছেলের বউই শিক্ষিতা, সবাই বি. এ. পাশ, দেখতেও ভাল, বড় ছেলে একটা সরকারী করপোরেশনে বড় অফিসার, দ্বিতীয়টা প্রাইভেট-কোম্পানীতে জেনারেল ম্যানেজার, তৃতীয় ছেলে ইনভেস্টিং ব্যবসা করছে গত ৫/৬ বৎসর ধরে। ব্যবসাতে মোটামুটি ভালই করছে।

রহিম সাহেবের বাড়ীর নীচের তলায় চার বেডরুম, সে-সঙ্গে ড্রইং ডাইনিং আলাদা। এক কামরায় স্বস্ত্রীক নিজে থাকেন, বাকী তিন কামরায় তিন ছেলে বউ নিয়ে থাকে, দোতালায় ওই একই সমান কামরা। এক সরকারী অফিসকে ভাড়া দিয়েছেন ভাল ভাড়ায়। সামনে-পিছনে প্রশস্থ বারান্দা। পিছনের বারান্দায় এক কোণায় খানিকটা ঘিরে নিয়ে একটা কামরার মতো করা হয়েছে। ঘনিষ্ঠ কোন অতিথি অভ্যাগত এলে সে কামরায় থাকে। ছোট ছেলে জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। সেখানের হোস্টেলেই থাকে। বড় তিন ছেলেই সংসার খরচে ভাল টাকা দেয়। রহিম সাহেবও খরচের মোটা অংশ এখনও বহন করেন।

www.pathagar.com

যৌথ পরিবারে একসঙ্গে পাক হয়, সবাই এক সংগে খান কেউ আগে কেউ পরে। মোটের উপর সুখের সংসার। তবে মাঝে মাঝে একটু খিটি খিটি হয় ছেলের বউয়ের পক্ষের আত্মীয় স্বজনের আসা যাওয়া নিয়ে। তিন ছেলের বউয়ের ভাই-বোন আত্মীয়-স্বজন অনেক, সবাই ঢাকার বাসিন্দা, তাই রোজই কেই না কেউ আসে। রহিম সাহেব এমনিতে মানুষ ভাল—খুব দরাজদিল না হলেও কখনও কৃপণ বলে অখ্যাতি ছিলনা। সারাজীবন মিতব্যয়ী বলেই সবাই তাকে জানে। কিন্তু বউয়ের পক্ষের আত্মীয়-স্বজনের খুব ঘন ঘন আসা যাওয়া এবং তাদের জন্য মাত্রারিক্ত খরচ করা তিনি পছন্দ করেন না। কারণ তাতে অযথা ব্যায়ের তাক বাড়ে বলে তিনি মনে করেন।

মেয়ের স্বামীও বিচার বিভাগে চাকুরী করে—মফঃস্বলে পোষ্টিং। মেয়ের শ্বশুরও সরকারী চাকুরী করতেন, ধানমণ্ডিতে বাড়ী আছে। রহিম সাহেব মাসে দু'মাসে মেয়ের শ্বশুরবাড়ীতে যান, বেয়াই বেয়াইনের সংগে দেখা করে আসেন। জামাই যখন স্ব-পরিবারে ঢাকা আসে, তখন একটু ঘন ঘন যান।

রহিম সাহেবের ছেলেরাও ভদ্র, শিক্ষিত, রুচিবান ও সামাজিক। সবাই অফিসের পরে ঘরে বসে টিভি দেখে, নয়ত স্ব-স্ত্রীক বন্ধু-বান্ধবের বাসাতে বেড়াতে যায়, তবে ক্লাবে যাওয়া, বাইরে গিয়ে অধিক রাত আড্ডা দেওয়া কেউ পছন্দ করে না। এত প্রশান্তির মধ্যেও অশান্তির কালো ছায়া যেন মাঝে মাঝে দেখা দেয় পরিবারটির মধ্যে কুটুম পক্ষের লোকজনের ঘন ঘন আসা-যাওয়াকে কেন্দ্র করে এবং সেটাই গৃহিণী মরিয়ম বেগমকে খানিকটা বিব্রত ক্ষুব্ধ করে তুলেছে ক্রমশঃ। ছেলের বউদের সবাইকে নিয়ে আর কতদিন এক সংগে থাকতে পারবেন সে বিষয়ে ক্রমে সন্দিহান হয়ে উঠেছেন তিনি।

রহিম সাহেবের বড় ছেলে রফিক একদিন অফিস থেকে বাসায় এসে দেখে বউয়ের মুখ গম্ভীর। অন্যান্য দিন অফিস থেকে ফিরে

www.pathagar.com

এসে বউয়ের মুখে যে প্রসন্ন ভাব দেখে আজ তা নেই। রফিক বুঝতে পারলো আজ একটা কিছু ঘটেছে স্ত্রী হাজেরাকে সে সংসারের এটা-ওটা দু-চার কথা জিজ্ঞেস করল, কিন্তু হাজেরা জবাব দিল হাঁ-না করে যেন দায় সারা ভাবে।

রফিক কতক্ষণ চুপ করে থেকে হাজেরাকে বলল ওভাবে কথা বলছ কেন? কি হয়েছে খুলেই বলনা—আব্বা আজ তোমাকে কিছু বলেছে নাকি?

হাজেরা এবার উত্তপ্ত স্বরে বলল আমাকে বললে ত হতো আমি কিছু মনে করতাম না। কিন্তু আমাকে না বলে চাকর-বাকরকে বলা কেন? মিষ্টিটা ত আর মামা সবটা খেয়ে ফেলেননি আর এটাত সংসারের সবাইর টাকা দিয়ে কেনা হয়েছে, ওনার একার টাকা দিয়েত কেনা হয়নি।

খুটিয়ে খুটিয়ে হাজেরাকে জিজ্ঞেস করে রফিক যা জানল তা হলো আজ দুপুরে রফিকের মামাশ্বশুর কি কাজে এদিকে এসে এ বাসায় আসেন। হাজেরা মামাকে ড্রইংরুমে বসিয়ে কথা বলতে বলতে চাকরকে নাস্তা দিতে বলে। চাকর ফ্রিজ থেকে একটি প্লেটে বেশ বড় বড় ছয়টি রসগোল্লা ও চা দিয়ে যায়। তখন বেলা প্রায় ১২॥ টা বাজে। মামা হয়তো একটু ক্ষুদার্তই ছিলেন। তিনি রসগোল্লা চারটাই খেয়ে ফেলেন। রহিম সাহেব ও তখন ড্রইংরুমে এক কোণায় সোফায় বসে পত্রিকা পড়ছিলেন। পত্রিকা পড়ার ফাঁকে তিনি বেয়াই সাহেবের সংগে দু'চার কথা বলছিলেন এবং বেয়াই সাহেবকে নাস্তা দেওয়া এবং খাওয়াটা লক্ষ্য করছিলেন। বেয়াই সাহেব চলে যাওয়ার পর রহিম সাহেব চাকরকে ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন অতগুলি রসগোল্লা সে দিতে গেল কেন? মিষ্টিগুলি যখন বেশ বড় ছিল তখন দুটো দিলেইত হত। ছয়টি সে দিতে গেল কেন? চাকর বলল সে মনে করেনি যে মেহমানসাহেব অতগুলি খাবেন। সাধারণতঃ মেহমানদের

www.pathagar.com

সামনে যা দেওয়া হয় তার খানিকটার বেশী কেউ খায় না এটাই সে বরাবর দেখে এসেছে। তাই ফ্রিজে রাখা পুরো প্লেটটাই সে সামনে ধরে দিয়েছিল। চাকরের কৈফিয়ত শুনে ও আব্বা তাকে বকতে ছাড়েননি। আর কখনও যেন এ ভুল না করে সাবধান করে দিয়েছেন।

রফিক জিজ্ঞাসা করলো আব্বা ফজলুকে কি তোমার সামনেই বকেছেন? হাজেরা বলল-না, আমার সামনে বকেননি। মামা চলে যাওয়ার পর আমি আমার কামরায় চলে আসার পর তিনি ফজলুকে কথাগুলি বলছিলেন। তার কণ্ঠস্বর একটু চড়া ছিল বলে আমার কামরার দরজাবন্ধ থাকলেও কিছু কিছু কথা অস্পষ্টভাবে আমার কানে আসছিল। পরে ফজলুকে ঘরে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে সে পুরো ঘটনাই বলল।

রফিক জিজ্ঞাসা করল আম্মা তখন কোথায় ছিলেন? হাজেরা উত্তর দিল আম্মা তখন বাথরুমে গোসল করছিলেন, রফিক জিজ্ঞাসা করল মিষ্টির সংগে আর কি দিয়েছিল? হাজেরা বলল মিষ্টি বিস্কুট পাঁচ ছয়খানা দিয়েছিল তার মধ্যে খান দুতিনেক মনে হয় মামা খেয়েছিলেন। রফিক বলল মামার বোধ হয় একটু ক্ষিদে লেগে থাকবে না হলে তিনি ত এখানে এলে সাধারণতঃ বিশেষ কিছু খান না। যাক ওনিয়ে অত মন খারাপ করার দরকার নেই। বিস্কুট চানাচুর এসব যখন দেওয়া হয়েছিল তখন অতগুলি মিষ্টি তোমরা না দিলেই পারতে, আর দিলেও মামা অতগুলো না খেলেও পারতেন।

হাজেরা বেশ উষ্মার সঙ্গে বলল আমাদের বাড়ীতে মেহমানকে এত মেপে আমরা নাস্তা দিতে শিখিনি। তোমাদের মত অত বড় লোক না হলেও আমরা গরীবের ঘর থেকে আসিনি। রফিক এবার একটু রাগের সঙ্গে বলল দেখ হাজেরা সব সময় ধনী গরীবের তুলনা দিয়ে কথা বলোনা। জানতো

www.pathagar.com

আব্বা বিচারবিভাগে চাকুরী করতেন। সীমিত আয়ের মধ্যে তাকে চলতে হতো। বিলাসিতা তিনি একটু ও পছন্দ করতেন না, তাই অপচয় ও তিনি সহ্য করতে পারেন না। জানইত আমার দাদাও ছিলেন শিক্ষা বিভাগের লোক। দাদার কাছ থেকে ছোট বেলা থেকেই তিনি মিতব্যয়িতার কথা শুনে আসছিলেন এবং নিজের জীবনেও তা তিনি অনুশীলন করে আসছেন। এছাড়া জানইত ছাত্রজীবনে তিনি কোলকাতায় নানা সমাজকল্যাণ মূলক কাজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। বস্তিতে বস্তিতে তিনি দুস্থদের মধ্যে দুধ বিতরণ করতেন। কলেজে পড়ার সময় তিনি বাম-পন্থী রাজনীতির সঙ্গেও কিছুটা জড়িয়ে পড়েছিলেন। তাই অযথা অপব্যয়-বিলাসিতা তিনি পছন্দ করেন না। এরা আগের দিনের মানুষ, আমাদের সঙ্গে ধ্যান ধারনা পুরাপুরি না মিললেই রাগ করতে হবে এবং অশোভনীয় উক্তি করতে হবে এটা ঠিক নয়। এক সঙ্গে থাকতে গেলে একটু মানিয়ে চলতেই হবে।

হাজেরার উম্মা তখনও পুরাপুরি যায়নি। সে বলল একা আমাদেরই তার মন বুঝতে হবে? তিনি কি আমাদের স্বাদ-আহলাদ বুঝবেন না? আমি অনেক সময় লক্ষ্য করেছি নতুন শাড়ী, নূতন জামা, নূতন অলংকার পরলেই তিনি যেন বিশেষ দৃষ্টিতে তাকান। প্রায়ই নূতন জামা কাপড় নূতন গয়না পরতে দেখলে তিনি খুব খুশী হন বলে মনে হয় না।

রফিক বলল সেটা স্বাভাবিক, কারণ তাঁদের দিনে তখন এত ঘন ঘন ফ্যাসান বদলাত না, মাকে আব্বা মাসে দুমাসে নূতন শাড়ী এবং ছয় মাস পরে পরে নূতন ডিজাইনের গয়না কিনে দিতেন না এবং তাঁর সীমিত আয়ে সেটা মোটেই সম্ভব ছিলনা। আজকের স্ত্রীরা যেভাবে মাসের এমাথায় ওমাথায় নূতন ডিজাইনের শাড়ী পরছে এবং নূতনে ফ্যাসানের গয়না গড়াচ্ছে এতো তাদের যুগে অকল্পনীয় ছিল এবং তাই যদি তোমাদের চালচলন দেখে একটু অস্বস্তি বোধ করেন তোমাদের রাগ করা উচিত নয়।

www.pathagar.com

মাস ছয়েক পরের কথা-একদিন রাতে মরিয়ম বেগম স্বামীকে বললেন আজ দারোয়ান হাসপাতালে খাবার নিয়ে যাওয়ার সময় তুমি টিফিন কারিয়ার খুলে দেখেছিলে? রহিম সাহেব বললেন দেখেছি কিন্তু তাতে হয়েছে কি? মরিয়ম বেগম বললেন দেখ তোমাকে, আগেই বলেছি বাইরের ব্যাপার নিয়ে তুমি থাক, ঘর সংসারের ব্যাপারে বেশী মাথা গলিওনা। তুমি জান মেজবউয়ের বড় ভাবী আজ দিন দশেক ধরে ইস্কাটনের নিশাত ক্লিনিকে আছে। বেচারীর সিরিয়াস জন্ডিস। তাদের বাসা পল্লবীতে।

সেখান থেকে রোজ দুবেলা খাবার নিয়ে আসা খুব কষ্টকর। বেচারী ক্লিনিকের খাবার খেতে পারে না। তাই আমিই মেজবউকে বলেছি এখান থেকে খাবার পাঠাতে। একটা বাচ্চা মুরগীর সুপ করে দেই রোজ, আর একটু সেদ্ধ তরকারী দেই এইত! রহিম সাহেব বললেন এ-ত ছোট দুটো বাটিতেই চলে। কিন্তু আজ দেখলাম টিফিন ক্যারিয়ারের পুরা চার বাটিই যাচ্ছে। তাই কৌতুহল হলো একটু দেখবার। এক বাটিতে দেখলাম বেশ কিছু মাছের তরকারী এবং ভাত। মাছের তরকারী দেখে মনে হলো এক জনের খাওয়া [redacted]

[redacted] বেগম বললেন যাবেইত। রুগী দেখাশুনার জন্যে লোক থাকেনা ক্লিনিকে? আয়া থাকে; ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের মধ্যে দুচারজন থাকে, তাই রুগী ছাড়াও বাড়তি দু'চার জনের জন্য খাবার দিতে হয়। এসব মেয়েদের ব্যাপার, তোমাদের এ ব্যাপারে আগ্রহ না দেখালেই ভাল। তুমি আরও দুচার দিন দারোয়ান খাবার নিয়ে যাবার সময় টিফিন ক্যারিয়ার খুলে দেখেছ এবং সেটা জানতে পেরে বউমা আজ কেঁদে বলেছে আগামী দিন থেকে খাবার পাঠাবার আর দরকার নেই। এছাড়া তোমাকে আমি বলেছি হাসপাতালে খাবার পাঠাবার জন্যে যে বাড়তি খরচ লাগে তা তোমার মেঝ ছেলে দেয়। তাই নাকি? বলে রহিম সাহেব চুপ করে থাকেন। একটু পরে জিজ্ঞাসা করলেন এ নিয়ে কতদিন হলো? আর কত দিন চলবে? মরিয়ম

www.pathagar.com

বেগম বিরক্তির সংগে বললেন দিন দশ-এগার হলো আরও পনের বিশ দিন লাগতে পারে। একটা লম্বা নিঃশ্বাস ত্যাগ করে রহিম সাহেব বললেন বাড়ীটা তেতালা করব ভেবেছিলাম, ইট-কাঠ ও কিছুটা যোগাড় করেছি? কথায় কথায় ছেলেদের বলেছিলাম প্রত্যেকে কয়েক হাজার করে টাকা দিতে কিন্তু কারও কাছ থেকেই তেমন সাড়া পেলাম না। প্রত্যেকেই আমাকে আপাততঃ হাতে টাকা নেই বলে জানাল। এদিকে বউদের জন্য নূতন নূতন হাল ফ্যাসনের জামা কাপড় কিনতে পয়সার কমতি দেখিনা। যা কিছু করতে হবে দেখছি আমাকেই করতে হবে। যাক এসব ব্যাপারে আমি আর কিছু বলতে যাব না।

রহিম সাহেবের তৃতীয় ছেলের বউটি লেখা পড়ায় ভাল ছিল, বিয়ের পূর্বে শাহীন স্কুলে টিচারী করত, বিয়ের পরেও কিছু দিন শিক্ষকতা করেছিল। পরে চাকুরী ছেড়ে দিয়ে ঘর সংসার করছে। তার এক ছেলে এক মেয়ে।

শিক্ষকতা করার সময় নানা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত

পুরান বান্ধবীরা কখনও একা কখনও স্বামী [redacted] প্রায়ই এ বাসায় আসে। রহিম সাহেব হিসাব করে দেখেছেন এক [redacted] জন্যই গড়ে ১৫ থেকে ২০ কাপ চা বানাতে হয় এবং সমপরিমাণে নাস্তা দিতে হয়। আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের মুখ উজ্জ্বল করার জন্য নাস্তার মান ও পরিমান দুটোই একটু উল্লেখযোগ্য পরিমানের হতে হয়। অবশ্য নাস্তা মাঝে মাঝে ছোটবউ নিজের পয়সাতেই আনিয়ে নেয়, রহিম সাহেব দেখেও কিছু বলেন না কিন্তু তাঁর অসহ্য বোধ হয়, যখন ছোটবৌ প্রায়ই তার কোন আত্মীয় স্বজন কোন উপলক্ষে দাওয়াতেই আসুক বা সন্ধ্যার সময় বেড়াতে এসে গল্প করতে করতে একটু রাত হয়ে গেলে খেয়ে যেতে অনুরোধ করলে খেতে বসলে জোর করে ছোট বউ তাদের পাতে ভাত তরকারী বেশী বেশী ঠেসে দিতে থাকে এবং অনেক সময় এঁটো

www.pathagar.com

না করা পর্যন্ত ছোট বউ পরিবেশনে খ্যান্ত হয় না। এটা রহিম সাহেবের খুবই অসহ্য মনে হয়। এটাকে তিনি একটা বিরাট অপব্যয় এবং সামাজিক অনাচার মনে করেন।

মুখ ফুটে ওসময় কিছু বলাও যায় না। মাঝে মাঝে বিরক্তি চেপে রাখতে না পেরে তিনি হঠাৎ যেন কোন ওসিলায় খাওয়ার টেবিল থেকে উঠে আসেন, এতে পরিবারের অন্য সকলেই খানিকটা অপ্রস্তুত বোধ করে। ইদানিং ছোট বউয়ের আত্মীয় স্বজন খাওয়ার টেবিলে আসলে রহিম সাহেব পারত প্রায় খেতে চান না। মরিয়ম বেগম বুঝতে পারেন তাই বলেন ওঁর এখন ক্ষিদে নেই, পরে খাবেন।

রহিম সাহেবের বাসায় ফোন আছে। ফোনটি বসার ঘরের এক কোণায় রাখা। যখন যার ফোন আসে চাকর-বাকরেরা ডেকে দেয়। অবসর প্রাপ্ত অফিসার বলে রহিম সাহেব প্রায়ই সারাদিন বাসায় থাকেন। ড্রইংরুমে দিনের অনেকটা সময় কাটান কাগজ ও বই পড়ে। চাকর-বাকর ধারে কাছে না থাকলে তিনিই অনেক সময় ফোন ধরেন। এবং কোন পুরুষ কন্ঠ বউদের কাউকে চাইলে হঠাৎ অতিমাত্রায় সচেতন হয়ে উঠেন। অনেক সময় পরিচয় এবং কি প্রয়োজন তাও জিজ্ঞেস করে ফেলেন। কেউ পরিচয় দিতে না চাইলে বা জবাব দিতে ইতস্তঃ করলে বাসায় নেই বা রং নাম্বার বলে ছেড়ে দেন।

তাদের টেলিফোন এলে শ্বশুরসাহেব মাঝে মাঝে এরকম করেন এটা বউদের জানা হয়ে গিয়েছে। তাতে তারা মহাবিরক্ত হতো যদিও মুখ ফুটে কাউকে কিছু বলতে পারতো না। অনেক সময় ছেলেদের টেলিফোন এলেও তিনি চাকরদের জিজ্ঞেস করেন টেলিফোন যে করেছে সে মেয়ে না পুরুষ? মেয়ে লোক করেছে শুনলে তাঁর মুখে যেন একটু অপ্রসন্নতার ভাব দেখা যেত। তাঁর এ অহেতুক কৌতুহলে ছেলেরাও একটু বিরক্ত ও

www.pathagar.com

অপমানিত বোধ করে। ছেলেরা এ নিয়ে প্রায়ই অনুযোগ করে মায়ের কাছে। বলে আমরা এখন বড় হয়েছি কাজ কর্ম উপলক্ষে বহু মেয়েদের সঙ্গেই আমাদের যোগাযোগ রাখতে হয়। আব্বা যদি এখন ও আমাদের ব্যাপারে এত খবরদারী করতে যান তবে এক বাসায় এক সঙ্গে আর ত থাকা চলে না। বউরাও শ্বাশুড়ীকে এ নিয়ে তাদের মনের ক্ষোভ জানায়। বলে আব্বা টেলিফোন ধরলে আমাদের আত্মীয়স্বজন বন্ধু বান্ধুবেরা খুব বিব্রত বোধ করে, অত প্রশ্নের জবাব দেওয়ার ভয়ে অনেকে আজকাল আমাদের বাসায় টেলিফোন করতেই চায়না।

মরিয়ম বেগমও স্বামীর এ ব্যাপারে অত্যন্ত বিরক্ত পীড়িত বোধ করেন। স্বামীকে এসম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে কোন সদউত্তর পাননি। রহিম সাহেবের কথা হলো মেয়েদের এত টেলিফোন আসবে কেন? অতটা টেলিফোন করে পয়সা নষ্ট করার মানে কি? সে পয়সা আমাদেরই হোক বা অন্যের হোক। মরিয়ম বেগম বুঝতে পারেন স্বামী আগের দিনের মানুষ। তখন ঘরে ঘরে এত টেলিফোন ছিলনা। স্বামী চাকুরী করেছেন সারা জীবন ডিস্ট্রিক্ট হেড কোয়ার্টারে। সেখানে তখনকার দিনে সমস্ত শহরে বিশ-পঞ্চাশটার বেশী ফোন ছিলনা। তাই বাসায় সারাদিনে চার পাঁচটার বেশী কল আসতনা। বর্তমানে টেলিফোন আসে দিনে কম করে একশ দেড়শটা। তার মধ্যে দশ বারোটা তাঁকেই ধরতে হয় ফলে তিনি খুবই বিরক্ত বোধ করেন। এ ছাড়া বহু ফালতু কল ও তাকে ধরতে হয়। বাসায় চাকর চাকরানী কয়েকটি আছে যারা ফোনে নাম ঠিকমত বুঝতে পারে না, রফিকের ফোন আসলে রহিম সাহেবকে ডেকে দেয়। সেজ্ ছেলের নাম রমিজ। এ নামের সঙ্গে গোল বাঁধে বেশী। ফোনে রমিজ আর রহিমের পার্থক্য নূতন চাকরেরা বুঝতে না পেরে রমিজের বদলে রহিম সাহেবকে ডেকে আনে।

আবার তাঁর ফোনের বেলায় রমিজকে ডেকে দেয়। এতে বয়স্ক মানুষ রহিম সাহেব ভারী বিরক্ত বোধ করেন—ভাবেন এত

www.pathagar.com

ফোন আসলে এরকম হবেই, ইদানিং টেলিফোনকে প্রয়োজনের চাইতে তিনি একটা যন্ত্রনার উৎস বলে মনে করতে আরম্ভ করেছেন। ছেলেদের ভুল টেলিফোন তাকে দিলে মাঝে মাঝে তার যে অভিজ্ঞতা হয় তা খুলে বলা যায় না। ছেলেদের বন্ধু বান্ধবরা অনেক সময় তাদের বন্ধুই টেলিফোন ধরেছে মনে করে প্রথমেই যে সম্বোধন দিয়ে কথা আরম্ভ করে সেটা শুনে রহিম সাহেবের কানের গোড়া পর্যন্ত লাল হয়ে যায় পরে রহিম সাহেব টেলিফোন ধরেছেন বুঝতে পেরে ফোনের অপর প্রান্ত থেকে বারে বারে মাফ চাওয়া হলেও ক্ষতি যা হওয়ার তা আর পূরণ করা সম্ভব হয়না। অনেক সময় ফোন কারিনী ছেলেদের শ্যালিকা বা ঘনিষ্ঠ বন্ধু বান্ধবের স্ত্রী হলে খিল্ খিল্ হাসির সঙ্গে প্রথমে যে কথাগুলো অপর প্রান্ত থেকে ভেসে আসে এই বয়সে তা রহিম সাহেবের কাছে প্রীতিপদ হওয়াত দূরের কথা লজ্জায় ফোন ছেড়ে পালাতে পারলে তিনি যেন বাঁচেন। অপর প্রান্তের অবস্থাও ততক্ষণে কি করুণ ও লজ্জাকর হয়ে উঠেছে তা অনুমানের বিষয়।

রহিম সাহেব সবচাইতে বিরক্ত বোধ করেন যখন কোন কাজে বাইরে গিয়ে হঠাৎ বাসায় কোন জরুরী প্রয়োজনে ফোন করতে চান। প্রায়ই দেখেন বাসার ফোন এনগেইজড অর্থাৎ কেউ কথা বলছে। এসময় ছেলেরা বাসায় থাকার কথা নয়, তাই তারা ফোন করছেনা নিশ্চয়ই, বাসার বউরা কারো সঙ্গে কথা বলছে। অন্ততঃ পনর বিশ মিনিটের পূর্ব্বে তিনি লাইন পান না। অনেক সময় আধঘন্টা চেষ্টা করেও যখন লাইন পান না তখন হতাশ হয়ে টেলিফোন করার চেষ্টা ছেড়ে দেন। তিনি ঠিক বুঝতে পারেন বাসার লোক বাইরে কোন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়ে লাইন কতক্ষণ আটকে রেখেছে সে কথা ভুলেই গেছে।

বাসায় এসে বউদের যদি জিজ্ঞাসা করেন এতক্ষণ ফোনে কে কথা বলছিল কেউ স্বীকারই করে না। বলে আমরাত কেউ ফোন বেশীক্ষণ আটকে রাখিনি। এর মধ্যে বাইরে থেকে দু'তিনটি কল

www.pathagar.com

এসেছিল এবং কথা বলেই দু'এক মিনিটের মধ্যেই আমরা ফোন ছেড়ে দিয়েছি। তিনটে কলের মধ্যে দুটো কলই ছিল আপনার ছেলেদের—জরুরী কাজে দুপুরে খেতে আসতে পারবেনা সে কথা জানিয়ে ফোন করেছিল। না হয় কোন দিন বলতো একটা জরুরী কাগজ অফিসে খুঁজে পাচ্ছেনা, সেটা বাসায় ফেলে গেছে কিনা জানতে চেয়েছিল।

রহিম সাহেব বুঝতে পারেন ওরা সত্য গোপন করছে। স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেও দেখা যায় প্রায়ই তিনি বউদেরই সমর্থন করেন। বলেন, কই ফোনে কাউকে বেশীক্ষণ কথা বলতে ত দেখিনি।

রহিম সাহেবের বড় ছেলের জেষ্ঠ্য পুত্র এখন স্কুলে ৪র্থ শ্রেণীতে পড়ে, মেজ ছেলের কন্যাও ক্লাস টুতে পড়ে, তাদের একজনের বয়স দশ বছর আর একজনের বয়সও সাত বছর। ওরাও টেলিফোন করতে শিখেছে। দাদা বাইরে গেলে সুযোগ পেলেই তারা বন্ধু বান্ধব, খালাত ভাই, মামাত ভাইদের সঙ্গে ফোনে আলাপ জুড়ে দেয়া এবং সে আলাপ আর শেষ হতে চায়না। বউরা বা নাতিরা ফোন আটকে রেখেছে এটা যদি তারা স্বীকার করত তবে রহিম সাহেবের এত রাগ হতনা। মিথ্যা বলাতেই তার রাগ বেড়ে যেত এবং রাগ করে অনেক সময় তিনি এমন কথা বলে ফেলতেন যা তার পক্ষে শোভা পেতনা।

এরমধ্যে একদিন ছোট ছেলের মেয়ের জন্মদিন। উৎসব বেশ জাঁকজমকের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হল। খাবার আয়োজন প্রচুর করা হয়েছিল কিন্তু সে তুলনায় অতিথি বেশী আসলনা। অনেক খাবার নষ্ট হলো। এসব উৎসবে রহিম সাহেব কখনও যোগ দেননা। নিজের কামরাতেই থাকেন, ড্রইং রুমে এবং ছেলেদের কামরাতে হৈ হল্লা যা হবার হয়। বউদের পক্ষের মুরব্বীদের মধ্যে কদাচিৎ কেউ এলে যাবার সময় সৌজন্য সাক্ষাৎ করে যায়। রহিম সাহেবও কাঠ হাসি হেসে বিদায় দেন। রহিম সাহেবের নিজেরও জন্ম দিন কোনদিন তাঁর বাবা পালন করেননি এবং তিনি নিজের

www.pathagar.com

ছেলেদের জন্মদিন কখনও পালন করেছেন বলে মনে পড়ে না। এভাবে জন্মদিন পালন করার মধ্যে কি সার্থকতা আছে তা তিনি বুঝতে পারেন না। জন্মদিন পালনের কথা মনে পড়লেই তার বহু দিন পূর্বের একটি অত্যন্ত কৌতুহলদ্দীপক মজার কথা মনে পড়ে যায়। একবার মনে আছে পরিচিত এক ভদ্রলোক তাকে প্রায় প্রতিমাসেই তার ছেলেমেয়েদের জন্মদিন উপলক্ষে কার্ড দিয়ে দাওয়াত করতো। কিন্তু তিনি কোন দিনই যেতেননা। একবার ভদ্রলোক দাওয়াত করতে এলে রহিম সাহেব তাকে জিজ্ঞাসা করলেন আপনি আমাকে প্রায়ই প্রতি মাসেই জন্মদিন উপলক্ষে দাওয়াত করেন, এত ঘন ঘন দিন পড়ে কি করে। আপনার ছেলে মেয়ে কয়টি?

ভদ্রলোক অম্লান বদনে বললেন আপনাদের দোয়ায় আমার ছেলে মেয়ে নয়টি — তাই প্রায় মাসেই কোন না কোনটির জন্মদিন পড়ে যায়। কৌতুহলী হয়ে রহিম সাহেব জিজ্ঞেস করলেন আচ্ছা বলুনত এ উপলক্ষে আপনি কতজনকে নিমন্ত্রণ করেন, ভদ্রলোক বললেন ধরুন প্রায় দু'শর মতো। রহিম সাহেব বললেন তবে ত আপনার মেলাই টাকা খরচ হয়। প্রতি বৎসর এত টাকা খরচ করে কেন আপনি লোকসানের ভাগি হন। ভদ্রলোক হেসে বললেন লোকসান কেন হবে বরং কিছু লাভই হয়। ধরুন দু'শর মধ্যে দেড়'শ লোকও যদি আসে তাতে ও লোকসান নাই। প্রত্যেকের জন্য আমার প্লেট প্রতি খরচ পড়ে দেড় টাকার মতো, কিন্তু যারা আসে তারা কমপক্ষে পাঁচ টাকার একটি উপহার নিয়ে আসে। এখন হিসাব করে দেখুন এতে আমার লাভ হয় না লোক-সান হয়। ভদ্রলোকের বৈষয়িক ও ব্যবসায়ী বুদ্ধি দেখে সেদিন রহিম সাহেব অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। কৌতুহল দমন করতে না পেরে রহিম সাহেব জিজ্ঞাসা করেছিলেন আচ্ছা বার্থডেতে খাওয়া দাওয়া ছাড়া আর কি হবে? ভদ্রলোক বলেছিলেন খাওয়া দাওয়ার পর একটু গান বাজনা হবে। শুনে রহিম সাহেব অবাক হয়ে গিয়েছিলেন-বললেন কার্ডে দেখছি আপনার মেয়ে নয় বৎসর থেকে দশ বৎসরে পদার্পণ করছে অর্থাৎ কবরের দিকে সে আর

www.pathagar.com

এক পা এগিয়ে গেল। এ ত দুঃখের ব্যাপার, এতে ত গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদাকাটা করার কথা। আমোদ আহলাদের সুযোগ কোথায়?

শুনে ভদ্রলোক মহারেগে রহিম সাহেবকে প্রায় মারেন আর কি। দারুন ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন কি সব অলুক্ষণে কথা আপনি বলছেন মশায়, আপনি ত সাংঘাতিক অভদ্রলোক। এর পরে ঐ ভদ্রলোক আর কোন দিন রহিম সাহেবকে দাওয়াত করেননি, রহিম সাহেব দেখেন আজকাল আধুনিক পরিবারে শুধু বার্থডেই হয় না, মেরেজডেও হয়। অবশ্য তাঁর জীবনে এসব হয়নি, তাঁর বাড়ীতেও আজ কাল মাঝে মধ্যে মেরেজডে করে ছেলেরা, অতিথি অভ্যাগত আসে, খানাপিনা হয়। রহিম সাহেব চেয়ে চেয়ে দেখেন আর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেন—কেন ফেলেন তা বোধ হয় তিনি নিজেও জানেন না। এমন ও হতে পারে নিজেদের সময় এসব প্রথা চালু ছিল না বলে একটা মধুর সামাজিক আনন্দ থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত করে এসেছেন বলেই হয়ত।

ইদানিং তিনি এর একটা দার্শনিক ভিত্তি খুঁজে পেয়েছেন বলে মেরেজডেকে আর এত খারাপ চোখে দেখেন না। তাঁর মনে হয় তাদের সময় জিনিষ পত্র সস্তা ছিল লোকের অবসরও ছিল প্রচুর, বার মাসে তখন তের পার্বণ হতো বলে সামাজিক আনন্দ উৎসবের তখন যথেষ্ট সুযোগ ছিল।

আজ আর তা নেই। সমাজ এখন অনেক বাস্তববাদি হয়ে যাওয়ায়, জীবন যুদ্ধে ক্রমাগত ঘুরপাক খেতে খেতে সমাজের বৃহত্তর জন গোষ্ঠির সঙ্গে একত্রে মিশে অনাবিল আনন্দ উপভোগ করার সুযোগ এখন অনেক কমে গেছে। তাই বদ্ধ জীবনে আধুনিক সমাজের লোক ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধব দু'চারজনকে নিয়ে ম্যারেজডেকে উপলক্ষ করে এখন খানিকটা আনন্দ পেতে চায় সীমিত পরিধির মধ্যে।

যাই হউক ছোট ছেলের কন্যা রীনার বার্থডের কথা বলছিলাম।

www.pathagar.com

বার্থডেতে লোক অনেক কম আসা, অনেক খাবার নষ্ট হওয়ার কথা এবং তাতে বাসার সবাই দুঃখ পাওয়ার কথা রহিম সাহেব শুনেছিলেন কিন্তু কেন এমন হয়েছিল তা তিনি জানতেন না। শুধু বুঝেছিলেন বাসায় এটা নিয়ে অনেক কথা হয়েছে, অনেক গবেষণা হয়েছে সবাই মর্মান্তিক দুঃখ পেয়েছে, চাকরেরা কি একটা কথা নিয়ে কানাঘুষা করেছে কিন্তু কেউ তার কাছে কিছু প্রকাশ করেনি, গিন্নীকেও এ কদিন একটু ভার ভার মনে হয়েছে কিন্তু তিনি নিজে কিছু না বলায় রহিম সাহেব নিজে থেকে কিছু জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন বোধ করেননি।

সেদিন রাত্রিবেলা শু'তে গিয়ে মরিয়ম বেগম স্বামীকে বললেন শোন আজ ত মাসের ২২তারিখ আর সাত দিন পরে মাসের এক তারিখে তোমার ছেলেরা আলাদা বাসায় চলে যাচ্ছে। এত দিনে তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হল তো? রহিম সাহেব অবাক হয়ে জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকাতেই মরিয়ম বেগম বললেন তুমিত বরাবরই চেয়ে ছিলে ছেলেরা পরিবার নিয়ে আলাদা বাসায় চলে যাক, তাতে খরচ অনেক কম হবে আত্মীয় স্বজনের আসা যাওয়া ও কমে যাবে, তোমার টেলিফোনের জ্বালাও অনেকটা কমে আসবে—তাইতো হতে চলেছে এখন। ওরা চলে গেলে যক্ষের মত সমস্ত বাড়ীটা আগলে একা একা ভোগ করতে পারবে। আমি ও ঠিক করেছি ওদের সঙ্গে চলে যাব যাতে তুমি একাই পরম শান্তিতে পুরো বাড়ীটা এনজয় করতে পার।

রহিম সাহেব স্তম্ভিত হয়ে স্ত্রীর মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। কোথায় কি তার দোষ ঘটেছে বুঝতেই পারলেন না। অবশেষে স্ত্রীকে বললেন হেঁয়ালী বন্ধ রেখে পরিষ্কার করে খুলেই বলনা আমার কি দোষ ঘটেছে যাতে ছেলেরা একসঙ্গে বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে চাচ্ছে। মরিয়ম বেগম বললেন বার্থডেতে লোক খুব কম এসেছে তুমি শুনেছ।

শুনেছি। কেন আসেনি জান? —তোমার টেলিফোনে তালা লাগানোর ফলে। নাতিরা বউরা যখন তখন বিনা প্রয়োজনে টেলিফোন

www.pathagar.com

করে বলে কয়েকদিন আগে তুমি হঠাৎ টেলিফোনের তালা লাগিয়ে দিলে, এতে ছেলেরা বউরা খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছে। টেলিফোনের বিল ত তুমি সব সময় একা দিতে না, তারাও মাঝে মাঝে দিত। এভাবে টেলিফোনে তালা লাগানোতে তারা খুব অপমানিত বোধ করেছে। রহিম সাহেব বললেন কিন্তু টেলিফোনের চাবি ত প্রত্যেক বউকে একটি করে দেওয়া হয়েছে যাতে টেলিফোন করতে অসুবিধা না হয়। মরিয়ম বেগম বললেন প্রত্যেক সময় চাবি খুঁজে বের করে টেলিফোন করা অত সহজ নয়। তাতে অনেক সময় লাগে, বিরক্তিও লাগে, ছেলেপুলের ঘর, সব জিনিস সব সময় এক জায়গায় ঠিক থাকে না, খুব দরকারের সময় অনেক সময় চাবি খুঁজে পেতে দেরী হয়ে যায়। এবার বার্থডেতে অতিথি অনেক কম আসার কারণ টেলিফোনের গণ্ডগোলে অর্ধেক লোককে সময় মত খবর দেওয়া যায়নি। তাই ছেলে বউরা ঠিক করেছে অন্য বাসায় গিয়ে অনেকটা স্বাধীনভাবে থাকবে। তোমার ছেলেবউরা আজকালকার ছেলেবউদের চেয়ে অনেক ভাল বলেই এতদিন একসঙ্গে থাকা গেছে আর বোধহয় একসঙ্গে থাকা সম্ভব হবে না।

ওরা এর মধ্যেই বাড়ী ঠিক করে ফেলেছে। তোমাকে জানাতে বলল— দু'এক দিনের মধ্যে ওরা নিজেরাই তোমাকে জানাবে।

রহিম সাহেব শুনে স্তম্ভিত হয়ে রইলেন। বাড়ীতে ছোটদের জ্বালাতেই তিনি বিশেষ করে টেলিফোনে তালা দিয়েছেন। কিন্তু তার ফলাফল যে এতটা গড়াবে এটা তিনি ভাবতে পারেননি। অনেকক্ষণ তিনি চুপ করে শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলেন। বুক থেকে তার একটা গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল। এত কষ্ট করে তিনি ছেলেদের মানুষ করেছেন। তারাও তার মনটাকে বুঝতে পারলনা? যে স্ত্রী আজ চল্লিশ বৎসর তার সঙ্গে ঘর করছে সেও তা বুঝলনা। অবাধে বলতে পারল সেও ছেলেদের সঙ্গে চলে যাবে যদিও শেষের কথাটা তিনি পুরাপুরি বিশ্বাস করেননি। তবুও

www.pathagar.com

তার দুঃখ হলো মা কেন ছেলেবউদের ব্যাপারটা বুঝাতে পারলনা। তিনি সংসারে অপচয় কমাতে চেয়েছেন। দু'পয়সা বাঁচাতে চেয়েছেন যেটা শেষ পর্যন্ত ছেলেদেরই উপকারে আসবে।

পরের দুদিন রহিম সাহেবকে খুব গম্ভীর দেখাল। কি যেন তিনি গভীরভাবে ভাবছেন মনে হলো। তৃতীয় দিনে তার পুরান গাড়ী খানা নিয়ে বের হলেন। সারা দিন ঘুরে অনেক বেলায় ফিরে এলেন। মরিয়ম বেগম ভাবলেন ছেলেরা চলে যাবে শুনে মনে ব্যাথা পেয়ে কিভাবে তাদেরকে ধরে রাখা যায় বন্ধুদের সঙ্গে তারই পরামর্শ করতে বেরিয়েছেন।

তৃতীয় দিনে পুরান একটি সুটকেস নিয়ে খুব কাছেই মেয়ামতের নাম করে রহিম সাহেব বাসা থেকে বের হলেন তিনটার দিকে। ক্রমে রাত দশটা বেজে গেলে রহিম সাহেব ফিরলেন না দেখে সবাই খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। এত রাত তিনি কখন ও বাইরে থাকেন না। যেখানেই যান দশটার মধ্যে ফিরে আসেন। সারারাতও যখন ফিরলেন না ভোর বেলা সবাই দারুন চিন্তিত হয়ে পড়ল। ছেলেরা মেডিক্যাল, পিজি হাসপাতাল সবখানে খবর নিল গত কাল কোথাও দুর্ঘটনার শিকার হয়ে কেউ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে কিনা।

বিভিন্ন থানায় খোঁজ নিল এধরণের কোন লোক কোথাও দুর্ঘটনায় পড়েছে কিনা। কিন্তু কোথাও খোঁজ পাওয়া গেলনা। আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধব যাদের বাসায় যাওয়া সম্ভব সবখানে খবর নিয়ে দেখল। সব অনুসন্ধানই বৃথা। মরিয়ম বেগম ভয়ানক অস্থির হয়ে পড়লেন। আলনায় ভাল করে খুঁজে দেখলেন দুটো লুঙ্গি তোয়ালে, একটি পায়জামা ও স্লীপার জোড়া নেই তাতে বুঝলেন যে রহিম সাহেব কোন দুর্ঘটনার শিকার হননি। গতকাল সবার অলক্ষ্যে পুরানো সুটকেসে দু'খানা কাপড় স্লীপার টুকিটাকি প্রয়োজনীয় দু'একটি জিনিষ নিয়ে গৃহ ত্যাগ করেছেন।

www.pathagar.com

এতে সবার ভয় অনেকটা দূর হলেও দুশ্চিন্তা কমল না। বুড়ো মানুষ কোথায় কোন দেশে চলে গেছে। কোথায় বেঘোরে মারা পড়বে। ছেলেরা বাপের অনেক ব্যবহার পছন্দ না করলেও তাকে সবাই দারুণ শ্রদ্ধা করত, ভালবাসতো। শত ত্রুটি সত্ত্বেও বউদের ও শ্বশুরের জন্য শ্রদ্ধা ভালবাসা কম ছিলনা। যা কিছু করছেন সে তাদের ভালোর জন্যেই করছেন এটা তারা বুঝত, যদিও তার অনেক ব্যাপারকেই তারা বাড়াবাড়ি বলে মনে করত। তাদের উপর রাগ করে শ্বশুর গৃহত্যাগ করেছেন মনে করে তাদের অনুশোচনার অন্ত রইলনা।

এভাবে দিন যায় চারিদিকে খোঁজখবর নেওয়া হতে থাকে। রহিম সাহেব ফিরেও আসেন না, তাঁর কোন খোঁজ ও পাওয়া যায় না। দিন পাঁচেক পরে বড় ছেলে রফিকের হঠাৎ খেয়াল হলো সেদিন তার বাবা গাড়ী নিয়ে কোথায় গিয়েছিলেন খবর নিতে। ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করতে সে বলল পুরানো শহরের কয়েকটি হোটেলে সেদিন তিনি গিয়েছিলেন এবং হোটেল মেরিনাতে বেশ কিছুক্ষণ ছিলেন। তখন সবাইর মনে হলো সেখানে গেলেই বোধ হয় তার খোঁজ পাওয়া যেতে পারে। হোটেলে গিয়ে খোঁজ নিতেই ম্যানেজার বললো দিন পাঁচেক পূর্ব্বে এ চেহারার বুড়ো একটি লোক দোতালায় একটি কামরা ভাড়া নিয়েছেন। তবে তার নাম রহিম নয় রকিবউদ্দীন এবং বরিশাল থেকে এসেছে বলে জানিয়েছেন। নাম ঠিকানা বদলে খুব সম্ভব রহিম সাহেবই উক্ত কামরায় আশ্রয় নিয়েছেন কিনা দেখবার জন্য সবাই দোতালায় গিয়ে নির্দিষ্ট কামরার দরজায় টোকা দিতেই রহিম সাহেব দরজা খুলে দিলেন। রহিম সাহেবকে দেখে সবাই খানিকটা আশ্চর্য্য হয়ে গেল; এ পাঁচ দিনের মধ্যে তিনি সেইভ করেননি। দাদর প্রায় আধ ইঞ্চি দাঁড়িতে সমস্ত মুখ ভরে গেছে, এ কদিনে রহিম সাহেব অনেকটা বুড়িয়ে গেছেন মনে হয়। চোখ অনেকটা বসে গেছে, মুখ শুকিয়ে ছোট হয়ে গেছে, দেখলে স্পষ্ট মনে হয় ও কয়দিন রহিম সাহেব দারুন মানসিক কষ্টে কাটিয়েছেন। তাকে দেখে সবারই চোখ পানিতে ভরে গেল। রহিম সাহেব তাদের

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

দুই চিত্র

প্রায় বছর তিরিশের পূর্বে একদিন রমাকান্ত নন্দী লেনের প্রেসে বসে আছি এমন সময় এক মহিলা এসে প্রেসের সামনে রিক্‌সা থেকে নামলেন। মহিলাকে দেখে চমকে গেলাম। আমার জীবনে এত সুন্দরী মহিলা আমি খুব কম দেখেছি। মহিলার রং যে দুধে আলতায় মিশানো তা নয়। তবে বেশ ফর্সা, সব চেয়ে আশ্চর্যজনক হচ্ছে তার দেহের গঠন। বেশ দীর্ঘাঙ্গী রিষ্টপুষ্ট কিন্তু মোটা বলা চলে না, দেহের কোথাও মেদের আধিক্য নেই। বেশ বড় বড় ডাগর দু'টি চোখ, পাতলা ঠোঁট দু'টি তাম্বুল রসে রঞ্জিত। ভদ্র মহিলা এসে আমার প্রেসে ঢুকে বললেন তাঁকে এক ঘন্টার মধ্যে একটা প্যাড ছেপে দিতে হবে। শুনে খানিকটা বিব্রত হলাম, বললাম একঘন্টায় প্যাড ছাপা সম্ভব নয় কিন্তু ভদ্রমহিলা নাছোড়বান্দা, বেশ বিনয়ের সংগে বললেন প্যাড ছেপে দিতেই হবে তাঁর খুবই দরকার এবং এর জন্য যত দাম লাগে তিনি দিতে প্রস্তুত।

ভদ্র মহিলার বিনয় ও আগ্রহ দেখে বিরক্তির ভাবটা একটু কমে গেল। তাকে বললাম একঘন্টার মধ্যে আপনি একটি লেটার প্যাড ছাপাতে চান এটা কিন্তু অত্যন্ত কষ্টকর ব্যাপার। আমরা এক সাপ্তাহ সময় হাতে না নিয়ে কোন অর্ডার নেই না। আপনি অন্য কোথাও চেষ্টা করুন। তাছাড়া আপনাকে আর্জেন্ট চার্জও দিতেই হবে, আর কাজও তেমন ভাল হবে না। ভদ্র মহিলা বললেন আপনাদের প্রেসের সুনাম শুনেছি, ছাপেন ও ভাল, আর ডেলিভারী ও দেন ঠিকমত, তাই আপনাদের এখানে এসেছি, আর দামের জন্য ভাববেন না, যা চাইবেন তাই দেব, তবে এক ঘন্টার মধ্যে আমার প্যাডটা চাই। কারণ বারটার মধ্যে আমাকে ঐ প্যাডে

www.pathagar.com

একটা দরখাস্ত দিতে হবে, তাই আপনাকে অনুরোধ করছি প্যাডটা করে দিন। আর্জেন্ট চার্জ যা লাগে দিব আর কাজ মোটামুটি হলেই হবে।

ভদ্র মহিলার সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়াতে না পেরে কাজটা করে দিতে রাজী হলাম। সেদিন শুক্রবার তখন বেলা দশটা, ১১টার মধ্যে তাকে প্যাড ছেপে দিতে হবে। ১২ টায় সেক্রেটারিয়েট ছুটি, তার পূর্বেই তাকে সেখানে পৌঁছে দরখাস্ত দাখিল করতে হবে। এইরূপ আর্জেন্ট কাজ যে পূর্বে না করেছি এমন নয়। তবে সে সব কাজ ছিল পুরুষ কাস্টমারের, কোন সুন্দরী মহিলা কাস্টমারের নয়। আমার একটা স্বভাব আমি বরাবর লক্ষ্য করেছি সুন্দরী মেয়েদের বিশেষ প্রভাব থেকে নিজেকে রক্ষা করার একটা সহজাত প্রবৃত্তি আমার মধ্যে রয়েছে।

কোন সুন্দরী মহিলা আমার কাছে কোন আবদার করলে বা কোন অযৌক্তিক অনুরোধ জানালে কেন জানি স্বভাবতই আমার মনে হতো মহিলাটি তার রূপের প্রভাব খাটিয়ে আমার কাছ থেকে অহেতুক কিছুটা সুবিধা আদায় করবার চেষ্টা করছে। তখনই আমার মন শক্ত হয়ে যেত, মনে হত তার অনুরোধে সম্মত হওয়া মানে তার বিশেষ প্রভাবের কাছে আত্মসমার্পণ করা, তখনই আমার নিভৃত মনের কোণ থেকে আত্মরক্ষার একটা প্রবল ইচ্ছা জেগে উঠত সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য। আক্রমণের আভাস পেলে সজারুর কাঁটাগুলি যেমন আপনা আপনি খাড়া হয়ে উঠে আত্মরক্ষার জন্য তেমনি কোন সুন্দরী নারী কোন অনুচিত অনুরোধ জানালেই সে তার ছল-চাতুরী কলাকৌশল দ্বারা আমাকে মোহাবিষ্ট করে বোকা বানিয়ে অতিরিক্ত সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করছে মনে হতেই আমার ভেতরের পৌরুষে যেন আঘাত লাগত-তাই সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য মন শক্ত হয়ে উঠতো এবং আমি দেখেছি অনেক সময় অযথা কঠোর হয়ে আমি তাদের সংগে রূঢ় ব্যবহার করে ফেলেছি।

www.pathagar.com

কিন্তু সাধারণ কোন নারী আমাকে কোন অনুরোধ জানালে প্রতিক্রিয়া হতো ঠিক উল্টো। আমি অত্যন্ত সহানুভূতির সংগে তার অনুরোধ রক্ষা করার চেষ্টা করতাম, কেন জানিনা তার জন্য আমার মনে একটা সহানুভূতি জাগতো, মনে হতো পুরুষদের মুণ্ডকরে কাজ আদায় করবার জন্য প্রাকৃতিক নিয়মে মেয়েরা রূপ বলে যে একটি বাড়তি অস্ত্রের অধিকারী হয় তা থেকে এরা বঞ্চিত বলে বড় অসহায় এবং তাই করুণার পাত্র। এজন্য কোন সাধারণ মেয়ে আমার কাছে কিছু চাইলে আমি সাধ্যমত তার অনুরোধ রক্ষা করার জন্য মন থেকেই করুণা মিশ্রিত একটা তাগিদ অনুভব করতাম। কিন্তু কেন জানিনা আজীবন সুন্দরী মেয়েদের ক্ষেত্রে আমার মনের প্রতিক্রিয়া সম্পূর্ণ উল্টো হতো। এটা যেন আত্মরক্ষার তাগিদে শিং বাঁকিয়ে রুখে দাড়াবার মত। আজন্মের এ মানসিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে সব সময় যে আমি পুরাপুরী জয়ী হতাম সেকথা বলতে পারব না। অনেক সময় অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিছুটা জমি ছেড়ে দিতে হত, তাতে ভিতরে ভিতরে লজ্জিত বোধ করলেও উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বির কাছে কিছুটা হার স্বীকার করেছি বলে মনে মনে ক্ষণিকটা আনন্দ ও যে অনুভব না করতাম এমন নয়, ভাবতাম আমি ত মানুষ পাথর নই।

আজকের সুন্দরী ভদ্রমহিলার ক্ষেত্রে ও আমার মনের প্রতিক্রিয়া অনেকটা সেরকমই ছিল। কাজটা নিতে সম্মত হওয়ার পিছনে তার বিনয় ও রূপলাবণ্য যে আমাকে কিছুটা প্রভাবিত করেনি একথা বলবোনা, কাজ নিতে গিয়ে তার সংগে আরও কিছুক্ষণ আলাপ করতে পারব, আমার সাদা মাটা অফিস ঘরে তার আরও কিছুক্ষণ উপস্থিতি সমস্ত পরিবেশকে আরও ক্ষণিকক্ষণ আনন্দপূর্ণ করে রাখবে যেটা কিছুটা হলেও উপভোগের ব্যাপার, এই অনুভূতিও যে আমার মনে না জেগেছিল তা নয়। তথাপি মোহাবিষ্ট হয়ে তাকে অযথা সুবিধা কোন প্রকারে যেন দিতে না হয় সে ব্যাপারে সতর্ক রইলাম।

তাই পুরাপুরি আত্মস্থ থেকে ভদ্রমহিলাকে বললাম কতগুলি লেটার পেড ছাপাবেন, পাঁচশ না এক হাজার? তিনি বললেন শুধু

www.pathagar.com

এক'শ। আমি একটু অবাক হলাম, বললাম এত অল্প দিয়ে কি করবেন? তিনি বললেন আমাকে একটা লাইসেন্সের জন্য দরখাস্ত করতে হবে, পঞ্চাশ সিট্ হলেও হবে। তবে এক'শই করে দিন। আমি বললাম পঞ্চাশ সিট্ করুন বা এক'শই করুন আপনাকে এক হাজারের ছাপা খরচই দিতে হবে, শুধু কাগজের খরচ বাঁচবে। তিনি বললেন তাই দেব। তিনি এক হাজারের ছাপা খরচ দিতে রাজী, এক ঘন্টার মধ্যেই চাই আর্জেন্ট চার্জ যাই হউক দিতে সম্মত, সব ব্যাপারটা আমার কাছে একটু রহস্যময় মনে হ'ল এবং ভদ্র মহিলার আসল মতলব সম্পর্কে আমার মন আবারও সন্দেহাতুর হয়ে উঠলো।

এমনিতে আমরা লেটার প্যাডের জন্য চার্জ পাঁচ টাকা, আর্জেন্ট হলে দশ টাকা নেই কিন্তু এক্ষেত্রে কেন জানি আমার অতি সাবধানী মন অহেতুক খানিকটা কঠোর হয়ে উঠলো। আমি বললাম এক'শ কপি ছাপার জন্যে আপনাকে কুড়ি টাকা দিতে হবে। এই অর্ডারে কাগজের খরচ দুই টাকার বেশী ছিলনা। বাকী সম্পূর্ণ ছাপা খরচ অর্থাৎ সাধারণ ক্ষেত্রে আর্জেন্ট চার্জ যা নেই এক্ষেত্রে তার প্রায় ডবল। ভাবলাম এত চার্জ শুনে ভদ্র মহিলা ঘাবড়ে গিয়ে উঠে যাবে, না হয় অন্ততঃ কিছুটা দাম কমাবার জন্য অনুরোধ করবে কিন্তু তিনি কিছুই না করে বললেন ঠিক আছে অর্ডার নিন।

শুনে ভিতরে ভিতরে আমি আবার অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। তাকে বললাম অর্দ্ধেক টাকা আপনাকে অগ্রিম দিতে হবে। সংগে সংগে ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে তিনি একটি দশ টাকার নোট বের করে দিলেন। টাকাটা নিয়ে আমি বললাম আপনার ফার্মের নাম ও ঠিকানা বলুন। সময় অল্প, তাড়াতাড়ি কম্পোজ ডিপার্টমেন্টে পাঠাতে হবে। তিনি বললেন ফার্মের নামত জানিনা। আপনি একটা নাম ঠিক করে দিন, শুনে আমি স্তম্ভিত ভাবে ভদ্র মহিলার মুখের পানে তাকালাম, মহিলা বলে কি? তার কোম্পানীর নাম তিনি জানেন না, আমাকেই ঠিক করে দিতে হবে। মহিলাটি কি আমার সংগে তামাসা করছে নাকি? তাকে বললাম আপনি একি বলছেন, আপনার কোম্পানীর নাম আপনি জানেন না আমাকেই ঠিক করে দিতে

www.pathagar.com

বলেছেন ? ভদ্র মহিলা বললেন একটু আগেই তো আপনাকে বলেছি একটা লাইসেন্সের জন্য দরখাস্ত করবো। কোম্পানীটি নুতন, নাম এখনও ঠিক করিনি, তাই আপনাকে অনুরোধ করছি আপনিই একটা নাম ঠিক করে দিন।

খুব অপ্রস্তুত বোধ করেছিলাম। ছাপা খানায় গত ৮/১০ বৎসরের জীবনে এমন অনুরোধের সম্মুখীন দু'একবার যে না হয়েছি তা নয়, তবে তারা সবাই পুরুষ কাস্টমার। কিন্তু কোন মেয়ে খরিদ্দারের কাছ থেকে এমন অনুরোধ কখনই আসেনি, তাই কি আর করব খুবই বিব্রত বোধ করলে ও কোম্পানীর জন্য একটা নাম খুঁজতে লাগলাম। আইডিয়াল করপোরেশন, জুপিটার করপোরেশন, ভেনাস করপোরেশন এই রকমের আরও দু'চারটি নাম উল্লেখ করতেই তিনি বললেন ভেনাস করপোরেশন নামটি পছন্দ হয়েছে ওটিই রাখুন। আমি আর সময় নষ্ট না করে তাড়াতাড়ি ঐ নামই ঠিক করে ঠিকানা বসিয়ে যথাস্থানে রেফারেন্স নং ও তারিখ জুড়ে দিয়ে ম্যানেজার রশিদ সাহেবকে বললাম এক ঘন্টার মধ্যে ছাপার বন্দোবস্ত করুন, খুব আর্জেন্ট। রশিদ সাহেব ও আমার ছোট ভাই মুকিত পাশের টেবিলে বসে এতক্ষণ কৌতুহলের সংগে আমাদের কথোপকথন শুনছিল। রশিদ সাহেব সংগে সংগে হেড কম্পোজিটর গোপাল বাবুকে ডেকে কাজটা বুঝিয়ে দিলেন। নির্ভুল দ্রুত কম্পোজ ও টাইপ পছন্দের ব্যাপারে গোপাল বাবুর খুব সুনাম ছিল। তাই তাকেই কাজটির ভার দেওয়া হলো এবং আমি ও নিশ্চিন্ত হলাম যথা সময় কাজটি সম্পূর্ণ হবে মনে করে।

নাম ঠিক হবার পরেই ভদ্র মহিলা রিক্সায় উঠে চলে গেলেন। বলে গেলেন ঠিক এগারটায় এসে তিনি প্যাড নিয়ে যাবেন। আমি তাকে যাওয়ার সময় বললাম বাকি দশ টাকা দিয়ে যেন তিনি ডেলিভারী নেন, কোন টাকা বাকি রাখা চলবে না। মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে তিনি রিক্সায় উঠলেন। যে রিকসায় এসেছিলেন সে রিক্সা এতক্ষণ তিনি দাঁড় করেই রেখে ছিলেন।

www.pathagar.com

আমার এক জায়গায় জরুরী যাওয়ার ছিল। ভদ্র মহিলার অর্ডার নিতে এমনিতেই দেরী হয়ে গিয়েছিল। ম্যানেজার রশিদ সাহেবও মুকিতকে আমি বারে বারে সাবধান করে দিলাম, পুরো টাকা ছাড়া যেন কোন ক্রমেই প্যাডের এক সীট ও না দেয়। আমার পূর্ব অভিজ্ঞতায় দেখেছি অনেক পার্টিই এ্যাডভান্স দেওয়ার পর বাকী টাকা না দিয়ে দু'এক সীট প্যাডের কাগজ বা আর্টিকেলস এণ্ড মেমোরেনডামের দু'এক কপি নিয়ে আর আসে না। পরে জানতে পেরেছি কোন নতুন কোম্পানীর নামে দরখাস্ত দিতে এক সীট প্যাডের কাগজ বা কোন প্রাইভেট লিঃ কোম্পানীর রেজিষ্ট্রেশনের জন্য মেমোরেনডামের এক কপির বেশী প্রয়োজন হয় না।

তাই অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি অনেক প্রতারক পার্টি মালিককে দেখিয়ে আনবার নাম করে প্যাডের দু'এক সীট বা মেমোরেনডামের দু'এক কপি নিয়ে যেত। পার্টি হাজার শীট প্যাডের জন্য অগ্রিম বিশ টাকা দুই'শ মেমোরেনডামের জন্য একশত টাকা দিয়েছে, তাই এত টাকা যখন দিয়েছে বাকী টাকা নিশ্চয়ই দিয়ে অবশিষ্ট কপি ডেলিভারী নিবে একথা মনে করে তাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করতে দ্বিধা করতাম না। পরে অনেকদিন অপেক্ষা করেও যখন পার্টির দেখা পেতামনা তখন অপর প্রেসওয়ালাদের জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম আমরা কিভাবে প্রতারিত হয়েছি। তাই পারতপক্ষে প্যাডের এক কপিও পুরো দাম না নিয়ে হাত ছাড়া করতাম না, আর করলে ও সীটটির উপর থেকে নীচ পর্যন্ত কালির আঁচড় দিয়ে দিতাম যাতে কেউ ব্যবহার করতে না পারে।

ভদ্র মহিলার আচরণে প্রথম থেকেই আমার কেমন যেন মনে সন্দেহ জাগছিল তাই মুকিত ও রশিদ সাহেবকে বারে বারে সাবধান করে দিলাম যেন কোন অবস্থাতেই বাকি দশ টাকা না নিয়ে ডেলিভারী যেন না দেয়। যা হোক ঘন্টা দেড়েক পরে ফিরে এসে তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম মহিলাটি টাকা দিয়ে প্যাড

www.pathagar.com

নিয়েছে কিনা? মুকিত ও রশিদ সাহেব দু'জনই বললো হ্যাঁ ভদ্র মহিলা পুরো টাকা দিয়ে দুই সীট নিয়ে গেছে, আর পরে এসে বাকিগুলি নিয়ে যাবে। কথা বলবার সময় আমার মনে হলো যেন মুকিতের গলার স্বর একটুখানি কেঁপে গেল। তখন আমার খানিকটা সন্দেহ হলো। এবার আমি জোর করে রশিদ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম সত্যি করে বলুনতো ভদ্র মহিলা টাকা দিয়ে গেছে কি না? মিথ্যা বলবেন না। রশিদ সাহেব বললেন দিয়ে গেছে। কিন্তু আমার মনে হলো তার কন্ঠস্বরেও যেন তেমন জোর নেই। কোথাও যেন খানিকটা জড়তা আছে এবং দু'জনের চোখের দিকে তাকিয়ে আমার যেন মনে হলো দু'জনেই আমার কাছে কি একটা লুকোতে চাচ্ছে। যা হোক তাদেরকে আবার জিজ্ঞাসা করতে এবার দু,জনেই জোর দিয়ে বললো টাকা তারা পেয়েছে এবং ড্রয়ার খুলে আমাকে দশ টাকার একটি নোট দেখালো। তখন আর আমার সন্দেহ রইল না এবং এই অসামান্য সুন্দরী মহিলার দ্বারা আমরা প্রতারিত হইনি এবং এতরূপ ও আর্কষণীয় চেহারা থাকা সত্বেও তার কাছ থেকে ন্যায্য মূল্যের চাইতে বেশী উশুল করতে পেরেছি ভেবে একটু আত্ম প্রসাদ লাভ করলাম।

এর পরে দিনের পর দিন যায় ভদ্র মহিলা আর আসেন না, কাউকে পাঠিয়ে প্যাডের কাগজগুলিও নিয়ে যান না। এভাবে প্রায় মাস ছয়েক বাঁধাই করা ভেনাস করপোরেশনের প্যাডটি পড়ে রইল, উপরে ধূলো জমে উঠতে লাগলো, মাঝে মাঝে ধূলো পরিষ্কার করে ঝেড়ে ঝুড়ে রাখতাম আর আশ্চর্য্য হতাম পুরো টাকা দিয়ে তিনি কেন বাকি কাগজগুলি নিচ্ছেন না। মাঝে মাঝে ভাবতাম লাইসেন্স হয়ত পান নি। দরখাস্ত করার জন্যে একবার দুই সীটেরই দরকার ছিল, সে দরকার সেরে গেছে তাই বাকী গুলোর আর দরকার নেই বলে আসছেন না। তথাপি ভদ্র মহিলার কথা মাঝে মাঝে মনে পড়ত আর খানিকটা রোমাঞ্চও বোধ করতাম। মন চাইতো প্যাড নেওয়ার উপলক্ষে তিনি আবার আসুন, তাকে আর এক বা দেখি। মাস ছয় সাতেক এর মধ্যে ও আর যখন এলেন না তখন অবশ্য আর

www.pathagar.com

প্যাডটি রাখা নিষ্প্রয়োজন মনে করে উপরের ছাপা অংশ কেটে ফেলে বাকী অংশ দিয়ে অফিসের জন্য খস্‌ড়া কাগজ বানাবো ঠিক করেছি এমনি সময়ে হঠাৎ একদিন দুপুরে ভদ্র মহিলা এসে বললেন দিন আমার প্যাডটি।

তাকে দেখেতো আমি অবাক, তিনি প্যাড নিতে আসবেন এ আশা আমি ছেড়েই দিয়ে ছিলাম। যা হোক অনেক খোঁজা-খুঁজি করে পুরানো কাগজ পত্রের ভিতর থেকে তার প্যাডটি বের করে মুছে ছেচে তার হাতে দিলাম। অনেক দিন পর্য্যন্ত পড়ে থাকার ফলে উপরের কয়েকসীট ময়লা হয়ে গিয়েছিল। যা হোক প্যাডটি তার হাতে দিতে ভেনেটি ব্যাগ খুলে তিনি দশ টাকার একটি নোট আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। টাকা দিতে দেখে আমি ভাবলাম অনেক দিনের ব্যাপার, ভদ্র মহিলা যে টাকা দিয়ে গেছেন এটা বোধ হয় ভুলে গেছেন। তাই আমি বললাম টাকা-দিতে হবে না, টাকা আপনি আগেই দিয়ে গেছেন। ভদ্র মহিলা বললেন না টাকা আমি দিয়ে যাই নি, টাকাটা আপনারা এখনো পাবেন।

এর পরে আমি তাকে যতই বলি টাকা তিনি দিয়ে গেছেন এবং সেটা তিনি ভুলে গেছেন ততই তিনি জোর দিয়ে বলতে লাগলেন যে টাকাটা তিনি দিয়ে যাননি। এখনও টাকাটি তিনি ধারেন। আমি একটু অবাক হয়ে গেলাম। এসব ব্যাপারে পূর্বে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে সেটা বরং ঠিক উল্টো আমরা বলি টাকা বাকী আছে আর পার্টি বলে টাকা সে আগেই দিয়ে গেছে। তাই এই অভূতপূর্ব পরিস্থিতির সম্পূখীন হয়ে আমি যেন খানিকটা বিস্মিত ও বিব্রত বোধ করতে লাগলাম। টাকা তিনি দিয়ে গেছেন এসম্পর্কে আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম। ভাবলাম খুব সম্ভব তিনি ভুলে গেছেন অথবা আমার সততা পরীক্ষা করছেন, দেখছেন টাকাটা আমি দু'বার নেই কিনা?

তাই আমি পূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে তার মনোভাব

www.pathagar.com

বুঝবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু তার মুখে সরলতা ছাড়া কুটিলতার কোন লক্ষণ দেখলাম না। তখন আমার মনে হলো ভদ্র মহিলা নিশ্চয়ই ভুলে গেছেন। এসময় দুর্ভাগ্যবশতঃ মুকিত বা রশিদ সাহেব প্রেসে উপস্থিত না থাকায় তাদের কাছ থেকে যাচাই করে নেওয়ার ও কোন উপায় ছিলনা। তখন আমার হঠাৎ প্রথম দিনের মুকিত ও রশিদ সাহেবের ইতঃস্তুতার কথা মনে পড়লো। ভাবলাম হয়ত মহিলা সত্যিই টাকা দেননি, মুকিত তারা আমার কাছে যে কোন কারণে হোক সত্য গোপন করেছে। তাই আমি টাকাটা নিতে রাজী হলাম এই সর্তে যে আমার ভাই ও রশিদ সাহেব যদি এসে বলে টাকা তারা আগেই পেয়েছে তবে তার ঠিকানায় আমি টাকাটা ফেরৎ পাঠিয়ে দেব। ভদ্র মহিলা রাজী হলেন।

এরপরে এক কাপ চা অফার করে তাঁর ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে আলাপ করতে লাগলাম। তিনি বললেন চট্টগ্রামে তাদের সাবানের কারখানা আছে, তিনি ও তার স্বামী সেটা চালান। নতুন প্যাড যেটা ছেপেছেন সে কোম্পানীর নামেও নতুন লাইসেন্স পেয়েছেন। তাই বাকী কাগজগুলোর দরকার পড়েছে। আমরা কতদিন ধরে প্রেস করেছি এবং কেমন চলছে জানতে চাইলেন। কথায় কথায় বেশখানিটা সময় কাটলো, মনে হলো আমার সংগে গল্প করে তিনিও বেশ আনন্দ পাচ্ছেন। কথার ফাঁকে ফাঁকে তার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আমি তাঁকে খুটিয়ে খুটিয়ে দেখছিলাম ফিগার, গায়ের রং, মুখশ্রী সবই ভারী সুন্দর, বড় মিষ্টি কিন্তু সাজ পোশাকে কোথায় উগ্রতা নেই, প্রসাধন পরিমিত, পরনে সাদা শাড়ী, সাদা ব্লাউজ, প্রথম বারে ও তাকে ঠিক এই পোশাকেই দেখেছি, দেখলেই ভালবাসতে ইচ্ছা করে। মন থেকে একটি দীর্ঘ শ্বাস বেরিয়ে এলো। ভাবলাম এই মহিলার যে স্বামী সে সত্যিই ভাগ্যবান।

ইতিমধ্যে কথার ফাঁকে ফাঁকে তিনি বললেন যে চট্টগ্রামে জুবিলী রোডে তাদের কারখানা, থাকেনও সেখানে। আমি তো

www.pathagar.com

মাঝে মাঝে চট্টগ্রামে যাই, এবার গেলে যেন তাদের সঙ্গে দেখা করি। তাদের ঠিকানা ৩৩নং জুবিলী রোড। আমি চট্টগ্রামে গেলে তাদের সেখানে যাব কথা দিলাম। প্রায় আধঘণ্টার মত গল্প করে ভদ্র মহিলা উঠলেন এবং রিক্‌সা করে চলে গেলেন। যাওয়ার পূর্বে চট্টগ্রাম গেলে তাদের সংগে দেখা করতে আবারও অনুরোধ জানালেন। ভদ্র মহিলা চলে যেতেই মনে হলো দিনের আলো যেন অনেকটা ম্লান হয়ে গেছে। অকারণে মনটা বিমর্ষ হয়ে গেল। এর কিছুক্ষন পরে মুকিত ও রশীদ সাহেব আসতেই তাদেরকে ঘটনাটি বলে সত্যি কথা বলতে বললাম। এবার দু'জনে খানিকক্ষন একে অপরের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বললো ভদ্র মহিলা সত্যিই সেদিন টাকা দিয়ে যাননি। আমি কারণ জিজ্ঞাসা করতেই তারা বললো উনি সেদিন এসে দু'খানা সীট হাতে নিয়ে হঠাৎ দাঁড়ানো রিক্‌সায় উঠে চলে গেলেন। টাকার কথা বলার তারা ফুরসৎই পায়নি।

ব্যাপারটা এত হঠাৎ ঘটে গিয়েছিল যে ছুটে গিয়ে রিক্‌সা আটকাবার আগেই গল্লি পেরিয়ে তার রিক্‌সা বড় রাস্তায় পড়ে গেল। তখন আমার বকুনি থেকে বাঁচবার জন্যে দু'জনেই ঠিক করলো যে ব্যাপারটা একদমই চেপে যেতে হবে, নচেৎ সত্য কথা বললে এত সাবধানের পরেও মেয়ে লোকটি তাদের দু'জনকেই বোকা বানিয়ে গেছে জানালে আমার তিরস্কারের অন্ত থাকবে না একথা ভেবেই দুজনে মিথ্যা বলা সাব্যস্ত করলো এবং আমার বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য নিজেদের পকেট থেকে ড্রয়ারে দশ টাকা রেখে দিয়ে ছিল। সব ব্যাপারটা শুনে আমি আর কিছু বললাম না। বুঝলাম তারা ও সেদিন প্রথমে খানিকটা মোহাবিষ্ট হয়ে পড়ে ছিল এবং বিহবল ভাবটা কাটতে কাটতে দেখে যে ভদ্র মহিলার রিক্‌সা গলি থেকে বেরিয়ে গেছে।

এর পরে উপরোক্ত মহিলাটির সংগে আর বহুদিন দেখা হয়নি। মাঝে মধ্যে প্রায়ই তার কথা আমার মনে পড়তো। সে দিন যাওয়ার পূর্বে চট্টগ্রামে তাদের বাসায় যাওয়ার নিমন্ত্রণের

www.pathagar.com

কথাটা স্মরণ হতেই দেহেমনে একটা শিহরণ জাগতো। অত অল্প ক্ষণের আলাপে যে ভদ্র মহিলা আমার মনে একটা স্থায়ী আসন পেতে ফেলতে সক্ষম হয়েছেন এটা অস্বীকার করবো না। ভদ্র মহিলাকে আমার এত ভালো লেগেছিল তার অনাড়ম্বর সাজ সজ্জা ও সীমিত প্রসাধনের জন্য। মেয়েদের উগ্র প্রসাধন আমি কোন কালেই সহ্য করতে পারিনা। তাদের আঙ্গুল রঞ্জিত অধর যত লালই হোক না কেন আমার খারাপ লাগে না বরঞ্চ ভালই লাগে, কিন্তু ঠোঁটে লিপষ্টিকের কড়া রং দেখলেই আমার বিরক্তি লাগে যদিও হালকা ও আলতো ভাবে লিপষ্টিকের ছোঁয়া খারাপ লাগেনা, ভালই লাগে। মেয়েদের সুচালো লম্বা নখ আমার ভাল লাগে না বিশেষতঃ নেইল পলিশে রাঙ্গানো লম্বা নখ সহ লাল টক টকে লিপষ্টিকে রাঙ্গানো ঠোঁটের অধিকারিনী কোন আধুনিক মহিলাকে দেখলে কেন জানি হঠাৎ আমার রক্তলোলুপ একটি জীবের কথা মনে পড়ে যায়। মনে হয় তাজা রক্তের চিহ্ন রয়েছে ঐ নখে আর ঠোঁটে। আমার মনে এভাব কেন জাগে আমি জানিনা। এটা হয়ত আমার একটা মানসিক বিকৃতি, সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করবার অক্ষমতা এবং এই বিকৃতির জন্য নারী সমাজের কাছে হয়ত আমার লজ্জিত হওয়া উচিৎ কিন্তু কেন জানিনা শৈশব থেকেই আমার মনে এই উপলব্ধি রয়েছে।

একবার মনে আছে বছর পঁচিশেক আগে শাহবাগ হোটেলের এক ডিনারে খেতে বসে আমি লক্ষ্য করলাম শ্যামলার চেয়ে এক পোঁচ কালো এক ভদ্র মহিলা আমার উল্টো দিকের সীটে আসন গ্রহন করেছেন। ভদ্র মহিলা দেখতে ও একটু খাটো, তার উপর খোঁপাটি মাথার উপরে মৌমাছির চাকের মত ফাঁপিয়ে এমনি চুড়ো করে বাঁধা যে তার ছোট মুখ খানির চাইতে তার বিরাট খোঁপাটি সর্বাগ্রে চোখে পড়ে। খেতে বসে চোখ তুলতেই তার উগ্র প্রসাধন, টকটকে লাল ঠোঁট, সুচালো নখ ইত্যাদি বারে বারে আমার নজরে পড়ে দারুণ অস্বস্থি বোধ করতে লাগলাম। পরে আমি সুপ সার্ভ করতে আরম্ভ করার পূর্ব্ব মুহূর্তে এক অছিলায় দূরের আর একসীটে

www.pathagar.com

গিয়ে বসলাম। আমার বন্ধু বান্ধবেরা যারা আমার এ মানসিক বৈকৈল্যের কথা জানতো তারা ব্যাপারটি লক্ষ্য করে একটু হাসলো।

প্রসাধন এবং সাজ গোজ সম্বন্ধে আমার একটি সহজাত ধারণা রয়েছে সেটা অন্যের চোখে হয়ত অদ্ভুত ঠেকবে এবং তারা আমাকে রুচিহীন এবং বর্বরও ভাবতে পারেন। সুন্দরী মেয়েরা যখন অতিরিক্ত প্রসাধন করে নিজেকে আরও সুন্দর করে তুলতে চায় তখন আমার ভাল লাগেনা। মনে হয় প্রকৃতি ফুলকে যে সহজাত রং ও রূপ দিয়েছে সেটাই তার জন্য সব চাইতে সুন্দর। প্রকৃতির দেওয়া রংগের উপর রং চড়ালে সৌন্দর্য্য তো বাড়েইনা বরং কৃত্রিমতার স্পর্শে তা খানিকটা হলে ও ম্লান হয়ে যায়। প্রসাধন ও রূপচর্চা প্রিয় দু'চার জন মেয়ে যাদেরকে আমার কোন সময় ভাল লাগতো তাদেরকে আমি যখন খোদার উপর খোদকারী করতে গিয়ে নিজে-দেরকে আরও মলিন করে তুলছে ইংগিত করতাম তারা আমার এধারনা ইর্ষা প্রসূত মনে করে অপরের চোখে তারা আরও একটু লোভনীয় হলে তাদেরকে হারাবার ভয়ে আমি ভীত এইরূপ মন্তব্য করতো,

তাদের কথা শুনে খানিকটা বিব্রত হলেও গভীর ভাবে ভেবে দেখেছি কথাটার মধ্যে খানিকটা যে সত্যের স্পর্শ নেই এমন নয়। যাকে ভালবাসি অন্যের চোখে সে যত অনাকর্ষণীয় থাকে ততই মনে মনে আমি নিশ্চিন্ত বোধ করি এটা ও সত্যি কথা। মানুষের মন সত্যই বড় অদ্ভুত, স্বার্থপরতা যে কত সূক্ষ্ম এবং নিঃশব্দে কত গভীরে কাজ করে বলা যায়না। যা হোক তথাপি সাজ গোজের ব্যাপারে যে আমি যতদুর সম্ভব অনাড়ম্বর ও স্বাভাবিকতা পছন্দ করতাম এতে কোন সন্দেহ নাই।

ভদ্র মহিলা যখন বহুদিন পরে এসে প্যাডটি নিয়ে গেলেন এবং আমারও আর অনেকদিন চট্টগ্রামে যাওয়া হলো না তখন একদিন কথায় কথায় এক বন্ধুকে তার অর্ডার দেওয়া এবং পরে

www.pathagar.com

প্যাড নেওয়ার ব্যাপারটি গল্পচ্ছলে বললাম। শুনেই বন্ধুটি চমকে উঠলেন, বললেন এই মহিলাকে তিনি ভাল করেই চেনেন। ইডেন বিল্ডিং এ তাকে প্রায়ই অফিসারদের কামরায় ঘুরে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। ভদ্র মহিলা লাইসেন্স পারমিটের ব্যবসা করেন এবং এ জন্যে প্রায়ই ঢাকা আসেন এবং বহু সময় তাকে ইডেন বিল্ডিং এর বারান্দায় দেখা যায়। শুনে আমার মনের মধ্যে একটা হাতুড়ির আঘাত পড়লো। এতদিন গৃহবধূ হিসাবে তার সম্বন্ধে আমার মনের গভীরে পবিত্রতা বোধের সংগে ভালবাসা মিশ্রিত যে একটা রূপালী পর্দা ঝুলছিল তা মুহূর্তে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। মনের দিক থেকে একটা অসম্ভব ঘা খেলাম, ভদ্র মহিলার সংগে আমার তেমন কোন গভীর পরিচয় ঘটেনি, মন দেওয়া নেওয়া তো দূরের কথা তথাপি মহিলাটিকে প্রায়ই অফিসারদের কামরায় ঘুরে বেড়াতে দেখা যায় শুনে মনটা তীব্র ব্যাথায় ভারাক্রান্ত হয়ে গেল। পূর্বের সেই সুচিতা বোধ আর রইলো না। মহামূল্যবান একটা জিনিষ হারাবার কারণে সমস্ত মনটা যেন একটা সূক্ষ্ম ব্যাথায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। ব্যাথাটা কোথায় এবং কেন অনেক চেষ্টা করেও যেন তার সুস্পষ্ট রূপটা ধরতে পারছিলাম না।

অফিসারদের কামরায় যারা ঘুরে বেড়ায় তারা যে কেমন ধরণের মেয়ে, লাই-সেন্স পারমিট শিকার করতে গিয়ে কত ভাবে কতজনের যে মনোরঞ্জন করতে হয় এবং কি পরিস্থিতি ও পরিবেশের ভিতর দিয়ে তাদের বরাবর চলাফেরা করতে হয় এবং করতে করতে কি ধরণের নারীতে শেষ পর্যন্ত রূপান্তরিত হয় তা আমার ভাল করেই জানা আছে। নিজেকে বড় নিঃস্ব মনে হল, এতদিন মনের গভীরে যে মহামূল্যবান স্মৃতিকে লুকিয়ে রেখে নিজেকে খুব ঐশ্বর্য্যবান মনে করতাম এখন মনে হলো সেটা মিথ্যা, যেটাকে হীরক খণ্ড মনে করে আপনাকে ধনী মনে করতাম সেটা আসলে কাঁচ। ভেবে মনটা চাপা বিষন্নতায় ভরে গেল।

www.pathagar.com

দুই চিত্র

আমার মন হঠাৎ করে এমন খারাপ হয়ে গিয়েছিল কেন সেকথা আমি পরে অনেক ভেবেছি। তার সঙ্গে আমার এমনই বা কি সম্পর্ক ছিল বা তার উপর আমার এমন কি অধিকার ছিল যে কলুষ তাকে স্পর্শ করেছে বা আমার কল্পিত ধারণার সঙ্গে সংগতিহীন একধরনের জীবন সে যাপন করেছে বলে আমি অতটা ক্ষুব্ধ বা ব্যাথিত হতে পারি? পরে বুঝেছি এটা মানুষের একটা অদ্ভূত অনুভূতি যুক্তি দিয়ে যেটা বিশ্লেষণ করা যায় না। তখন আমার গোর্কীর সেই প্রসিদ্ধ তেরটি পুরুষ ও একটি মেয়ে গল্পটির কথা মনে পড়ল। একটি দালানের মাটির নীচের একটি রুটির কারখানায় তেরজন পুরুষ কাজ করতো। বাহিরের আলো এবং জগতের সঙ্গে তাদের প্রায় কোন সম্পর্ক ছিল না। কৈশোর ছাড়িয়ে সবে যৌবনে পা দিয়েছে তহ্‌মিনা নামে এমন ধরনের সুন্দর একটি মেয়ে প্রতিদিন তাদের কাছ থেকে রুটি কিনেত আসত এবং এই মেয়েটিকে দেখলেই কারখানার তেরটি পুরুষের হৃদয় আনন্দে ভরে উঠত। তাদের মনে হতো তাহ্‌মিনা যেন এ পৃথিবীর মানুষ নয়। স্বর্গের পবিত্রতা ও সৌন্দর্য্যে নিয়ে যেন সে তাদের কাছে আসে। মাটির নীচের অন্ধকার ঘরে সূর্য্যের আলোর মত সে তাদের দেখা দেয়, তাতেই তারা আনন্দ পায়। তহমিনা তাদের কাছে যেন স্বর্গের অপ্সরা, পবিত্রতার প্রতিমূর্তি, তাদের আনন্দের উৎস। প্রতিদিন তার আগমনের অপেক্ষায় উৎসুক হয়ে কারখানার এই তেরটি মানুষ অপেক্ষা করত।

কিছুদিন পর তারা লক্ষ্য করল সামরিক বিভাগের এক তরুণ অফিসার রুটি কিনতে এসে তহমিনার সংগে ঘনিষ্টতা করার চেষ্টা করছে এবং তহমিনা প্রথম প্রথম তাঁকে বিশেষ আমল না দিলে ও পরে তাঁর সংগে বেশ হেসে গল্প করছে। দেখে কারখানার তেরটি পুরুষ ক্রমেই বিষন্ন হয়ে উঠল। তারা মনে মনে ভাবত তহমিনা যেন শুধু তাদেরই থাকবে অন্য কারো হতে পারে না। তরুণ ছোক্‌রা অফিসারটির সংগে তহমিনার হেসে গল্প করাটা তাদের ক্ষুব্ধ করে তুলল। একদিন তারা দেখল রুটি কিনেও তহমিনা দাঁড়িয়ে

www.pathagar.com

আছে, কার জন্য যেন অপেক্ষা করছে। একটু পরে ছোকরা অফিসারটি আস্‌তে তহমিনা যেন খুশী হয়ে উঠল। দু'জনে পাশে একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন জায়গায় গিয়ে ঢুকল—একটু পরে পুরুষটি প্যান্টের বোতাম আট্‌তে আট্‌টে অন্ধকার থেকে বেড়িয়ে এল। সাথে সাথে তহমিনা ও বেরিয়ে এল এবং কারখানার লোকগুলির মনে হল তহমিনার মুখে যেন একটা তৃপ্তির হাসি লেগে রয়েছে।

সেই মুহূর্ত থেকে কারখানার তেরটি মানুষের তহমিনাকে কেন্দ্র করে অপূর্ব আনন্দের যে অনুভূতি মনে জাগত তা চির দিনের জন্য শেষ হয়ে গেল। তহমিনাকে ঘিরে স্বর্গীয় পবিত্রতার যে স্পর্শ তারা অনুভব করত, ছোকরা অফিসারটির কামনার বিষাক্ত বাসনার কাছে ধরা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা মুহূর্তে বিলীন হয়ে গেল। তারা আবার ফিরে গেল তাদের সেই পুরানো নিরানন্দ জীবনে। আমার ও মনে হলো যে মহিলার পবিত্র স্মৃতি এতদিন আমি মনে মনে সযত্নে পালন করেছি সেই নারী নিশ্চিত ভাবে বহু ভোগ্যা এটা জানার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের অবস্থা ও বোধ হয় গৌর্কীর গল্পের সেই তেরটি পুরুষের মত বিষন্ন হয়ে গিয়েছিল। মানুষের মনের অনুভূতি বড় অদ্ভুত। কোন অংকের নিয়মে একে ধরা যায় না।

এর কিছুদিন পরে এক কাজে চট্টগ্রামে গিয়ে সপ্তাহ খানেক ছিলাম। জুবিলী রোডের পাশ দিয়ে কয়েক বারেই যাওয়া আসা করেছি কিন্তু ভদ্র মহিলার সংগে দেখা করলাম না। তাকে আর একবার দেখার প্রবল ইচ্ছা মনে জাগছিল, একবারত সে বাড়ীর গেইট এর ভিতরে ঢুকে দারোয়ানের সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলেছিলাম, ভেবেছিলাম একজনের কথায় উপর নির্ভর করে কারো সম্বন্ধে এরূপ নিশ্চিত ধারণা করা ঠিক না ও হতে পারে। একটা পূর্ব্বকল্পিত ধারণার বশবর্তী হয়ে একজনের প্রতি অহেতুক অন্যায় ও হয়ত করে

www.pathagar.com

ফেলতে পারি। তাই ভাবলাম একবার নিজের চোখে দেখে আসতে ক্ষতি কি? গিয়েছিলাম সন্ধ্যার একটু পরে।

গিয়ে গেইটের বাইরে কলিং বেল টিপতেই দারোয়ান দরজা খুলে দিল। পশ্চিমা দারোয়ান। বেগম সাহেবা আছেন কি না জানতে চাইলাম। দারোয়ান বলল আছেন। দেখা করতে চাই বলতে দারোয়ান আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষন করে উর্দ্দুতে জিজ্ঞাসা করল আমি দাওয়াতে এসেছি কিনা? আমি না বলায় সে বলল এখন ত দেখা হবে না। বেগম সাহেব এখন ভিতরে ব্যস্ত আছেন। আমি ঢাকা থেকে এসেছি বলায় বলল এখন ত ভিতরে খানা পিনা চলছে-সেখানে অনেক মেহমান আছে। বাইরের লোকের সংগে এ সময় তিনি দেখা করেন না। আপনার জরুরী দরকার থাকলে কাল সকালে দশটার পরে আসবেন। আমার কৌতুহল হওয়ায় জিজ্ঞাসা করলাম তিনি কতক্ষণ ব্যস্ত থাকবেন? দারোয়ান উর্দ্দুতে বলল ইয়ে খানা পিনাত বহুত রাত তক চলেগা। আমি জিজ্ঞাসা করলাম শুধু খানাপিনা হয় না নাচ গান ও হয়। দারোয়ান বলল জী হাঁ ওভি হোতা হ্যায়। আমি জিজ্ঞোসা করলাম একি রোজই হয় না মাঝে মাঝে হয়? আমার বেশভূষা ও চেহারা দেখে দারোয়ান আমাকে মোটা মুটি উচুঁশ্রেণীর মানুষ ধরে নিয়েছিল বলেই বোধ হয় এত কথার জবাব দিচ্ছিল। বলল হ্যার রোজ নেহি হোতা হ্যায়, হার ছানিচার কো শহরকা বড়া বড়া আদমী আওর অফিসার লোগ আতে হাঁ-খানাপিনা আওর নাচ গান চলতা হায় বহুত রাত তক। কাভি কাভি বীচমে ভী এক আধ দিন হোতা হায়।

খোলা গেইটের ভিতর দিয়ে দেখলাম সামনে বেশ বড় ল'না। তাতে বেশ কয়েক খানা দামী গাড়ী-দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভিতরে অনেক লোকের কথা বার্তা চলছে। মাঝে মাঝে উচ্চ হাসির আওয়াজ শুনা যাচ্ছিল। তখনও বোধ হয় নাচ গান আরম্ভ হয়নি। লনের এক পার্শ্বের একটি ছোট কামরা থেকে উর্দ্দী পড়া একটি

www.pathagar.com

লোককে কয়েকটি সোডার বোতল নিয়ে হল ঘরের দিকে যেতে দেখলাম। পরিবেশটা দেখে মনটা দমে গেল—দেখা করার উৎসাহ হারিয়ে ফেললাম। ভিতরে কি চলছে আমি যেন মনশ্চক্ষে সব দেখতে পাচ্ছি মনে হল। মনটা বিষিয়ে কেমন জানি করে উঠল। তাড়া তাড়ি বেরিয়ে এলাম, দারোয়ান জিজ্ঞাসা করল কাল সকালে আসব কিনা? দারোয়ানকে দশটা টাকা বকশিস দিয়ে বললাম না আসতে পারব না, কাল ভোরের প্লেনে আমি ঢাকা চলে যাচ্ছি। দশ টাকা বকশীস দেওয়ায় লোকটি আমার দিকে আশ্চর্য্য হয়ে তাকালো, সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে সালাম জানাল। তখনকার দিনে দশ টাকা অনেক টাকা—আজকের দিনের প্রায় তিন'শ টাকার সমান। তখনকার দিনে ২/৫ টাকার বেশী সাধারণত কেউ বকশীস দিত না।

এক দিন থেকে হয়ত দেখা করতে পারতাম কিন্তু ভাবলাম দেখা করে কাজ নেই, তার সংগে দেখা না করাই ভাল। শরৎ বাবুর "আঁধারে আলো"র সত্যেন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ে গেল, গঙ্গার ঘাটে স্নান করতে গিয়ে বিজলী নামের অনিন্দ্য সুন্দরী অপরিচিত মেয়েটিকে দেখে সত্যেন্দ্রনাথ মন প্রান দিয়ে ভালবেসেছিল। কিন্তু তার ঠিকানা না জানায় তার বাসায় কখন ও যায়নি। অবশেষ একদিন ঠিকানা জানতে পেরে তার বাসায় গিয়ে সত্যেন্দ্রনাথের যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল সে বড় মর্মান্তিক, তার কল্পনার বিজলী আর বাস্তবের বাঈজী বিজলী যে সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ সেটা দেখতে পেরে।

তাই জুবিলী রোডে আর আমি গেলাম না। মনে হলো ওখানে যার দেখা পাব তার সংগে মানুষের সম্পর্ক শুধু টাকার, হৃদয়ের নয়। ভয় হলো একবার তার পাল্লায় পড়লে রূপের মোহজালে আবদ্ধ করে আমাকে সে পিঁপড়ের মত কোথায় টেনে নিয়ে যাবে তার ঠিক নেই। একবার তার মোহে আচ্ছন্ন হলে কতদিনে মুক্তি পাব বলতে পারি না। এর মধ্যে যা কিছু উপার্জ্জন করেছি তা সবই হয়তো

www.pathagar.com

হারাতে হতে পারে। মনে হলো আমি আর্থিক দিক থেকে বেশ কিছুটা স্বচ্ছল, এটা টের পেয়েই এই মায়াবিনী নারী চট্টগ্রাম গেলে তাদের বাসায় যাওয়ার জন্য এত অনুরোধ করেছিল। এত অনুরোধের পিছনে গল্প করে আনন্দ পাওয়ার নয়; ছিল বোধ হয় আমোদ প্রমোদের ভিতর দিয়ে শোষণের ইচ্ছা। তাই ভাবলাম তফাতে থাকাই মঙ্গল। এরপর যতবার চট্টগ্রাম গিয়েছি প্রথম প্রথম তার বাসায় একবার যাওয়ার অদম্য ইচ্ছা মনে জাগলেও জোর করে সেই ইচ্ছাকে অবদমিত করেছি।

এর পর ভদ্র মহিলার কথা প্রায় ভুলেই গেলাম। দেখা করার মানসিক তাগিদও আর তেমন বোধ করতাম না। এর প্রায় পাঁচ ছয় বৎসর পর একদিন ভিক্টোরিয়া পার্কের কাছে এক ব্যাংকে একটা চেক ভাঙাতে গেলাম। কাউন্টারের ধারে একটা টেবিলের সামনে কয়েকখানা চেয়ার আগন্তুকদের জন্য রাখা আছে। আমি ম্যানেজারের রুমের দিকে যাওয়ার সময় দেখলাম এক ভদ্র মহিলা বসে আছে। তার দিকে নজর পড়তেই আমার যেন মনে হলো একে পূর্বে কোথাও দেখেছি। চেনা চেনা চেহারা কিন্তু স্মরণ করতে পারছিনা। হঠাৎ মনে পড়লো এত সেই মহিলা যার স্মৃতি নিয়ে মনের মধ্যে অনেক দিন খেলা করেছি। কিন্তু এ কি হয়েছে তার চেহারার? কোথায় গেল সেই সোনার মত রং, কোথায় গেল সেই স্বাস্থ্য, আকর্ষণীয় রূপ মাধুরী। রং খানিকটা তামাটে হয়ে গেছে। অতিরিক্ত পান খাওয়ার ফলে দাঁতগুলো অনেক কালো হয়ে গেছে, মাথার চুলও অনেকটা কমে গেছে। মোটের উপর পাঁচ-ছয় বৎসর আগের সৌন্দর্যের অর্ধেকও নাই। আগের চাইতে কৃশ হয়ে গেছে। গলার কাছের হাড়ও দু'একখানা বেরিয়ে পড়েছে। হঠাৎ দেখলে চেনাই যায় না। মুখের চেহারায় বিষণ্ণতা ও চোখে ক্লান্তির ছাপ। থমকে দাঁড়িয়ে মহিলার দিকে আমি তাকালাম। সেও আমার দিকে তাকালো, চোখের দৃষ্টিতে মনে হলো আমাকে

www.pathagar.com

চিনেছে কিন্তু মুখের অভিব্যক্তিতে তেমন কিছু প্রকাশ পেল না।

আমি তার দিকে এগিয়ে গিয়ে সামনে দাঁড়ালাম। দেখে মনে হলো ভদ্র মহিলা আমাকে চিনেছেন। সামনের চেয়ারে বসে জিজ্ঞেস করলাম চিন্‌তে পারছেন? ভদ্রমহিলা মাথা নাড়লেন। আমি কি বলব ভেবে পাচ্ছিলাম না। একটু পরে তিনি নিজেই বললেন চট্টগ্রাম আর যান নি? বললাম গিয়েছিলাম। 'আমাদের ওখানে যাওয়ার সময় পাননি বোধ হয়'?, বললাম কাজের চাপে সময় পাইনি। সত্য কথা বলতে ইচ্ছে হলোনা। শুনে তিনি বেশ খানিকটা আহত হলেন মনে হলো।

কাউন্টারের এদিকে ওদিকে তাকাতে তাকাতে মাঝে মাঝে ভদ্র মহিলাকে ভাল করে দেখছিলাম। মেয়েরা পুরুষের মুগ্ধ দৃষ্টিকে চেনে। প্রথম দিন আমার চোখে যে দৃষ্টি তিনি দেখেছিলেন আজকের দৃষ্টিতে সে মুগ্ধতা নেই, সে গভীরতা নেই, সেটা তিনি উপলব্ধি করতে পারছিলেন। নিজের দৈহিক দৈন্য ও দুর্বলতা টের পেয়ে তাই ধীরে ধীরে তার মুখের প্রফুল্লতা মিলিয়ে যাচ্ছিল। আমার খুটিয়ে খুটিয়ে দেখা দৃষ্টির সামনে মহিলা যে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ছিলেন এট বুঝতে পারছিলাম।

দেরী হয়ে যাচ্ছে দেখে আমি আসছি বলে ম্যানেজারের কামরার দিকে আগালাম। কাজ সেরে বের হয়ে এসে আর তাঁকে দেখলাম না। সমস্ত দিনটাই মন খারাপ হয়ে রইল, বুঝতে পারলাম অস্বাভাবিক ও অসুস্থ জীবন যাপনের ফলেই মহিলার আজ এই অবস্থা হয়েছে। শরীরের উপর অতিরিক্ত অত্যাচারের ফলেই তার স্বাস্থ্যের এই সর্বনাশ ঘটেছে। মনের গোপন কক্ষে সযত্নে লালিত একটা মধুর ছবি ভেংগে খান খান হয়ে গেল, তাতে বোধ হয় খানিকটা রক্তপাতও ঘটলো। মনে হলো একে বাকী জীবনে না দেখলেই ভাল হতো।

www.pathagar.com

মনটা বেশ কিছুদিন পর্যন্ত বিপর্যস্ত হয়েছিল—তারপর আবার সব ভুলে গেলাম।

ষাটের দশকের মাঝামাঝি একদিন ফাস্ট ক্লাসে রাতের ট্রেনে চট্টগ্রাম গিয়ে পরদিন ভোর বেলা চট্টগ্রাম স্টেশনে নেমে কুলির মাথায় বেডিং ও সুইটকেস দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে সম্মুখের আর একটি ফাস্টক্লাসের সামনে দাঁড়ানো একজন প্রবীন মহিলার দিকে চোখ পড়লো। তার দিকে দৃষ্টি পড়তেই কেমন যেন চেনা চেনা মনে হলো। অনেকদিন আগে একে যেন কোথাও দেখেছি। আমি খানিকটা দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে মহিলাটিকে নিরীক্ষণ করতে লাগলাম। সংগে একজন মোটা সোটা কালো প্রৌঢ় ভদ্রলোক কুলির খোঁজ করছিলেন। মিনিট খানিক তাকাতেই আমি মহিলাকে চিনতে পারলাম এ সেই মহিলা যে চৌদ্দ পনর বৎসর আগে প্রেসে প্যাড ছাপাতে এসেছিল। প্রায় আট দশ বৎসর পরে আবার তাকে দেখলাম। সেই রূপ সেই সৌন্দর্য্যের এক কণাও তার দেহে অবশিষ্ট আছে কিনা সন্দেহ। অতিরিক্ত পান খাওয়ার ফলে দাঁত আর ঠোঁট দুটো একবারেই কালো হয়ে গেছে। গাল দুটো বেশ কিছুটা বসে গিয়ে দাঁতের মাড়িও যেন খানিকটা বেরিয়ে পড়েছে মনে হলো।

বছর আটেক আগে ব্যাংকে যখন তাকে দেখেছি এখন শরীর তার চাইতে অনেক শুকিয়ে গেছে। ভোর বেলা উঠেই বোধ হয় পান মুখে দিয়েছিল, কারণ মুখের পাশে পানের রসের দাগ দেখা যাচ্ছিল। মাথার চুল আরও কমে গিয়ে টাকের মত দেখাচ্ছিল। মাঝে মাঝে পাকও ধরেছে মনে হলো, দেখলে মনে হয় যেন বহুদিন কঠিন রোগ ভোগের পর হাসপাতাল থেকে অস্থি-চর্মসার হয়ে বেরিয়ে এসেছে। নারীর রূপের মধ্যেই শুনেছি বিধাতার সৃষ্ট সৌন্দর্য্যের পূর্ণ প্রকাশ নাকি দেখতে পাওয়া যায় যেটা মনকে স্বর্গীয় আনন্দে উদ্ভাসিত করে তোলে কিন্তু ঐ সৌন্দর্য্যের

www.pathagar.com

দারুন বিকৃতিও যে মনে কি অপরিসীম বেদনা সৃষ্টি করে সেটা অনুভব করলাম সেদিন প্লাটফরমে দাড়ানো ঐ বিশীর্ণ মহিলাকে দেখে। তার হাত দুটোর দিকে তাকালাম, শীর্ণ হাতের মোটা মোটা রগগুলো দূর থেকেও স্পষ্ট চোখে পড়ছিল।

সেই প্রথম দিনের কথাগুলি মনে পড়ল যখন মহিলা টেবিলের উপর হাত দুটি রেখে আমার সংগে কথা বলছিলেন। তার সুডৌল শ্বেত পদ্মের কোড়কের মত হাত দুটিতে দু'গাছি সোনার বালা শোভা পাচ্ছিল। দেখতে দেখতে আমার হঠাৎ অনেক দিন আগের শোনা একটি গানের প্রথম কলিটি মনে পড়ে গিয়েছিল—"সোনার হাতে সোনার কাঁকন কে কার অলংকার" ?

—আর আজ—? উদ্‌গত একটা নিঃশ্বাস সজোরে চেপে গেলাম।

এক কালে ঐ মহিলা যে অপূর্ব সুন্দরী ছিল, দেখলে বিশ্বাসই হয় না, দেখলে মনে হয় আগের মানুষটির ফসিল প্রেতাত্মা। গোটা তিনেক ছেলে মেয়ে তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে ঐ মহিলাটির সন্তান কিনা জানি না। আমার সংগে এর যখন প্রথম দেখা হয় তখন তার বয়স বোধ হয় পঁচিশ ছাব্বিশের বেশী ছিল না। সেই হিসাবে এর বয়স এখন আটত্রিশ উনচল্লিশ হওয়ার কথা কিন্তু সে অনুযায়ী চেহারায় বয়সের ছাপ এত বেশী পড়ে গেছে যে দেখলে মনে হয় পঞ্চাশের উর্দ্ধে। মন থেকে গভীর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল। কি অপূর্ব সৌন্দর্য্যের কি করুণ পরিণতি। আমার জীবনে কি অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খলও অস্বাভাবিক জীবন যাপন না করলে দৈহিক সৌন্দর্য্যের এত দ্রুত অবসান ঘটে না। সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন যাপনকারী অনেক সুন্দরী মহিলাকে আমি দেখেছি চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সেও তাদের শরীর থেকে সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ বিদায় নেয় না। শরীরের বাঁধন ঠিক থাকলে অস্তগামী সূর্য্যের শেষ কিরণ ছটার মত রূপ যাই যাই করেও মনে হয় যেন যাচ্ছে না, দেখতে ভাল লাগে।

www.pathagar.com

চেয়ে দেখি কুলি অনেকটা এগিয়ে গেছে তাই ভারাক্রান্ত মনে এগিয়ে যেতে লাগলাম। মনের পর্দ্দায় প্রথম দিনের দেখা ছবির পার্শ্বে আর একটি ছবি ভাসতে লাগলো, দেখলাম দুটোতে কি আকাশ পাতাল পার্থক্য। আমার বন্ধুটির কথাগুলি আবার ঘুরে ফিরে এতদিন পরে মনে পড়লো এরকম এক সুন্দরী মহিলাকে সে ইডেন বিল্ডিং এ অফিসারদের কামরায় কামরায় ঘুরতে দেখেছে। তাকে প্রায় সেক্রেটারিয়েটের বারান্দায় দেখা যায়। কথাগুলি মনে হতেই ভাবলাম এই তার শেষ পরিণতি! স্টেশন থেকে বেরিয়ে এসে কুলিকে নিয়ে অনতিদূরে রেষ্ট হাউজের দিকে যাচ্ছিলাম। মনটা বিভ্রান্ত বিপর্যস্ত হয়ে যাওয়ায় অন্য মনস্ক হয়ে পথ চলছিলাম। রাস্তা পার হতে গিয়ে একটা রিক্সার সংগে ধাক্কা খেয়ে পড়তে পড়তে সামলে নিলাম। বাহির থেকে সামলে নিতে পারলে ও সে দিন অন্তরের দিক থেকে ধাক্কাটা সামলে নিতে পেরেছিলাম কিনা আজও বলতে পারবো না।

www.pathagar.com

"দৃষ্টি আকর্ষণের বিড়ম্বনা"

সারাদিনটাই মনটা খারাপ যাচ্ছিল। একটা সমস্যা নিয়ে গভীর ভাবে ভাবছিলাম কি করব ঠিক করে উঠতে পারছিলাম না। এম-নিতেই পারিবারিক হাজারো সমস্যা নিয়ে বিব্রত, তার মধ্যে নতুন সমস্যা—সমস্যা হলো কাজের মেয়েটিকে নিয়ে। আমাদেরই গ্রামের এক দরিদ্র চাষী—তার ছয় সাত বৎসরের মেয়েকে বছর অটেক পূর্বে আমার বাসায় রেখে যায় ফুট ফরমাস খাটার জন্য। মাসে ২০/২৫ টাকা মেয়েটির বাবদ তার বাপকে পাঠাই। মেয়েকে খাওয়াতে হয়না উপরন্তু মাসে ২০/২৫ টাকা পাওয়া যায় এটা গরীব বাপের জন্য একটা বড় রকমের স্বস্তি। মেয়েটি এখন বড় হয়েছে, দেখতে শুনতেও মন্দ নয়। গিন্নী দুপুর বেলা বলছিল মেয়েটিকে তার বাপের কাছে পাঠিয়ে দিতে। আমি জিজ্ঞাসুনেত্রে তার দিকে তাকাতে সে বললো মেয়েটিকে আর এখানে রাখা ঠিক হবে না। তোমার ছেলেরা বড় হয়ে উঠেছে। বাড়ীতে তোমার একটি ভাগনে আছে সে কলেজে পড়ছে। এসময় কাজের যুবতী মেয়ে ঘরে রাখা ঠিক নয়।

আমি আমার স্ত্রীর চোখের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা বুঝবার চেষ্টা করছিলাম। মনে হলো সে আমার কাছে কিছু একটা চেপে যেতে চাচ্ছে। বললাম খুলেই বলনা এতদিন পরে হঠাৎ করে মেয়েটিকে তাড়াবার জন্য তুমি উঠে পড়ে লাগলে কেন? স্ত্রী এদিক ওদিক তাকিয়ে আমার খুব কাছে এসে চুপি চুপি বললো শুন আজকাল ভাল কাজের মেয়ে পাওয়া যে কত শক্ত সেটা আমি জানি এবং এই মেয়েটি সবদিক দিয়ে ভাল এবং ঘর কন্নার কাজে আমাকে বেশ সাহায্য করছিল। কিন্তু আজ কয়দিন ধরেই লক্ষ্য করছি মেয়েটি চলাফেরার সময় বাড়ীর কোন কোন ছেলে বিশেষ একটি দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায়, সেটা তোমাদের পুরুষদের চোখে ধরা না পড়লেও মেয়েদের চোখ এড়ায়না। আজ রান্নাঘর থেকে আমি লক্ষ্য করছিলাম

www.pathagar.com

মেয়েটি কলতলায় যখন গা-ধুচ্ছিল তোমার ভাগ্নে বাইরের ঘরের জানালার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে চুপি চুপি দেখ্‌ছিল হঠাৎ আমার সংগে চোখাচোখি হতেই জানালা বন্ধ করে দিল। বুঝতেই পার এর পরে আমাদের সাবধান হওয়া উচিৎ। তাই আর তাকে এখানে রাখা উচিৎ হবে না।

স্ত্রীর কথাশুনে মনটা আমার বিষাদে ভরে গেল। হঠাৎ বহুদিন পূর্বের একটা ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠলো। তখন আমি কলেজে পড়ি। বেকার হোষ্টেলে থাকি। আমার পাশের রুমমেট আলী আহ্‌মদ একদিন বিকেল বেলা হঠাৎ আমার কামরায় একে সটান আমার বিছানায় শুয়ে পড়লো। তার মুখটা শুষ্ক বিষন্ন। চুল শুষ্কখুস্ক চেহারায় খানিকটা বিপর্যস্তের ছাপ। আমি জিজ্ঞাসা করলাম কি হয়েছে তোর? মানসিক কিছু ঘটেছে নাকি বল। সে কতক্ষণ চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললো আমাদের সমাজটাই হলো বড় লোকের জন্য। গরীবের এখানে কোন স্থান নেই। রুপ যৌবন সব কিছুই বড় ঘরের মেয়েদের জন্য। গরীব মেয়েদের জন্য নয়। তাদের এটা থাকা মহা অপরাধ। আমি বললাম দার্শনিকতা রাখ, সোজা করে বল কোথায় কি ঘটেছে, তোর মনে কোন কারণে একটা ধাক্কা লেগেছে বুঝেছি, ব্যাপারটা খুলে বল। আলী আহমদ বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে যে ঘটনাটা বর্ণনা করলো ঐ বয়সে তা আমার মনকেও বিশেষ ভাবে আন্দোলিত করে ছিল এটা আজও আমার বেশ মনে আছে।

আলী আহমদ বললো, তুই জানিস শিয়ালদার কাছাকাছি ডিক্সন লেনে আমার এক বড় লোক আত্মীয়ের বাড়ী আছে। শিয়ালদা বা হ্যারিসন রোডের দিকে গেলেই আমি ঐ আত্মীয়ের বাড়ীতে একবার যাই। যাওয়ার বিশেষ উদ্দেশ্য ঐ বাড়ীতে একটি ষোড়শী মেয়েকে একপলক দেখা। আজো বিকেলের দিকে আমার সেই আত্মীয়ের বাসায় গিয়েছিলাম মেয়েটিকে দেখার জন্য। দোতালার সিড়ি

www.pathagar.com

দিয়ে উপরে উঠছি চোখ দু'টি এদিকে ওদিকে তাকে খুঁজছে কিন্তু দেখা পাচ্ছে না। প্রায় দোতালায় উঠে গেছি এমন সময় নীচে কান্নার মত একটু ফোঁসফোসানি শুনে নেমে এসে দেখি নিচের তলায় সিড়ির একপার্শ্বে একটি মেয়ে বসে কাঁদছে। দেখে চমকে গেলাম। আমার দু'চোখ এ মেয়েটিকেইত খুঁজছিল। কিন্তু একি হয়েছে এর চেহারার। মোয়েটির লম্বা লম্বা কালো চুল কেটে খোঁচা খোঁচা করে দেওয়া হয়েছে। চুলের শোকে না কিসের দুঃখে মেয়েটি কাঁদছে বুঝতে পারলাম না। তাকে চুপি চুপি অনেকবার জিজ্ঞাসা করার পর কান্নার ভিতর দিয়ে যা বললো শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। মেয়েটি কাঁদছিল অপমান লাঞ্ছনা ও তার চুলের শোকে।

মেয়েটির বয়স বোধ হয় চৌদ্দ কি পনর হবে। রং মোটামুটি কালোই বলতে হয়। তবে তার মুখখানা প্রথম যৌবন আগমন স্পর্শে বড় মিষ্টি মনে হতো। মেয়েটি এ বাড়ীর কাজের মেয়ে। বংশানুক্রমে এ বাড়ীর সংগে এরা সংশ্লিষ্ট। চেহারার মধ্যে ঐ মেয়েটার বৈশিষ্ট হচ্ছে তার ডাগর ডাগর কালো চোখ দু'টি এবং সে সংগে কালো কালো লম্বা চুল। আমারও প্রথম যৌবনের উন্মেষ, তাই মেয়েটিকে দেখতে আমার খুব ভাল লাগতো। তাই শিয়ালদহ ষ্টেশন বা হ্যারিসন রোডের দিকে গেলেই আমি যে কোন ছুতায় একবার আমার এ আত্মীয়ের বাসায় যেতাম মেয়েটিকে একপলক দেখার জন্য। আজ মেয়েটির কান্নার কারণ শুনে অবাক হয়ে গেলাম। কালো হলেও সুন্দর মুখশ্রী ও লম্বা চুলের জন্য বাড়ীর মিয়াদের সে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বলে বাড়ীর গিন্নী টের পেয়েছেন। তাই সবার চোখে তাকে কুৎসিৎ করে তোলার জন্য গিন্নী সাহেবা তার চুল ছোট করেই নিরস্ত হননি। এমন ভাবে মাঝে মাঝে খোঁচা খোঁচা করে গোড়া পর্যন্ত কেটে দিয়েছিলেন যাতে দেখলেই তাকে অতীব বিশ্রী পাগলের মত দেখায়। বাড়ীতে বেশ কিছু বয়স্ক ও যুবক বয়সের লোক ছিল। খুব সম্ভব কেউনা কেউ মেয়েটিকে একটু আদর দেখাতে গিয়েছিল যেটা বোধ হয় বাড়ীর বেগম সাহেবার চোখে ধরা পড়ে গিয়েছিল। তাই ভবিষৎ সম্পর্কে সংকিত হ'য়ে তিনি এ চরম ব্যবস্থা

www.pathagar.com

নিতে বাধ্য হয়েছেন। মেয়েটির কথায় বুঝলাম তার চুল কেটেই ব্যাপারটা শেষ হয়নি। অপর পুরুষকে আকৃষ্ট করার প্রাকৃতিক ক্ষমতা তার মধ্যে কেন এল এবং সে ক্ষমতা প্রকাশে এবং পুরুষের কাছে প্রদর্শণে মেয়েটির নিজের ভূমিকা কতটুকু ছিল এসব কথাও তুমুল ভাবে আলোচিত হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত খানিকটা উত্তম মধ্যমের ভিতর দিয়ে ব্যাপারটা শেষ হয়েছে।

আলী আহমদ বলে চলল মেয়েটির মন বেদনা আমার মনকে দারুণভাবে স্পর্শ করলো। মনে মনে ভাবলাম হায়রে—দাসী চাকরানী বলে কোন পুরুষের মন জয় করার, কোন পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার অধিকারও তার থাকবে না? প্রাকৃতিক কারণেই বয়সের সংগে সংগে তার দেহে এমন কিছু পরিবর্তন দেখা দেবে যা নিবারন করার ক্ষমতা তার নেই। প্রাকৃতিক সে আহ্বানে সাড়া তাকে দিতেই হবে। বাসার মিয়াদের দৃষ্টিকে সংযত করতে এবং তাদের আকাঙ্খাকে শাসন করতে বেগম সাহেবা অপারগ, তাই তাদের প্রলুব্ধ দৃষ্টিকে প্রতিহত করার জন্য নিরীহ নিরপরাধ মেয়েটিকেই কুৎসিৎ সেজে বাড়ীর সম্ভ্রম ও সুচিতা রক্ষা করতে হচ্ছে।

আলী আহামদ বলল আমি আর উপরে না গিয়ে বাড়ী থেকে বের হয়ে রাস্তা দিয়ে চলতে লাগলাম। এ বাড়ীরই দু'টি অবিবাহিতা কলেজে পড়া মেয়ের কথা আমার মনে ভেসে উঠলো। ঘষে মেজে রংটাকে আর একটু পরিস্কার করে পুরুষের চোখে আকর্ষণীয় করে তোলার কি প্রচেষ্টাই না এবাড়ীতে চলছে। মুখশ্রীকে আর একটু কমনীয় করে তোলার জন্য পনড্স ও হেজলীন স্নোর অকৃপন ব্যবহার চলছে। চুল বড় করার জন্য জবা কুসুম ও লক্ষী বিলাস বোতলের পর বোতল আমদানী হচ্ছে। আমি মাঝে মধ্যে লক্ষ্য করেছি উপরের বারান্দায় মেয়ে দু'টি হয়তো বসে বই পড়ছে না হয় নিজেদের মধ্যে গল্প করছে। এ সময় বাসায় যুবক আত্মীয় বা পরিচিতদের মধ্যে কেউ আসার সাড়া পেলেই তারা সংগে সংগে উঠে ভেতরের কামরায় চলে যেত এবং

www.pathagar.com

কিছুক্ষণ পরে মুখে পাউডার দিয়ে সামান্য একটু হলেও সেজে গুজে বাইরে আসত। অর্থাৎ পুরুষদের সামনে বিশেষতঃ যুবকদের সামনে নিজেকে কিছুটা হলেও আকর্ষণীয় করে প্রকাশ করার একান্ত ইচ্ছাই পরিস্ফুট হয়ে উঠতো। এ ব্যাপারে যে বেগম সাহেবার সমর্থন ও নির্দেশ দু'টোই ছিল এতে সন্দেহ নেই। মনে মনে ভাবলাম বেগম সাহেবা একজন নারী এবং একই সংগে একজন মাও বটে। মা হয়ে নিজের মেয়ে এবং গরীব একটা আশ্রিতা মেয়ের প্রতি ঠিক দু'রকম ব্যবহার কিভাবে করলেন তাই ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চললাম। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় এটা অবশ্যম্ভাবী এই বলে মনকে প্রবোধ দিয়ে পথ চলতে চলতে তোর এখানে এসেছি।

আমি অনেকক্ষণ ধরে আলী আহমদের তরুণ মনের দুঃখ ও মর্ম-পীড়ার সুদীর্ঘ কাহিনী একমনে শুনে যাচ্ছিলাম। মাঝে মাঝে এক আধটা প্রশ্ন মনে জাগলেও তাকে বাধা দিচ্ছিলাম না। আমরা দু'জনে প্রায় সমবয়সী। দু'জনারই মন একই রকমের আবেগে পরিপূর্ণ। তাই তার দুঃখের ছোঁয়াচ আমার মনকেও যে স্পর্শ না করেছিল তা নয়। তাকে খানিকটা সান্তনা দিয়ে বললাম এই দুনিয়ায় চিরদিন গরীবের ভাগ্যে এমনটাই ঘটে। টলস্টয় মোপাঁসার গল্প পড়ে দেখিস এরকম ঘটনা ভূরিভূরি দেখতে পাবি। এরপর বহুদিন আলী আহমদের মুখ থেকে এব্যাপারে আর কিছুই শুনিনি। কোন দিন ঘুণাক্ষরেও এপ্রসংগের আর অবতারণা করেনি। একদিন কৌতুহল-বশতঃ তাকে জিজ্ঞেস করলাম তোর সেই চুল কেটে দেয়া মেয়েটির খবর কি? সে ম্লান হেসে বললো অনেক দিন আর সে বাড়ীতে যাইনি তবে মাস ছয়েক আগে একদিন সে বাড়ী গিয়ে জানতে পার-লাম মেয়েটি আর সেখানে নেই। তাকে দেশের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। বুঝতে পারলাম দৃষ্টি আকর্ষণের সমস্যার সত্যিকারের সমাধান বেগম সাহেবা এতদিনে খুঁজে পেয়েছেন।

স্ত্রীর কথায় কলেজ জীবনের সেই পুরাতন স্মৃতিটা এতদিন পরে মনে ভেসে উঠতেই আজকের সমস্যার সমাধানও যেন মনে হলো

www.pathagar.com

তৈরী হ'য়েই আছে। চিরদিন গরীবের ঘরের মেয়েদের কপালে যা ঘটেছে এখানেই বা তার ব্যতিক্রম হবে কেন? আমার স্ত্রী তাকে বিদায় করেই ছাড়বে এতে কোন সন্দেহ নেই। খাওয়া পরার একটি নিশ্চিত জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাপের দারিদ্র পীড়িত জীবনে তাকে নিক্ষিপ্ত হতেই হবে এটাই তার নিয়তি এবং এভাবেই হবে যৌবন উন্মেষে পরপুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণের অপরাধের শাস্তি। বাপের সংসার থেকে ভরণ পোষনের ধান্দায় এরপর হয়ত চাকুরীর খোঁজে তাকে অনিশ্চিতের পথে পা বাড়াতে হবে, নিক্ষিপ্ত হবে সমাজের পঙ্কিল জীবনে এবং একদিন শেষ হয়ে যাবে আর এক "শবমেহের" হিসাবে।

মেয়েটির জন্য মনে মনে ভীষণ কষ্ট হতে লাগল। চিন্তা করে দেখলাম চাপরাশী, পিয়ন গোছের কোন ছেলের কাছে মেয়েটির বিয়ে দিতে পারি কি না? কিন্তু সে রকম কাউকে আপাততঃ চোখে পড়লনা। তাই অবধারিত পরিণতির জন্য মনটাকে তৈরী করতে লাগলাম। বুক থেকে একটা গভীর নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল যাতে নিজেই চমকে উঠলাম।

www.pathagar.com

উপহার না যৌতুক ?

চায়ের পেয়ালায় চামুচ দিয়ে নাড়তে নাড়তে গৃহিনী আমেনা বেগম স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি ছেলের বিয়েতে কোন রকম উপহার নেবেনা শেষ পর্যন্ত এ সিদ্ধান্তই কি করেছ ?

স্বামী রশিদ সাহেব বললেন হাঁ তাই।

আমেনা বেগম জিজ্ঞাসা করলেন কোন ভাবেই কি আর এ সিদ্ধান্তের নড়চড় হবে না ?

রশিদ সাহেব উত্তর দিলেন— না।

এক পেয়ালা চা স্বামীর দিকে এগিয়ে দিতে দিতে আমেনা বেগম অভিমানক্ষুব্ধ কন্ঠে বললেন কেন এ সিদ্ধান্ত নিলে বলো দেখি ? বহুদিন ধরে যে ব্যবস্থা সমাজে চলে আসছে তা কি তুমি একা বন্ধ করতে পারবে ? আর এ উপহার ত কেউ জোর করে নেয়না, যার সামর্থ এবং ইচ্ছা আছে সেই দেয়।

রশিদ সাহেব উত্তর দিলেন দেখ উপহারটা যতই বলনা কেন খুব কম লোকেই হাসিমুখে দেয়। আর ব্যবসায়ী যারা আজকের সমাজে মোটামুটি তারা স্বচ্ছল কিন্তু যারা বাঁধা মাইনের লোক তাদের পক্ষে মাসে একটি দু'টি বিয়ের নিমন্ত্রণ এলে কি যে যন্ত্রণার কারণ হয়ে দাঁড়ায় তা তুমি বুঝবেনা। কারণ তুমি ব্যবসায়ীর বউ। চাকুরী যারা করে তারা সীমাবদ্ধ আয়ের মানুষ, জিনিসপত্রের দাম যেভাবে বেড়ে চলেছে তাতে সংসার চালানোই দায়। তার উপর মাসে একটা দুটো বিয়ের নিমন্ত্রণ এলে উপহার কিনতে তাদের যে কি কষ্ট হয় তা তুমি বুঝবেনা।

www.pathagar.com

আমেনা বেগম বাধা দিয়ে বললেন বিয়েতে যোগ দিতে গেলে উপহার দিতে হবে এমনত কোন কথা নেই। যার কণ্ট হয় সে না দিলেই হয়। আর নিমন্ত্রণ করলেই যেতে হবে এমন ত কথা নেই।

রশিদ সাহেব বললেন কথাটা তুমি যত সহজভাবে বলছ ব্যাপারটা তত সহজ নয়। সামাজিকতা বলে একটা কথা আছে—দাওয়াত করলে না গেলে লোকে অসামাজিক বলবে—এ বদনামের ভাগী হতে কেউ সহজে চায়না। এছাড়া বাড়ীতে ছেলেমেয়ে আছে, পাড়ায় তাদের বন্ধু-বান্ধবেরা আছে, বিয়েতে না গেলে উৎসবে যোগ না দিলে তাদের মনটা ছোট হয়ে যায়। তাই ছেলেমেয়ের মনের দিকে তাকিয়ে সামাজিকতা রক্ষার জন্য বাপ মাকে বাধ্য হয়ে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে হয়, এটা অনেকটা পরোক্ষ সামাজিক চাপ যেটা এড়ানো সম্ভব নয়।

আমেনা বেগম চা পান শেষ করে ঠক্ করে পেয়ালাটা টেবিলের উপর রেখে অনেকটা রাগত স্বরে বললেন তাই তুমি আমার ছেলেকে বঞ্চিত করে উপহার গ্রহণ বিরোধী আন্দোলনের সূচনা করতে চাচ্ছ। চিন্তা করে দেখত এযাবত আমরা কত বিয়েতে উপহার দিয়ে এসেছি, কত টাকা আমাদের খরচ হয়েছে, তার খানিকটা উসুলের যা ও বা সুযোগ এলো তা তুমি নষ্ট করে দিতে চাচ্ছ। আমার একমাত্র ছেলের বিয়ে, কত লোককে দাওয়াত করব। তার মধ্যে সৃষ্টি ছাড়া এক কারবার করতে গিয়ে তুমি ছেলে বউকে লাখ দু'লাখ টাকার উপহার থেকে বঞ্চিত করতে চাচ্ছ। দেশে এত লোক থাকতে তোমাকেই প্রথমে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে এগিয়ে আসতে হবে এ কেমন কথা ? আদর্শ স্থাপন করার মত লোককি তোমার বন্ধু বান্ধবের মধ্যে আর কাউকে খুঁজে পেলেনা ?

রশিদ সাহেব শান্তভাবে বললেন দেখ আমি কিছুটা অবস্থাপন্ন, আর আমার একমাত্র ছেলের বিয়েতে যদি এ দৃষ্টান্ত স্থাপন করি তা যতটা

www.pathagar.com

সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করবে এবং যৌতুক বিরোধী আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করবে কোন সাধারণ অবস্থার মানুষ এটা আরম্ভ করলে সেরূপ প্রতিক্রিয়া হবেনা। কথা হলো একজনকে ত শুরু করতেই হবে—আর সে শুরু না হয় আমিই করলাম। দেশব্যাপি আজ অবিশ্বাসের কারণ হলো নেতারা যা বলেন তাদের কাজের সঙ্গে তা মিলেনা। সমাজতন্ত্রের কথা, শোষণহীন সমাজের কথা যারা বলেন তাদের ব্যক্তিগত জীবনের ধারা ও আচরণের সঙ্গে তাদের কথার মিল লোকে খুঁজে পায়না। আমি যখন বিয়ে শাদীতে উপহার দেওয়ার ব্যাপারটাকে সামাজিক পীড়ন বলে ধারণা করি এবং এটাকে প্রকারান্তরে এক ধরনের যৌতুক বলে মনে করি তখন এটা বন্ধ করার চেষ্টায় আমারই প্রথমে এগিয়ে আসা উচিৎ বলে আমি মনে করি। তুমি যদি ভাব উপহার না নেওয়ার ফলে তোমার ছেলে ও তার হবু স্ত্রী লাখ খানেক টাকার উপহার হারাচ্ছে তবে সে টাকা আমিই না হয় তাদের দিয়ে দেব।

শুনে আমেনা বেগম মুখখানা ভারী করে বললেন তাতে লাভ কি? ঘরের টাকাই ঘরে আসল। তোমার কাছ থেকে পাওয়া আর অন্যদের কাছ থেকে পাওয়া এক কথা নয়। সপ্তাহ খানেক পরে রশিদ সাহেব কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে গল্প করছিলেন। আমেনা বেগমের ছোট ভাই আনিসুল হক রশীদ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন বলুনত দুলাভাই উপহার নেওয়ার ব্যাপারে আপনার মনোভাব এত কঠোর কেন? এ ব্যাপারটাকে এত অসামাজিক আপনি ভাবেন কি কারণে?

রশীদ সাহেব উত্তর দিলেন দেশের লোক আজকাল যৌতুক নেওয়াটাকে অত্যন্ত ঘৃন্য কাজ মনে করে এটাত তুমি স্বীকার করো? যদি স্বীকার কর তবে বলব আমি লক্ষ্য করেছি অনেক ক্ষেত্রে উপহারটা যৌতুকের রূপ নেয়। শুধু তাই না, ক্ষেত্র বিশেষ এ ঘুষের ও রূপ পরিগ্রহ করে। কর্ণের পক্ষের সাধ্য থাক বা না থাক বর পক্ষ আশা করে যে কণের পক্ষের আত্মীয় স্বজন দামী ঘড়ি, ফ্রিজ,

www.pathagar.com

টেলিভিশন, উপহার হিসাবে দেবে এবং না দিলে বর পক্ষ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে কণেকে এবং তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজনকে নানা ভাবে কথা শুনাতে আরম্ভ করে। আর নিমন্ত্রণকারী যদি উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী হন, যেমন ইণ্ডাস্ট্রি বা আমদানি রপ্তানী বিভাগের বড় কর্তা, পূর্ত বিভাগের বড় কর্তা, সরকারী দলের মন্ত্রী বা ব্যক্তিত্ব হন তবে কে কত দামী উপহার দেবে তার জন্য দস্তুরমত প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়ে যায়। দামী গাড়ী, ফ্রিজ রঙ্গীন টেলিভিশন সবই আসতে থাকে গৃহকর্তাকে খুশী করার জন্য উপহার হিসাবে এগুলি ঘুষ ছাড়া আর কি ?

একটুখানি থেমে রশিদ সাহেব বললেন, উপহারের নামে এভাবে ঘুষ দেওয়ার সুযোগ যে শুধু ব্যবসায়ীরাই খোজে তা নয় অনেক ক্ষেত্রে অফিসাররাও নিমন্ত্রণ করার সময় বেছে বেছে বড় বড় ব্যবসায়ী শিল্প-পতি কন্ট্রাকটরদের নিমন্ত্রণ করেন শুধু দামী উপহার পাওয়ার জন্যে। সমাজে আজ লোভ লালসা যে কোন স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে তা বলবার নয়। ষাটের দশকের মাঝামাঝি আমার মনে আছে টেকস্ট বুক বোর্ডের এক সেক্রেটারী সাহেব ঢাকার সমস্ত পুস্তক প্রকাশক ও ব্যবসায়ীদের তার মেয়ের বিয়েতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন এবং সে নিমন্ত্রণ পত্রের শেষ দিকে একটা লাইনে লিখে দিয়েছিলেন "আপনারা বিবাহ অনুষ্ঠানে সর্বতোভাবে প্রস্তুত হইয়া আসিবেন।" পরে এই নিমন্ত্রণ পত্রটি ঢাকায় এক জনপ্রিয় দৈনিকে ব্লক করে ছাপিয়ে দেওয়া হয় যার ফলে সকল মহলে বেশ খানিকটা কৌতুক ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। পরে অবশ্য সেক্রেটারী সাহেব পত্রটি প্রত্যাহার করে উক্ত লাইনটি বাদ দিয়ে নূতন পত্র বিলি করেন। আমার মনে আছে তথাপি ও সেক্রেটারী সাহেবের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছিল কারণ যারা যারা তখন বোর্ডের বইয়ের ব্যবসা করত তাদের সবাইর থেকে চাঁদা নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান পুস্তক ব্যবসায়ী সমিতি ছয় হাজার টাকা দিয়ে এক সেট সোনার গয়না উপহার দিয়েছিল। তখন সোনার ভরি ছিল ১২৫ টাকা অর্থাৎ আজকের মূল্যমান অনুযায়ী উক্ত উপহারের মূল্যে ছিল কমপক্ষে ছয় লক্ষ টাকা। এর পরে ও

www.pathagar.com

কি তুমি বলতে চাও বিয়েশাদীতে যে উপহার দেওয়া হয় তা সম্পূর্ণ প্রীতির চিহ্ন এবং নিঃস্বার্থ স্নেহের প্রতীক?

রশীদ সাহেবের মন্তব্য শুনে আনিসুল হক ক্ষানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন আপনার কথার মধ্যে খানিকটা সত্য যে নেই তা আমি বলব না, তবে অনেক ক্ষেত্রে যে আত্মীয় স্বজন নিঃস্বার্থ ভাবে দেয় এতে কোন সন্দেহ নেই। এর ভুরি ভুরি প্রমান আমি দিতে পারব।

রশীদ সাহেব খানিকটা উত্তেজনার সঙ্গে বললেন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে কেউ যে এভাবে না দেয় তা আমি অস্বীকার করছি না তবে এটা অধিকাংশ ক্ষেত্রে কিরূপ পীড়ন ও দুঃখের মধ্যে দিয়ে ঘটে তার দু একটি উদাহরণ আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। ষাটের দশকের প্রথম দিকে আমি একদিন রোববারে নিউমার্কেটে এক ক্রোকারি সপে একটি উপহার কিনতে যাই। তখনও বায়তুল মোকারম মার্কেটের সৃষ্টি হয়নি। শুধু নিউমার্কেটের যে দু'তিনটি ক্রোকারি সপ ছিল সেগুলিতে উপহার দেওয়ার মত জিনিষ পাওয়া যেত। আমি ঘুরে ঘুরে জিনিষ দেখছি এসময় আমার পরিচিত একজন উচ্চপদস্থ অফিসার ভদ্রলোককে দেখলাম সস্ত্রীক কয়েকটি জিনিষের দাম জিজ্ঞাসা করছেন। উপরের তাকে সাজান টিসেটগুলোর দিকে তাকিয়ে ভদ্র মহিলা দাম জিজ্ঞেস করছিলেন আর দাম শুনার সঙ্গে সঙ্গে আমি লক্ষ্য করছিলাম ভদ্র মহিলার সুন্দর মুখখানা যেন হাওয়া ছেড়ে দেওয়া বেলুনের মত চুপসে যাচ্ছিল।

শুনে আমিনা বেগম ছাড়া আর সবাই হেসে উঠল। আনিস বলল ভারী ইনটারেস্টিং তো। তার পর? রশীদ সাহেব বললেন ইনটারেস্টিং নয়—বল করুণ। তারপর আমি কাছে গিয়ে ভদ্র লোককে জিজ্ঞাসা করলাম-কি সাহেব উপহার কিনতে এসেছেন নাকি? বলার সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক যেন বোমার মত ফেটে পড়লেন। অত্যন্ত তিক্তস্বরে বললেন হাঁ ভাই সে অপকর্মই করতে এসেছি। দেখুন না

www.pathagar.com

এই সপ্তাহ দুয়েক পূর্বে এক মামাত শালীর বিয়ে হলো। চল্লিশ টাকা দিয়ে একটি টিসেট কিনে দিয়েছি তখন আমার এক বন্ধুর মেয়ের বিয়ে তার জন্যেও উপহার কিনতে হবে। উপহার না কিনলে আমার বেগম সাহেবা বিয়েতে যাবেন না। আমরা চাকুরী-জীবি, বাঁধা মাইনের লোক, বাজে খরচ করার টাকা কোথায় ? মাসে একটার বেশী দুটি বিয়েতে প্রেজেন্টেশন কিনতে গেলে চোখে অন্ধকার দেখি। কিন্তু গিন্নি কিছু বুঝতে চাননা, সব বিয়েতে সব উৎসবে যোগ দিতে হবে নচেৎ সম্মান বাঁচেনা কিন্তু খালি হাতেও যাওয়া চলবে না। এদিকে আমার হয়েছে মরন !

ভদ্রলোকের কথা থেকে যে উষ্মা সেদিন বেরিয়ে এসেছিল তা আমি আজও ভুলিনি, স্বামী যখন মনের তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করছিলেন তখন স্ত্রী বেচারী নেহায়েত অপরাধীর মত ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে নিয়ে নত মুখে নখ খুটছিলেন। আমার সামনে সে খুব লজ্জা পেয়েছেন বুঝতে পারলাম। সেদিন থেকেই এই অবাঞ্চিত সামাজিক রীতিটির প্রতি আমার দারুণ ঘৃণা জন্মে গেছে। আমি দিব্য চক্ষে দেখতে লাগলাম বিয়ে বাড়ীতে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আনন্দে লাল কাগজ মোড়ান উপহারের বাক্সটি নিয়ে নাচতে নাচতে যখন এগিয়ে যায় তারা ঘুনাক্ষরেও বুঝতে পারেনা এই বাক্সটি যোগাড়ের পিছনে তাদের বাপ মায়ের কতখানি বিরক্তি কত খানি চোখের পানি লুকিয়ে রয়েছে।

রশীদ সাহেবের বন্ধু খালেক সাহেব অত্যন্ত মন দিয়ে এতক্ষণ বন্ধুর কথা শুনছিলেন এবং মাঝে মাঝে মৃদু মৃদু হাসছিলেন। রশীদ সাহেব থামতেই বললেন তোমার এ ব্যাপারে দেখছি অভিজ্ঞতা প্রচুর, তবে আমারও এ ব্যাপারে অভিজ্ঞতা যে একেবারেই নাই তা নয়। দু চারটি ঘটনা আমি নিজের চোখে দেখেছি যেটা আমাকে ও সত্যিই অত্যন্ত পীড়িত করেছে এই ভেবে যে দেশের কিছু কিছু মানুষ আজ স্বাশত মূল্যবোধ হারিয়ে অনেক নির্দোষ সামাজিক আনন্দ উৎসবের উপলক্ষ্যকে কিভাবে পয়সা কামাবার উপায় হিসাবে

www.pathagar.com

ব্যবহার করছে। আমার পাড়াতে এক ভদ্রলোককে একদিন দেখলাম টেলিফোন গাইড খুলে শহরের নামজাদা গণ্যমান্য কয়েকজনের নামে নিমন্ত্রণ পত্র লিখছেন।

আমি ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলাম আপনি যাদের নিমন্ত্রণ করছেন তাদের সঙ্গে কি আপনার ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা বা পরিচয় আছে ? ভদ্রলোক বললেন নেই। তখন জিজ্ঞাসা করলাম তবে এত পয়সা খরচ করে ছাপান দামী নিমন্ত্রণ পত্রগুলি পাঠিয়ে নষ্ট করছেন কেন ? ভদ্রলোক উত্তর দিলেন নষ্ট হবে কেন ? আমার পরিকল্পনা মত যদি কাজ হয় তবে দেখবেন দশ বিশগুন লাভ হবে।

আমার জিজ্ঞাসু মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন জানেন ত আমাদের সমাজে এরূপ বড় লোক অনেক আছেন যারা খুব ঘনিষ্ঠতা না থাকলে সাধারণতঃ বিয়ে বাড়ীতে যান না। তবে কেউ নিমন্ত্রণ করলে চিনুক বা না চিনুক রেওয়াজ হিসাবে একটা উপহারের বাক্স পাঠিয়ে দেন। যাদের কাছে পাঠাচ্ছি আমি স্থির নিশ্চিত তাদের মধ্যে অন্ততঃ ৫।১০ পার্সেন্ট লোকও যদি সাড়া দেয় তবে আমার ইনভেস্টমেন্টের চাইতে লাভ অনেক বেশী হবে। ভদ্রলোকের কথা শুনে আমার আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল। সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ব্যবসায়িক বুদ্ধি কত প্রখর হয়ে উঠেছে ভেবে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। তাই এই উপহার দেওয়ার প্রথাটাকে আমি ও আজকাল একটা অবাঞ্ছিত কুপ্রথা বলে ভাবতে শুরু করেছি। রশীদ সত্যিই তুমি যদি এটা আন্দোলন করে বন্ধ করতে পার তবে একটা কাজের মত কাজ হবে ভাই।

বন্ধুর কথা শুনে রশিদ সাহেব বেশ খুশী হলেন। বললেন আমি যখন মনস্থির করেছি তখন এটা বন্ধ করে ছাড়ব তা তোমার ভাবী যতই রাগ করুক না কেন। বন্ধু মতিনের দিকে ফিরে বললেন তুমি চুপ করে আছ কেন ? এ ব্যাপারে তোমার মনোভাবটা খুলে বল না। মতিন সাহেব ধীরে ধীরে বললেন চোখ কান খোলা

www.pathagar.com

রেখে চললে আজকের দিনে এসব ব্যাপারে অনেক ঘটনাই চোখে পড়ে। অনেক অভিজ্ঞতাই জন্মে। খালেক এই মাত্র যে অভিজ্ঞতার কথা বলল এর কাছাকাছি এক ব্যাপার আমিও দেখেছি। ঘটনাটা ভুলেই গেছিলাম মতিনের কথায় মনে পড়ল।

অনেক দিন আগে বাংলাদেশ ব্যাঙ্কের এক পিয়নকে দেখেছি ছেলের মুসলমানি করানো উপলক্ষে ১৬০ টাকা দিয়ে বেশ বড় একটি গরু জবাই করে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের প্রায় শ'দুয়েক ছোট বড় অফিসারকে দাওয়াত করল। স্টেট ব্যাঙ্কের পিয়ন হিসাবে অনেক ব্যাঙ্কের অফিসারেরা তাকে চিনত। আমাকে দাওয়াত করতে এলে আমি তার আয়োজনের কথা শুনে বিস্ময় প্রকাশ করে যখন বললাম তুমি গরীব মানুষ এত টাকা খরচ করে কেন সবাইকে খাওয়াতে যাচ্ছ? এতে তো তোমার প্রচুর লোকসান হবে। পিয়নটির নাম সোলেমান—সে বলল না—স্যার লোকসান হবে না—যাদেরকে দাওয়াত করেছি তাদের অর্ধেক লোকও যদি গরীবের দাওয়াতে আসেন তবে সবাই যে উপহার আনবে তাতে আমার টাকা উঠে ও কিছুটা লাভ থাকবে। কেউ সাধারণতঃ খালি হাতে আসবে না। আর অনেকে উপহার না দিয়ে নগদ পাঁচ দশ টাকা করে দেবে। তাতে গরুর দাম আমার উঠে যাবে। পরে শুনেছিলাম সোলেমানের হিসাব ঠিকই হয়ে ছিল। উপহারে এবং নগদ টাকা মিলিয়ে তার পুরো খরচ উঠেও শ'খানেক টাকা লাভ হয়েছিল, মাঝে থেকে অনুষ্ঠানটি তার বিনে পয়সায় হয়ে যায়।

মতিন সাহেব থামলে আমেনা বেগম বললেন মতিন ভাই, খালেক ভাই আপনারা যেমন বলেছেন এরূপ ব্যাপারও কি ঘটে? আমারত বিশ্বাসই হতে চায় না উপহার দেওয়ার মত একটা নির্দোষ প্রথাকে লোকে এভাবে লাভের ব্যাপার করে তুলতে পারে। মতিন সাহেব বললেন ঐ প্রথাটার এরূপ অপব্যবহার যাও বা সহ্য করা চলে কিন্তু পুরান ঢাকায় বিয়েশাদীতে এ উপহারের নামে যা করা হয় তা প্রায় অসহ্য ব্যাপার। এখন কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে

www.pathagar.com

কিনা জানিনা তবে বছর কুড়িয়েক আগে পুরান ঢাকার অধিবাসীদের এক বিয়েতে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল তা ভুলবার নয়। বিয়ের পর কে কি উপহার দিয়েছে তা বর ও কণেকে পাশাপাশি বসিয়ে নাম পড়ে পড়ে সেগুলি দেখান হয়। তখন যে ব্যাপার ঘটে এবং যেসব মন্তব্য করা হয় যে কোন রুচিবান লোকের পক্ষে তখন সেখানে বসে থাকা রীতিমত কষ্টকর হয়ে দাড়ায়। যখন কোন দামী উপহার দেখিয়ে দাতার নাম ঘোষণা করা হয় তখন সবাই উল্লাস প্রকাশ করে কিন্তু যখনই কোন সামান্য উপহার প্রদর্শিত হয়ে দাতার নাম ঘোষিত হয় তখন উপস্থিত ফাজিল ছেলে মেয়েরা ঠোঁট উল্টে এমনই মন্তব্য করে উঠে সেটা দাতার পক্ষে রীতিমত অপমানকর। এসব দেখার পর এই প্রথাটার উপর আমার ও দারুন বিতৃষ্ণা জন্মে গেছে।

রশীদ সাহেব এবার আমেনা বেগমের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললেন শুনলে ত এদের অভিজ্ঞতার কথা? তোমার এত সাধের নির্দোষ প্রথাটার আজ কি চেহারা দাড়িয়েছে? এটাতে আর জবর-দস্তি করে যৌতুক নেওয়ার মধ্যে পার্থক্য কতখানি রয়েছে বল? এবার আর একটি অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা তোমাদের বলছি শোন। কিছুদিন পূর্বে আমি আমার এক শিল্পী বন্ধুর বাড়ীতে তাদের স্বামী স্ত্রীকে একটি ভ্যারাইটিশো'র অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ করার জন্য সেন্ট্রাল রোডে তাদের বাড়ীতে গিয়েছিলাম। বন্ধু তখন বাসায় ছিলেন না। দরজায় ঠোকা দিতেই বন্ধুপত্নী বেরিয়ে এসে আমার হাতে কার্ড দেখে থতমত খেয়ে গেলেন। কার্ডখানা তাঁর হাতে দিতেই মনে হলো ভদ্রমহিলা হঠাৎ যেন কেমন হয়ে গেছেন। মহিলা এমনিতেই খুব ফর্সা কিন্তু আমার মনে হলো কার্ড হাতে নিয়ে তিনি হঠাৎ যেন আরও ফর্সা হয়ে গেছেন যাকে দস্তুরমত ফ্যাকাসে বলা চলে। কম্পিত হস্তে এনভেলাপের ভিতর থেকে কার্ডটা খুলে পড়ার পর তার মুখে যেন রক্ত ফিরে এল। আমি তাঁর এ ভাবান্তরের কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন ভাই আমি প্রথমে মনে করেছিলাম আপনি বুঝি বিয়ের দাওয়াতের চিঠি নিয়ে এসেছেন। আপনার বন্ধু শিল্পী মানুষ, তাঁর আয় কতটুকু আপনি বুঝতে পারেন। মাসে একটা দুটো বিয়েতে

www.pathagar.com

প্রেজেন্টেশন দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আপনার বন্ধু প্রথম প্রথম তার দু একটি ছবির প্রিন্ট উপহার হিসাবে দিয়ে দেখেছেন বিশেষ সমাদৃত হচ্ছে না। অন্য উপহারের দিকেই লোকের ঝোক বেশী।

বন্ধু পত্নীর কথা শুনে আমি রীতিমত বিস্মিত হলাম। আমার বিস্মিত দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে তিনি হেসে বললেন আজকের সমাজের অধিকাংশ মানুষের মনটাই অল্প বিস্তর কমার্শিয়াল হয়ে গেছে। এখানে আর্টের সমাদর খুব কম, তাই আপনার বন্ধু আর ছবি দিয়ে অনাদৃত হতে চান না। আবার নিমন্ত্রণ করলে না গেলেও মান বাচে না। তাই এখন বিয়ে শাদীর নিমন্ত্রণ এলে আমাদের প্রায় গায়ে জ্বর আসার মত হয়। আজ আপনার হাতে কার্ড দেখেই বুক কেঁপে উঠেছিল, কারণ এধরণের নিমন্ত্রণ আমাদের কাছে বর্তমানে বিভীষিকার মত হয়ে দাড়িয়েছে। যাক আপনার কার্ড পড়ে যখন দেখলাম অন্য নিমন্ত্রণ তখন ধড়ে প্রাণ ফিরে এল। আমি বন্ধু পত্নীর কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আমরা উচ্চ আয়ের লোকেরা ভাবতেই পারি না নিম্ন ও মধ্যবিত্ত সমাজে এই উপহার প্রথা আজ কিরূপ মর্মবেদনার কারণ হয়ে দাড়িয়েছে।

শ্যালক আনিসুল হক এতক্ষণ চুপ চাপ শুনছিল। রশিদ সাহেব থামতে সে ধীরে ধীরে বলল বিয়ে শাদীতে উপহার দেওয়ার কথা ত আজকের নয় আমাদের বাপ চাচারাও দিয়ে এসেছেন দেখেছি, তখন ত কেউ আপত্তি তোলে নি—আজ এত আপত্তির কারণ হলো কেন ?

খালেক সাহেব বললেন দেখ আনিস তখনকার উপহার দেওয়ার প্রথা আর আজকের দেওয়ার প্রথার মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য হয়ে গেছে। তখনকার দিনে বিয়েতে সাধারণত ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজনরাই যোগদান করত, পরিচিত পাড়াপড়শীরা ও নিমন্ত্রিত হত কিন্তু স্বল্প পরিচিত কালে ভদ্রে দেখা হয় এমন লোক খুব কম আসত। আমি

www.pathagar.com

চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগেরকার কথা বলছি অধিকাংশ ভদ্র পরিবারই সাধারণত গ্রামে বাস করত। বিয়ের এক দেড় মাস আগে হাতে লেখা চিঠির মারফত আত্মীয় স্বজনকে দাওয়াত দেওয়া হত। বিয়ের আট দশ দিন আগে বর বা কণের বাড়ীতে আত্মীয় স্বজন শুকনোর দিন হলে গরু গাড়ীতে, বর্ষাকাল হলে নৌকায় করে এসে হাজির হত।

আসার সময় কেউ একমন পোলাউর চাউল, কেউ দশ সের ঘি, কেউ দু'টো খাসী ছাগল সংগে নিয়ে আসত, বিয়ের সপ্তাহ খানেক আগে থেকেই আনন্দ কোলাহল, গান বাজনা চলত। সবাই সংগে কিছু কিছু জিনিষ আনত এইজন্য যাতে গৃহ কর্তার কোন ভাবে কষ্ট না হয়। ইতিমধ্যে সম্মিলিত আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে মুরব্বীরা বসে ঠিক করত বর কণেকে কি কি জিনিষ দেওয়া যেতে পারে। যেহেতু একটি ছেলে ও একটি মেয়ে নূতন ঘর বাঁধতে যাচ্ছে, তাই উপহারের তালিকা ও তারা নিত্য ব্যবহার্য অতি প্রয়োজনীয় জিনিষের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখত। উপস্থিত মজলিশের মধ্যে কেউ বলত আমি হাতের দুখানা থালা দেব, কেউ বলত আমি চার গাছি চুড়ি দেব, কেউ বলত আমি গলার হারটা দেব। কেউবা নাকের কানের অলংকারের ভারটা নিয়ে নিত। যাদের অবস্থা তত বেশী স্বচ্ছল নয় তাদের কেউ বলত আমি দুটো পিতলের কলসী দেব, কেউ বলত আমি বিছানা পত্র মশারী ইত্যাদি দিব। এটাই ছিল তখন মধ্য বিত্ত ও একটু উচ্চ মধ্য বিত্ত ঘরের বিবাহ অনুষ্ঠানের চরিত্র বা ইতিহাস। বিয়ের পরও সাত আট দিন আনন্দ উৎসব চলত। তারপর কেউ গরু গাড়ী চড়ে, বর্ষাকাল হলে নৌকায় চড়ে নিমন্ত্রিতেরা ধীরে ধীরে বিদায় নিত।

তার কথা সবাইর মনে ধরছে কি না বুঝবার জন্য খালেক সাহেব এবার একটু থামলেন। অতীত দিনে বিয়েতে উপহার প্রথা কিভাবে এল তার ইতিহাস সবাই মন দিয়ে শুনছিল। রশীদ সাহেব মাঝে মাঝে মাথা নেড়ে বন্ধু খালেককে সমর্থন যোগাচ্ছিলেন। যখন বুঝলেন তার কথা সবাইরই ভাল লাগছে তখন শুনি আবার বলতে আরম্ভ করলেন আজকের শহরে বিয়ের আসরের চরিত্র আর

www.pathagar.com

তখনকার দিনের চরিত্রের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য রয়েছে। তখনকার দিনে আত্মীয় স্বজনের দেওয়া নেওয়ার মধ্যে যে আন্তরিকতা ছিল, পরিচয়ের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠতার বন্ধন ছিল আজকের বিয়ের আসরে তা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। এখন নিমন্ত্রিতরা যারা আসেন ঘনিষ্ঠ দু'চার জন ছাড়া বাকীরা ছেলে মেয়ের বাপ মা ছাড়া পরিবারের আর কাউকে চেনেনা। ব্যাপারটা সম্পূর্ণ একটা লৌকিকতায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেক সময় দেখেছি বাপ ছেলেকে জিজ্ঞেস করছে হ্যাঁ-রে মিঠু বিয়ের কার্ড যে একটি পেয়েছি কার ছেলের সাথে কার মেয়ের বিয়ে হচ্ছে বুঝতে পারলাম না। পাত্রপক্ষ কণ্যাপক্ষ কাউকে ত চিনতে পারছিনা। ছেলে তখন কার্ড দেখে বলল বাবা চিনতে পারছ না ? আমাদের পাড়ার বাবুলের বোনের বিয়ে।

ও তাই নাকি বলে বাবা চুপ করে যান। এখন নিমন্ত্রণ যখন হয়েছে কাউকে না কাউকে ত যেতে হবে এবং উপহার ও দিতে হবে। আগের দিনের ব্যাপারটা এরূপ প্রানস্পর্শহীন ছিল না। আগের দিনে আত্মীয় স্বজন সবাই মিলে আলোচনা করে যেমন স্থির করত কে কি দেবে এখন আর সে সুযোগ নেই। তার ফলে বিয়ের পরে দেখা যায় যে, ফুলদানী হয়ত পড়েছে, পঞ্চাশ ষাটটা, টি সেট পড়েছে কুড়ি পঁচিশটা আর টেবিল ল্যাম্প পড়েছে সত্তরটা কিন্তু নিত্যব্যবহার্য্য জিনিষ হয়ত কোনটাই পড়েনি। ফলে এগুলো সাজিয়ে রাখার জন্য বর কণেকে পয়সা খরচ করে একটা নূতন শো কেইস কিনতে হয়। মোট কথা আগের দিনের উপহার দেওয়ার মধ্যে যে আন্তরিকতা ও প্রাণের স্পর্শ ছিল আজকের দিনে আর সেটা নেই। এখন যেটা আছে এটা সম্পূর্ণ সামাজিকতা বা লৌকিকতা।

খালেক সাহেব থামতেই মতিন সাহেব বললেন উপহার হিসাবে ফুলদানী, টিসেট, টেবিল ল্যাম্প, আতর দানী এরূপ আরও বাহুল্য জিনিষের উপহার হিসেবে আগমনের অভিজ্ঞতা আমার ও আছে। আমি বহু ক্ষেত্রে দেখেছি ঐ উদ্ধৃত জিনিষগুলি শেষ পর্যন্ত ঐসব ক্রোকারি সপে বিক্রী করে দেওয়া হয় যেখান থেকে ঐগুলো

www.pathagar.com

হয়ত কেনা হয়েছিল। আমি এমনও দেখেছি অনেক গৃহকর্তাই নূতন কিছু না কিনে ঐগুলিই উপহার হিসাবে আবার অন্যদের বিয়েতে দিয়ে দেন। একজনের দেওয়া উপহার অন্যকে যে দেওয়া রীতিবিরুদ্ধ এ নীতিরও কেউ ধার ধারেনা।

খালেক সাহেবের কথা শেষ হলে রশীদ সাহেব সবার মুখের দিকে তাকালেন। আলোচনাটি খুব জমে উঠেছিল। আমেনা বেগম ও আনিস অনেকটা কোনঠাসা হয়ে গেছে বলে মনে হল। পারিবারিক ব্যাপারে যে সিদ্ধান্তই রশীদ সাহেব নেন সেটা যাতে পরিবারের সবারই মনঃপূত হয় এটাই তার কাম্য। জোর করে কিছু চাপিয়ে দেবার পক্ষপাতি তিনি নন। আমিনা বেগমের উপর বেশ খানিকটা মানষিক অত্যাচার গত কয়েক বৎসর ধরে তিনি করেছেন বলে তার মনে হল। বিয়েতে উপহার দেওয়া তিনি বন্ধ করেছেন গত ৮/১০ বছর ধরে। প্রথম ক'বছর উপহার ছাড়া আমেনা বেগম কোন উৎসবে যাবেনা জিদ করায় তাকে বাদ দিয়েই রশীদ সাহেব একা যেতেন। এ ভাবে ৩/৪ বছর যাওয়ার পর স্ত্রীর জন্যে রশীদ সাহেবের মনে দুঃখ হতে লাগল। বেচারীর বাহিরে যাওয়ার সুযোগ এমনিতেই খুব কম।

কোন সামাজিক মহিলা সংগঠনের সংগে তার সম্পর্ক ছিল না বলে বাইরে যাওয়ার অবকাশ ও খুব কম হত। শুধু বিয়ে শাদী হলে আনন্দ উৎসব গুলিতে যোগ দিয়ে কিছুটা চিত্ত বিনোদনের সুযোগ পেতেন। সে গুলোতে যোগ দেওয়ার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হওয়াতে আমেনা বেগমের জন্য তার সত্যই দুঃখ হত। তাই শেষ কয় বৎসর উপহার সহ আমেনা বেগমকে নিয়েই তিনি অনুষ্ঠানে যেতেন, কিন্তু তার কড়া আদেশ ছিল যে উপহারের সঙ্গে যে ছোট কার্ডটি গুঁজে দেওয়া হত তাতে যেন শুধু মিসেস রশীদেরই নাম লেখা হয় মিঃ রশীদের নাম যেন কোন প্রকারে উল্লেখ না থাকে।

খালেক সাহেব থামলে সবাই চুপ করে নিজের অভিজ্ঞতার নিরিখে তার কথাগুলি বিচার করে দেখতে লাগল। সবার মনে হলো

www.pathagar.com

তার অনেক কথাই বোধ হয় ঠিক। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে রশীদ সাহেব খালেক সাহেবের কথার সূত্র ধরেই আবার বলতে লাগলেন। আজকের দিনে উপহার যেভাবে নেওয়া হয় তার মধ্যে আমি নৈতিকতার কোন ভিত্তি খুঁজে পাই না। আমার ছেলের বিয়েতে আমি যখন কাউকে দাওয়াত করি এবং নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক যখন আসেন তখন তিনি আমার গরজেই আসেন। তাঁর গরজে আসেন না। দশজন আমার ছেলের বিয়েতে না আসলে বিয়ের আসর উজ্জ্বল হয় না। তাই আমার গরজেই তারা আসেন মূল্যবান সময় নষ্ট করে, নিজের পকেট থেকে গাড়ী ভাড়া দিয়ে। তারপর খাওয়ার সময় প্রথম ব্যাচে বসতে পারলে মাংস পোলাউ হয়ত দুটোই পায়, দ্বিতীয় ব্যাচে বসলে পোলাউ পেলেও গোস্ত পুরাপুরি পায় কিনা সন্দেহ, আর তৃতীয় ব্যাচে বসলে হয়ত পোলাউ জোটে গোস্ত জোটে কিনা সন্দেহের ব্যাপার। খাবার কম পড়লে অনেক বিয়েতে অনেক নিমন্ত্রিতকে আমি না খেয়ে ফিরে যেতে দেখেছি।

মতিন সাহেব হাসতে হাসতে বললেন রশিদ ঠিকই বলেছে, এ অভিজ্ঞতা দু একবার আমার নিজেরও হয়েছে। তাকে হাত দিয়ে থামিয়ে দিয়ে রশীদ সাহেব বলতে লাগলেন এছাড়া খাবার মোটামুটি জুটলে ও বিয়েবাড়ী থেকে বাসায় ফেরা আর এক কষ্টের ব্যাপার। সবারই গাড়ী থাকে না, যাদের থাকে না তারা স্ত্রীর হাত ধরে রাত নয়টা দশটা কোন কোন সময় এগারটার সময় আধ মাইল হেঁটে গিয়ে রিক্সা করে বাড়ী ফেরেন। তারা এত কষ্ট করে আসেন কেন? আসেন আমাকে খুশী করার জন্য, আমার ছেলের বিয়েকে উজ্জল করার জন্য। সে অবস্থায় আমারই উচিৎ তাদেরকে কিছু দিয়ে দেওয়া, যেমন আগের দিনে জমিদার বাড়ীতে নিমন্ত্রিতদের জোড়াশাড়ী বা জোড়া ধুতি এবং সঙ্গে সিঁধে দিয়ে দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। তা না করে আজকের দিনে নিজের খরচায় আসা নিমন্ত্রিতরা যাদের সঠিক আপ্যায়ন ও অনিশ্চিত তাদেরকে ধারকর্জ করে হলেও উপহার নিয়ে আসতে বাধ্য করাটা আমি একটা জুলুম ও সামাজিক অনাচার ছাড়া

www.pathagar.com

কিছুই মনে করি না। যদি বলা হয় তাদেরকে ত বিরানী খাওয়ান হয় তবে বলব যে কষ্ট ও সময়ের অপচয়ের সম্মুখীন নিমন্ত্রিতদের হতেহয় তার তুলনায় ও খাওয়া কিছুই নয়। নিজের বাড়ীতে এ খাবারের সংস্থান কম বেশী সবারই আছে। আগের দিনে গ্রামাঞ্চলে আত্মীয় স্বজনেরা নৌকায় বা গরু গাড়ীতে যখন পৌছাত আমি দেখেছি গাড়ী বা নৌকা ভাড়া গৃহকর্তা দিয়ে দিতেন, নিমন্ত্রিতদের দিতে হতো না।

আনিস ও তার বোন এতক্ষণ গালে হাত দিয়ে রশিদ সাহেবের লম্বা বক্তৃতা শুনছিলেন। এবার আমিনা বেগম বললেন তোমার কথা ত অনেকক্ষণ থেকে শুনছি এবার আমাদের কিছু বলতে দাওনা। উপহার বা যৌতুকের কথা উঠলে তুমি সবসময়ে দেখেছি উত্তেজিত হয়ে উঠে দুনিয়ার কথা এনে হাজির কর।

রশিদ সাহেব বললেন এই উপহার দেওয়ার প্রথা যে গরীব আত্মীয় স্বজনকে কিভাবে বিপদগ্রস্থ করে তার সম্বন্ধে দু চার কথা বলেই আমি শেষ করছি। গরীব আত্মীয়স্বজন যাদের বিয়ে শাদিতে যাওয়ার অধিকার সব চাইতে বেশী উপহারের দৌরাত্মে তারাই অনেক সময় উৎসবে যোগ দিতে পারে না। অনেক সময় এও দেখেছি একটি ছোট মেয়ে কাঁদছে বার বার বলছে হাসিনা আপার বিয়েতে যাব। মা মেয়ের পিঠে দুটা লাগিয়ে বলছে না যাওয়া হবে না। উপহার কেনবার টাকা আমাদের নাই। ছোট মেয়ে বুঝতে পারে না, পাড়ার এত আদরের হাসিনা আপার বিয়ে হচ্ছে, সানাই বাজছে, এত আলো জ্বলছে, এত লোক যাচ্ছে, তারা কেন যেতে পারে না। অনেক সময় উপহারের ভয়ে কেউ যখন আসাটা এড়িয়ে যায় তার সঙ্গে পরে পথে দেখা হলে যখন জিজ্ঞাসা করি কিহে আমার মেয়ের বিয়েতে এলেনা যে তখন দিব্যি বলে দেয় ভাই তখন আমি ঢাকায় ছিলাম না, খুলনায় একটা কাজ পড়ে গিয়েছিল। কথাটা যে ডাহা মিথ্যা, সে যে তখন ঢাকায় ছিল এতে কোন সন্দেহ নাই। এভাবে প্রকারন্তরে আমরা লোককে অযথা মিথ্যা বলতে বাধ্য করছি।

www.pathagar.com

এতক্ষণ মন দিয়ে সবাই রশীদ সাহেবের কথা শুনছিল। তাঁর কথায় সবাইর যে মনে দাগ কাটছিল মুখ দেখেই তা মনে হচ্ছিল। অবশেষে আনিস বলল দুলাভাই আপনার কথা ত শুনলাম। আপনি এতক্ষণ নিমন্ত্রিতদের স্বার্থের দিকটাই শুধু বললেন। গৃহস্বামী যে এতগুলো লোককে খাওয়াবে উৎসবটা করতে গিয়ে অনেকটা খরচ তাকে করতে হচ্ছে উপহারের মারফত তার কিছুটা হলেও ক্ষতিপূরণ হতো তার ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কি ? যার ছেলের বিয়ে তার নিজের প্রয়োজনে হলেও যখন উৎসবটা সফল করার জন্য অন্য দশজনকে তার ডাকতে হয় তখন অন্যরা তাকে কিছুটা সাহায্য না করলে চলে কি করে।

রশীদ সাহেব উত্তরে বললেন আনিস তুমি একটা সঙ্গত প্রশ্নই করেছ। এর যথাযোগ্য উত্তর বল বা সমাধানই বল এটা আমি কোলকাতায় পার্শিদের এক বিয়েতে দেখেছি। বৎসর পনর বিশেক আগে কোলকাতায় আমি এক ধনী পার্শি বন্ধুর মেয়ের বিয়েতে নিমন্ত্রিত হয়ে যাই। বিয়ে হচ্ছিল একটি বড় হোটেলে। আমি গিয়ে দেখলাম কারও হাতে কিছু নেই শুধু আমার হাতেই একটি শাড়ীর প্যাকেট। দেখে খানিকটা ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেলাম। তারপর বিয়ের মন্ত্র যখন পড়ান শেষ হলো দেখলাম নিমন্ত্রিতদের প্রত্যেকে একখানা করে সাদা বন্ধ খাম কনের বাপের হাতে দিয়ে যাচ্ছে। পোষাক পরিচ্ছদ থেকে বুঝলাম নিমন্ত্রিতরা সবাই ধনী নয়, অনেক মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত লোক ও তার মধ্যে রয়েছে। সবাই কিন্তু একখানা করে খাম গৃহ কর্তাকে দিয়ে যাচ্ছে। পরে জানলাম আমাদের মধ্যে যে রূপ শাড়ী গয়না, ফুলদানী, টিসেট প্রভৃতি দিয়ে অর্থের অপচয় করা হয়, তারা তা না করে খামের মধ্যে করে ক্যাশ টাকা দেয়। তবে সর্ত এই খামেতে কেউ নাম লিখতে পারবে না, খামের মুখ বন্ধ থাকবে এবং পরের দিন খোলা হবে যাতে কে কত দিয়েছে কেউ বুঝতে না পারে। আমার মনে হয় আমাদের এখানেও যদি এই নিয়মটা চালু করা যেত তবে গৃহকর্তা ও উপকৃত হতো, কে কত দামী উপহার দিতে পারে তার ও প্রতিযোগিতা

www.pathagar.com

হতো না এবং কেউ অল্প দামী উপহার দিয়ে হীনমন্যতাতেও ভুগতনা।

আমেনা বেগম বললেন এরকম বন্ধ খাম দিতে গিয়ে কেউ যদি টাকার বদলে শুধু সাদা কাগজ দিয়ে দেয় তবে? তার কথায় সবাই হেসে উঠল। রশীদ সাহেব বললেন তাও হতে পারে। এখন যে বন্ধ প্যাকেট দেওয়া হয় তার ভিতরে টিসেট না দিয়ে যদি কেউ ইট পাথর দিয়ে দেয় তুমি ঠেকাবে কি করে। প্রত্যেক প্যাকেটের উপর যে নাম লেখা থাকতেই হবে এমনত কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তবে ওরূপ করার সম্ভাবনা খুব কম।

পার্শি সম্প্রদায়ের বিয়ের ব্যাপারে রশীদ সাহেবের অভিজ্ঞতার কথা শুনে সবাই স্বীকার করল এটি একটি অত্যন্ত যৌক্তিক ও বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা যাতে অর্থের অপচয়ও বাঁচে এবং যার যেমন সামর্থ সে তেমন দিয়ে হীনমন্যতা ও মানসিক যন্ত্রণার হাত থেকেও রেহাই পেতে পারে।

এবার সবাই রশীদ সাহেবকে বললেন তুমি ত যৌতুক প্রথার ঘোর বিরোধী। এখন বলত এটাকে কি করে সত্যিকার ভাবে বন্ধ করা যায়। তোমাদের যৌতুক বিরোধী সমিতির আন্দোলনে সরকারত আইন পাশ করেছেন কিন্তু তাতে ত কাজ তেমন একটা কিছু হচ্ছে না। যৌতুকের বলি হিসাবে প্রতিদিন কত অসহায় মেয়েকে এখন ও বেঘোরে প্রান দিতে হচ্ছে।

রশীদ সাহেব বললেন দেখ এটা একটা মস্তবড় সামাজিক সমস্যা। আইন করে এটা বন্ধ করা সম্ভব নয়। একমাত্র সমাজ সচেতনতা নৈতিক দায়িত্ব বোধকে উদ্বুদ্ধ করা ও সমাজের কঠিন চাপই এটাকে বন্ধ করতে পারে। মেয়েরা আর্থিক দিক থেকে যতটা স্বাবলম্বী হবে অর্থাৎ ভাত কাপড়ের জন্য স্বামীর উপর একান্ত নির্ভরতা তাদের যত কমবে যৌতুকের উৎপীড়নও তত কমবে। দেশের আর্থিক অবস্থার উপর ও এটা অনেকটা নির্ভরশীল। দারিদ্র

www.pathagar.com

যত বাড়বে একজনের বিনিময়ে অন্যের বাঁচার চেষ্টা তত বাড়বে। লক্ষ্য করে থাকবে আজকাল বিয়ের ব্যাপারে ছেলেরা ভাল চাকুরী করে এমন মেয়ে খোঁজে। ভাল চাকুরী করে এমন মেয়ে দেখতে শুনতে তেমন রূপসী না হলে ও তার বিয়ে হতে তেমন অসুবিধা হয় না। মেয়ে খুব সুন্দরী হলে বিদ্যা কম থাকলেও যেমন পাত্র জুটে যায়, টাকা পয়সার চাপ তেমন পড়ে না, রোজগারে মেয়ে হলেও বিয়ের বাজারে তেমনি দর উঠে যায়।

রশীদ সাহেবের এক বন্ধু জলিল সাহেব একটি গার্মেন্ট ফ্যাকট্রির মালিক। এতক্ষণ তিনি কোন কথা বলছিলেন না এবার রশীদ সাহেবের কথা শেষ হওয়ার আগেই মাঝখানে বলে বসলেন রশীদ-মেয়েদের উপার্জ্জন ক্ষমতা স্বামীর সংসারে তার মূল্য নির্ধারণে যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে এবার আমার কারখানার একটি ঘটনা থেকে আমি তার প্রমান পেয়েছি। একটি মেয়েকে স্বামী একটি শিশু সন্তানসহ তাড়িয়ে দিয়েছিল। পরে মেয়েটি আমার কারখানায় একটি ভাল চাকরী পাওয়ার পর আজ দিন পনর বিশেক সে আমার কারখানায় বারে বারে আসা যাওয়া করছে তাকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য কিন্তু মেয়েটি আর কিছুতেই যেতে চাচ্ছে না।

আমেনা বেগম শুনে উত্তেজিত হয়ে বললেন জলিল ভাই কিছুতেই সে মেয়েটিকে আর সে বদমায়েশের ঘরে ফিরে যেতে দেবেন না। যারা অভাবে পড়লেই বউ তাড়িয়ে দেয়, আবার রোজগার করতে দেখলেই ফিরিয়ে নিতে ছুটে আসে তাদের মুখে ঝাঁটা।

হাসতে হাসতে রশীদ সাহেব বললেন জলিলের কথা থেকে আমার কথার সত্যতা তোমরা উপলব্ধি করতে পারছ? এরপর পূর্বকথার জের ধরে তিনি বলতে লাগলেন আজকাল গ্রামে প্রায় দেখবে শ্রম জীবি বা কৃষকদের মধ্যে ঘরে অভাব দেখা দিলেই, ফসল ফুরিয়ে গেলেই বউ তালাক দিয়ে রেডিও ঘড়ি বা সাইকেলের বিনিময়ে আবার নূতন বউ ঘরে নিয়ে আসে। দেশে দারিদ্র যত বাড়ছে স্বামী

www.pathagar.com

স্ত্রীর মধ্যে পারস্পারিক স্নেহ মমতা ততই নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। দারিদ্র পুরুষ কুলকে ক্রমাগত নিষ্ঠুর করে তুলছে। প্রথমে যত সখ করে আদর করেই বিয়ে করুক না কেন পরে বেকারত্বের চাপে, অভাবের তাড়নায় স্ত্রীর আত্মীয় স্বজনকে শোষণ করে বাঁচতে চায়। সে শোষণ সম্ভব না হলে তাকে হত্যা করে নিজের জীঘাংসা চরিতার্থ করতে চাচ্ছে। বিশ পঁচিশ বৎসর পূর্বে দেশে এত দারিদ্র ছিল না। তখন যৌতুকের পীড়ন ও এত মারাত্মক ছিল না এটা আশাকরি তোমরা সবাই স্বীকার করবে। মুসলমান সমাজে ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্বে দেখেছি মেয়েকে টাকা দিয়ে ঘরে আনতে হতো। মেয়ের বাপকে টাকা দিতে হতো না। আজকে অবস্থা ঠিক উল্টো। একটা গরীব চাষী বা শ্রমজীবিও রেডিও, ঘড়ি ছাড়া মেয়ের বিয়ে দিতে পারে না। খুব খেয়াল করে দেখলে দেখবে এর মধ্যে অন্যকে শোষণ করে বেঁচে থাকবার একটা প্রবৃত্তিই নিঃশব্দে কাজ করছে।

আমেনা বেগম নূতন আরেক প্রস্ত চা সবাইকে পরিবেশন করছিলেন। রশীদ সাহেব নিজের পেয়ালাটায় দুধ ঢালতে ঢালতে বলতে লাগলেন এটা অবশ্য প্রথম পঞ্চাশ দশকে উঠতি মুসলমান বড়লোকের ঘর থেকেই আরম্ভ হয় যখন সি,এস,পি জামাই যোগাড়ের জন্য নূতন ধনিক সম্প্রদায় লাখ দেড়লাখ টাকা খরচ করে গাড়ী, ফ্রিজ, টেলিভিশন বা নগদ অর্থ দিতে আরম্ভ করে। পরে এই প্রবনতাই নীচের দিকে সঞ্চারিত হয়ে ভাল চাকুরে বা রোজগারে ছেলেদের লোভ লালসাকে বাড়িয়ে তুলে কন্যাদায়গ্রস্থ পিতাদের শোষনে উৎসাহিত করে। এর পরে এটা নিচের দিকে নামতে নামতে কৃষক ও শ্রমজীবি সম্প্রদায়ের মধ্যে ও বিস্তৃতি লাভ করেছে। এটা থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হচ্ছে মেয়েদেরকে লেখা পড়া শিখিয়ে যথাসম্ভব আর্থিক দিক থেকে স্বাবলম্বী করে তোলা এবং একুপ্রথার বিরুদ্ধে শক্তিশালী আন্দোলনের মারফৎ সার্বজনীন ঘৃণা সৃষ্টি করা। যারা যৌতুক নিয়েছে বা দিয়েছে তাদেরকে সামাজিক ভাবে বয়কট করা। একাজ করতে গেলে সবচেয়ে যেটা

www.pathagar.com

আগে প্রয়োজন সেটা হলো সমাজে আজ যার হাতে টাকা আছে তাকে সালাম ঠোকার প্রবৃত্তি ত্যাগ করা।

রশীদ সাহেব থামলে সবাই অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো। অবশেষে আমেনা বেগম বললেন, তোমার মনের কথা আমি বুঝতে পেরেছি, তবে দেশে এতগুলো লোক থাকতে তুমি যে কেন এত দিনের একটা প্রতিষ্ঠিত বদ্ধমূল প্রথাকে ভাঙ্গবার চেষ্টা করে পরিবারে অশান্তি ডেকে আনার চেষ্টা করছো বুঝতে পারলাম না। শেষ পর্যন্ত তুমি কতটা সফল হবে জানিনা মাঝ থেকে লোকে তোমার মস্তিস্কের সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ করতে আরম্ভ করবে। অনেকেতো জানেনা যে তোমার মেয়ে নেই। তারা ভাববে, তোমার হয়তো মেয়ে আছে অনেকগুলো তাই যৌতুক দেয়ার ভয়ে তুমি এই আন্দোলন আরম্ভ করেছ। মাঝ থেকে প্রশংসার চাইতে নিন্দেই বেশী কুড়াবে।

রশীদ সাহেব উত্তর দেয়ার আগেই মতিন সাহেব বললেন, ভাবী সে জন্যে আপনি দুঃখিত হবেন না। পৃথিবীতে সাধু কাজ যারাই প্রথম আরম্ভ করেছে তাদের প্রায় সবারই কপালে নিগ্রহ জুটেছে। সতীদাহ প্রথা বন্ধ করতে গিয়ে রাজা রামমোহন রায়, বিধবা বিবাহ প্রথা চালু করতে গিয়ে বিদ্যাসাগরকে কম নিগ্রহের সম্মুখীন হতে হয়নি, কম দুঃখ পোহাতে হয়নি। এ তুলনায় রশীদ ভাই যা করতে চাচ্ছেন সেটা এমন কোন কঠিন কাজ নয়। তবে ভুল বুঝাবুঝির এবং উপহাসের পাত্র হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে এটা ঠিক। কিন্তু আমার মনে হয় আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করলে একুপ্রথার বিস্তার অনেকটা রোধ করতে পারব।

এবার আনিস বলল দুলাভাই এতই যখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তখন আমরা সবাই মিলে সাহায্য করে দেখিই না কতদূর আগান যায়। তবে কথা হলো উপহার আনতে লোককে কিভাবে নিষেধ করা যাবে ?

রশীদ সাহেব বললেন, নিমন্ত্রণপত্রে কথাটা এভাবে লিখতে হবে যেন নিমন্ত্রিতেরা সত্যিই মনে করে এটা তোমার মনের কথা। উপহার নিয়ে আসার জন্য প্রকারান্তরে তাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছ

www.pathagar.com

এটা যেন তারা মনে না করে। যেমন ধর এভাবে যদি লেখ, "যৌতুক একটি অত্যন্ত ঘৃণ্য জিনিস যা সমাজকে প্রতিদিন বিষাক্ত করে তুলছে। বিবাহের উপহারও আজ অনেকটা যৌতুকের রূপ গ্রহণ করেছে। মধ্যবিত্ত ও সীমিত আয়ের লোকের জন্যে এটি অশেষ পীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই কাউকে কোন প্রকার উপহার না আনতে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। বর কণের জন্যে আপনাদের আশীবাদই একান্ত কাম্য।" শুধু যদি লেখ কোন প্রকার উপহার আনিবেন না তবে ভাববে প্রকারান্তরে মনে করিয়ে দিচ্ছ। আনিস তখন বলল এলেখা হয়ত অনেকের চোখ এড়িয়ে যেতে পারে, মনে নাও থাকতে পারে। তারা যদি উপহার নিয়ে আসে তবে কি করবেন?

রশীদ সাহেব উত্তর দিলেন, হ্যাঁ এরকম দু'চারজনে হয়ত ভুলে উপহার নিয়ে আসতে পারে কিন্তু সেটা কোন অবস্থাতে নেওয়া যেতে পারে না। নেওয়া মানে যারা আনেনি তাদেরকে অপমান করা। গেটের সামনে একটি টেবিল রেখে দেওয়া হবে যারা নিয়ে আসবে তাদেরকে সবিনয় অনুরোধ করে ওগুলো সেখানে রেখে দেওয়া হবে যেগুলি যাওয়ার সময় তারা ফেরত নিয়ে যাবে।

এবার আমেনা বেগম বললেন, পরের কথা না হয় ছেড়ে দাও অতি আপন আত্মীয় স্বজন যেমন খালা, ফুফু, চাচা-চাচী মামা-মামী এরাও কি কিছু দিতে পারবেন না?

রশীদ সাহেব উত্তর দিলেন হ্যাঁ তারা একশবার দিতে পারবে, তবে বিয়ের দিন নয়। তারা দিবে হয় আগের দিন নয় পরের দিন। কোন অবস্থাতেই বিয়ের আসরে নয়।

রশীদ সাহেবের ছেলে মামুন এতক্ষণ ড্রইংরুমের এক কোনায় বসে একটি স্পোর্টস্ ম্যাগাজিন থেকে ভারত পাকিস্তান টেস্ট সিরিজের বিস্তারিত বিবরণ পড়ছিল। আলোচনাটা বেশ কিছুটা ইন্টারেস্টিং ধরণের এবং খানিকটা তার স্বার্থ সম্পর্কিত বলে অনেকক্ষণ থেকে সে বেশ মন দিয়ে আলোচনটা শুনছিল। খালেক সাহেব এবার তার

www.pathagar.com

দিকে তাকিয়ে বললেন কি হে আমাদের আলোচনা তো তুমি আগা-গোড়া শুনলে। তোমার বাবা তোমাকে বঞ্চিত করে সমাজে একটা নুতন উদাহরণ স্থাপন করতে চাচ্ছেন। এ ব্যাপারে তোমার মতামত কি ?

মামুন বলল আব্বার মতের সঙ্গে আমি একমত। আল্লাহ্ আমাদের যথেষ্ট দিয়েছেন কিছুটা ক্ষতি স্বীকার করে আমরাই যদি এসব ব্যাপারে এগিয়ে না আসি তবে কে আসবে ?

মতিন সাহেব উল্লাসিত হয়ে বললেন ব্রাভো—উপযুক্ত ছেলের মতই কথা বলেছ মামুন। রশীদ তুমি সত্যই সব দিক থেকে ভাগ্যবান এটা বলতে হবে। তাহলে তোমার সংকল্প অনুযায়ী কাজ আরম্ভ কর। বিয়েতে আমি ও খালেক টেবিল নিয়ে গেইটে বসব এবং কোন অতিথি ভুলে উপহার নিয়ে এলে সেটা ফিরিয়ে দেওয়ার অপ্রিয় কাজটা আমরাই করব।

আমেনা বেগম সবার মুখের দিকে তাকিয়ে একটা গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বিষন্ন ভাবে আসর ছেড়ে উঠে গেলেন।

রশীদ সাহেব বললেন আজকে ত রাগ করলে বিয়ের দু'দিন পর দেখো।

বৌভাতের পরের দিন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজনসহ চা খেতে খেতে রশীদ সাহেব আমেনা বেগমের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন এবার বল আমার কাজটা নিন্দিত হয়েছে না নন্দিত হয়েছে ? আমেনা বেগমের ছোট বোন রহিমা বলল দুলাভাই পুরুষ মহলে কেমন হয়েছে জানিনা তবে মেয়ে মহলে আপনার কাজটা খুবই প্রশংসিত হয়েছে। অনেকেই আপাকে বলছে আপনার সাহেব কিন্তু একটা কাজের মত কাজ করেছেন, অবশ্য এর পেছনে নিশ্চয়ই আপনার পুরোপুরি সম্মতি ছিল, এটা আমরা বুঝি, না হলে পুরুষ মানুষ একা এত বড় ঝুঁকি নিতে সাহস করেনা। যাই হউক আপনাদের দুজনকেই মোবারকবাদ দিচ্ছি।

রশীদ সাহেব বললেন তখন তোমার আপা কি উত্তর দিল ?

www.pathagar.com

রহিমা বলল আপা মৃদু মৃদু হাসছিলেন। মেয়েরা যখন ছোট ছোট দলে বসে একথাই বারে বারে আলোচনা করছিল আপা সবাইর সঙ্গে গল্প করছিলেন আর এভাব দেখাচ্ছিলেন যেন তিনিই আপনাকে এ সিদ্ধান্ত নিতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। আপনাদের পুরুষ মহলের মনোভাব কেমন ছিল এবার বলুন।

রশীদ সাহেব আনিসের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন তোমার ভাইকে জিজ্ঞাসা কর। রহিমা ভাইয়ের দিকে তাকাতে আনিস বলল একেবারে জয় জয়া কার। মেহমানদের সবাই বলছিল রশীদ সাহেব বরাবরই জানতার কথার মানুষ—উপহার সম্বন্ধে তার মতামত আমাদের জানা ছিল কিন্তু তিনি যা মুখে বলতেন তা যে কাজের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করে এভাবে চমক লাগিয়ে দেবেন এটা কখনও ভাবিনি। হ্যাট্‌স অফ টু হিম। লাখ দুলাখ টাকার উপহারের লোভ সংবরণ করা চাট্টিখানি কথা নয়।

আনিস জিজ্ঞাসা করল উপহার প্রথার বিরুদ্ধে ত সংগ্রাম আরম্ভ করেছেন এবার আর কিছুর বিরুদ্ধে লাগবার ইচ্ছে আপনার আছে নাকি দুলা ভাই? রশীদ সাহেব বললেন আছে—এবার বিয়েতে খাওয়া দাওয়ার নামে যে প্রচুর অর্থ ব্যয় হয় তার বিরুদ্ধে লাগব ভাবছি। আজ-কাল জিনিসপত্রের যে দাম তাতে যে কোন বড় ধরণের বিয়েতে একমাত্র খাওয়া খরচেই ৬০/৭০ হাজার টাকা কোন ক্ষেত্রে লাখ টাকা ও ব্যয় হয়। এত টাকা খরচ করে অতিথি আপ্যায়ণের মধ্যে আমি কোন যুক্তি খুঁজে পাইনা। বরং সে টাকা ছেলেমেয়েদের ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য পুঁজি হিসাবে বা কোন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে দেওয়া অনেক ভাল মনে করি। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। পাকিস্তান আমলে একবার করাচী একটি আগাখানিদের বিয়েতে যোগ দেওয়ার সুযোগ হয়। গিয়ে দেখি অতিথীদের শুধু কোকা কোলা ও চিনাবাদাম খাওয়ান হলো। অনুষ্ঠানে শহরের গণ্যমান্য বহুলোক এসেছিল কিন্তু কেউ কোন সমালোচনা করলনা। এটাই নাকি তাদের মধ্যে রেওয়াজ।

www.pathagar.com

আগাখানীরা ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, তাই টাকার মূল্য তারা বুঝে। শুনলাম অতিথি আপ্যায়ণের বিরাট খরচের টাকা তারা ছেলে এবং মেয়েকে উপহার হিসাবে দিয়ে দেয় যেটা জীবন আরম্ভ করার ব্যাপারে তাদেরকে বেশ সাহায্য করে।

আমার মনে হয় খাওয়া দাওয়ার পিছনে আমরা যে বিরাট খরচ করি এটা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। ঐ টাকাটা ছেলেমেয়েদের দিয়ে দেওয়াই ভাল। যারা বিয়েতে নিমন্ত্রিত হবেন তারা সবাই আপন লোক, মনের টানেই আসবেন। আর বিবেচক লোক যারা, তারা খাওয়ার লোভে আসবেনা। আর ওরকম ভূড়িভোজের ব্যবস্থা না থাকলে দামী উপহার দেওয়ারও একটা মানাসিক তাগিদ কেউ বোধ করবেনা। তাই ভেবেছি এবার এ ব্যাপারে আন্দোলন আরম্ভ করব। আমাদের মত দরিদ্র দেশে যেখানে পশু সম্পদ খুব সীমিত, সেখানে এ অপচয় না করাই মঙ্গল। এ সম্পর্কে তোমার কি মত বল? উপস্থিত অনেকেই রশীদ সাহেবকে সমর্থন জানাল। এটাও আর একটা সামাজিক ব্যাধি বলে সবাই স্বীকার করল।

তখন রশীদ সাহেব আমেনা বেগমের দিকে তাকিয়ে বললেন কেমন এবার আমি জিতলাম ত?

আমেনা বেগম হেসে বললেন তুমিত সব সময়ই জেত। তোমাকে হারায় কে?

রশীদ সাহেব উত্তর দিলেন হাঁ বাইরে আমি বরাবরই জিতে থাকি, হারি শুধু মাঝে মাঝে তোমার কাছে, সে তোমার চোখের পানি আর করুণ চাহনির জন্যে। শুনে সবাই হেসে উঠল। আমেনা বেগমের রক্তিম গাল দুটো লজ্জায় আরও লাল হয়ে গেল।

---

www.pathagar.com

রাজনীতির নজরানা

বৎসর দুই আগে উলকায় চেপে চট্টগ্রাম যাচ্ছিলাম। ফাস্টক্লাসে উপরের সিটে এটাচীকেস ও ছোট সুটকেসটা রেখে আরাম করে বসে একটা সিগারেট ধরিয়ে প্লাট ফরমের বড় ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখলাম গাড়ী ছাড়তে আর কতক্ষণ দেরী। আরও প্রায় ১০ মিনিট আছে দেখে ভাবছিলাম গাড়ী ঠিক সময় ছাড়লে রাত আটটার মধ্যে চট্টগ্রাম পৌছে যাব। কিন্তু দিনকাল যা পড়েছে তাতে কোন কাজই এখন সময় মতো হয় না। অফিস আদালতে কেউ সময় মত আসে না। কোর্টের হাকিমেরা খাস কামরায় বসে গল্প করে, অনেকে আসামী পক্ষের উকিলের সঙ্গে খাস কামরায় বসে অনেক গোপন বিষয় লেনদেনের আলোচনা করে। এদিকে এগারটা বেজে যায়, উকিলেরা উসখুশ করে বিরক্ত হয়। তাদের কোর্টে আরও অনেক কেস আছে কিন্তু হাকিম এজলাসে উঠে না সাড়ে এগারটা বারটার আগে। উকিল মক্কেলেরা ভাবে বিচারের পিঠস্থানেই যদি এ ব্যাপার ঘটে তবে অন্যত্র বিচার আচার আর কি করে হবে?

সমাজের সবক্ষেত্রেই আজ যখন এ বিশৃঙ্খলা ট্রেনের ব্যাপারে অন্যরকম হবে কেন? ন'টার ট্রেন ক'টায় আসবে এ প্রশ্ন আজ আর হাসির ব্যাপার নয়—বাস্তব ব্যাপার। তাই ভাবছিলাম ট্রেন যদি ঠিক সময় না ছাড়ে আর পথে পথে দেরী করে সাড়ে নটা দশটায় পৌঁছে তবে যে আত্মীয়ের বাসায় উঠব ভেবেছি সেখানে পৌছে দেখব রাত্রের খাওয়া হয়ে গেছে। তখন এত রাত্রে পৌছে তাদের খানিকটা বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দেব ভেবে ভিতরে ভিতরে অস্বস্থি বোধ করছিলাম। পাকিস্তান আমলেও যে ট্রেন লেট হতো না এমন নয় তবে সবকিছু সীমার মধ্যে ছিল। এখন যেন সবকিছুই সীমা ছাড়িয়ে গেছে। সবাই যেন স্বাধীন, কেউ যেন কোন নিয়ম-কানুনের ধার ধারছে না—নিয়মকানুন না মানাটাই যেন স্বাধীনতা।

www.pathagar.com

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য ছিলাম। মুক্তি যুদ্ধের সময় সক্রিয়ভাবে জড়িত থেকে কাজ করেছি, তাই আজকে দেশব্যাপি অরাজকতার দায়দায়ীত্ব একেবারে এড়িয়ে যেতে পারি না। হাটে বাজারে গেলে গ্রামের লোক যখন জিজ্ঞাসা করে, সাব কি স্বাধীনতা আনছেন, প্রান যে যায় আমাদের? তখন উত্তর দিতে পারি না. বোবা হয়ে থাকতে হয়।

এর মধ্যে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম সাড়ে বারটা বেজে গেছে। রাইট টাইম পার হয়ে গেছে। কিন্তু গাড়ী ছাড়ার লক্ষণ দেখছি না। মনে মনে বিরক্ত হয়ে গাড়ী থেকে নেমে গার্ডকে জিজ্ঞাসা করলাম গাড়ী ছাড়তে দেরী হওয়ার কারণ কি? গার্ড বল্‌ল একজন মিনিস্টার এট্রেনে ঘোড়াশাল সার কারখানা দেখতে যাবে, তার জন্য ট্রেন একটু লেট করছে। শুনে মেজাজটা খিঁচড়ে গেল। এত লোকের অসুবিধা করে মিনিস্টারের জন্য ট্রেন দেরী করবে একি কারবার স্বাধীন দেশে। পৃথিবীর অনেক জায়গায় গিয়েছি কিন্তু মন্ত্রীর জন্য এভাবে জনসাধারণকে ভূগতে কোথাও দেখিনি। আজকাল প্রায়ই চাকার রাস্তায় দেখি প্রেসিডেন্টের গাড়ী যাবে তাই সার্জেন্ট কোন বিশেষ রাস্তা কতক্ষণের জন্য বন্ধ করে দিয়েছে। অনেক সময় ২০।২৫ মিনিট ও এক নাগাড়ে রাস্তা বন্ধ রাখা হয় এই আস্‌ছে—এই আস্‌ছে বলে। এ সময় হয়ত কত মুমূর্ষ রোগীকে আত্মীয় স্বজন প্রাইভেট গাড়ী বা রিকসা করে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু তখন প্রেসিডেন্ট সাহেব বা কোন ভি, আই, পি এর জন্য রাস্তা বন্ধ হয়ে আছে যেটা মুমূর্ষ ব্যক্তির জন্য মারাত্মক হতে পাবে।

এসব ভেবে মনটা খারাপ হয়ে গেল। মনে মনে মন্ত্রীর চৌদ্দ পুরুষের শ্রাদ্ধ করে বিরস মুখে গাড়ীতে ফিরে এলাম, এসময় দেখি দু'তিন জন আরদালী বেয়ারা নিয়ে মন্ত্রী সাহেব এসে হাজির হলেন এবং খানিকটা দূরে একটা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কামরায় উঠে পড়লেন। বেশ দূরেও ভীরের মধ্যে বলে মন্ত্রী বাহাদুরকে চিন্‌তে

www.pathagar.com

পারলামনা। যাই হউক গাড়ী ছাড়তেই হাফ ছেড়ে বাঁচলাম। এবার কামরায় যে সব প্যাসেঞ্জার আছে তাদের দিকে তাকাতে তাকাতে দেখি এক কোণায় আমার পরিচিত এক ভদ্রলোক বসে পত্রিকা পড়ছেন। এতক্ষণ পত্রিকার আঁড়ালে তার মুখ ঢাকা ছিল বলে চিনতে পারিনি। এখন দেখলাম কুমিল্লার বদরপুর এলাকার প্রাক্তন এমপি হোসেন আহমদ সাহেব বসে আছেন।

কি খবর? বহুদিন পরে দেখা-কেমন আছেন বলে তার পাশে গিয়ে বসলাম। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে হাত মিলালেন। তারপর দেশের বর্তমান হালচাল সম্পর্কে আলাপ আরম্ভ করলাম। তিনি সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ থেকে প্রাদেশিক পরিষদের মেম্বার হয়েছিলেন। তিয়াত্তরের নির্বাচনেও জাতীয় পরিষদের মেম্বার হয়েছিলেন। পরে ধানের শীষের কাছে হেরে গেলেন। এবার '৮৬ সনে আবার নির্বাচনে আসছে--দাঁড়াবেন কিনা জিজ্ঞাসা করতেই তিনি দু'হাত দিয়ে দুই কানের প্রান্ত ছুঁয়ে বললেন অনেক আগেই শপথ করেছি আর নয়—পার্টি কর্মীদের ও আমার এলাকার বিভিন্ন রাজনৈতিক ছোট বড় নেতাদের গত দুই ইলেকশনে যে মনোবৃত্তির পরিচয় পেয়েছি তাতে আমার রাজনীতির উপরই ঘৃণা ধরে গেছে।

নিঃস্বার্থভাবে দেশের কাজ করব, নিজের অমূল্য সময়—স্বাস্থ্য নষ্ট করব তারপরেও এলাকার সবাইকে তোয়াজ করতে হবে। চুরি চামারি করে যেভাবে হউক কর্মীদের চা সিগারেটের খরচ জোগাতে হবে এত আর পারা যায়না। তাই এবার নির্বাচনের খুরে প্রণাম।

আমি একটু অবাক হয়ে গেলাম তার কথার মধ্যে তিক্ততার পরিমাণ দেখে, বললাম এব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতাও কম নয়, মনের জ্বালায় আমি ও কম জ্বলছিনা, তবে আপনার এলাকার স্বরূপটা না জানলে কার জ্বালাটা বেশী বুঝতে পারছিনা। আমিও সামনে রাজনীতি করব কিনা গভীরভাবে ভাবছি। আপনার অভিজ্ঞতা

www.pathagar.com

খানিকটা বলুন দেখি তুলনামূলকভাবে আপনার আমার এলাকার মধ্যে তফাৎ কতখানি বুঝতে পারব—এতে দেশের সার্বিক অবস্থারও আন্দাজ পাওয়া যাবে।

হোসেন সাহেব হাসতে হাসতে বললেন এতই যখন আগ্রহ করে শুনতে চাচ্ছেন বলছি। নির্বাচন করতে গেলে এলাকার ফন্দিবাজ অনেক কর্মী দোকানদার টাউটরা প্রায়ই প্রার্থীর অসহায়ত্বের সুযোগ নিতে সর্বদা কি ভাবে চেষ্টিত থাকে এবং সুযোগ পেলেই নেয় সে অভিজ্ঞতা বলছি।

'৭৩ এর নির্বাচনের কিছুদিন আগে একদিন এলাকার এক কাজে কুমিল্লার ডি, সির অফিসে গিয়ে কাজ সেরে খুব সাবধানে চারিদিকে চেয়ে একটি চায়ের দোকানে ঢুকে পড়লাম। অনেকক্ষণ ক্ষিধের জ্বালায় পেট চোঁ চোঁ করছিল কিছু খেতে হবে। কিন্তু খেতে যাওয়ার সুযোগ কোথায়? সর্বক্ষণ স্থানীয় আওয়ামী লীগ কর্মীরা, আমার এলাকার বহু মানুষ যারা নানা কাজকর্মে সদরে এসেছে তারা সর্বক্ষণ আঠার মত সংগে লেগে রয়েছে। কোথাও কোন দোকানে খাওয়ার জন্য ঢুকলে এরা সবাই ঢুকে পড়বে আর দোকানদার হাসিমুখে আমার কোন প্রকার আদেশের অপেক্ষা না করে সবাইকে কেক মিষ্টি পরিবেশন করতে থাকবে। আর শেষ পর্যন্ত এই বিল আমাকেই পরিশোধ করতে হবে।

তাই চারিদিকে তাকিয়ে সবার দৃষ্টি এড়িয়ে চোরের মত একটি চায়ের দোকানে হঠাৎ ঢুকে পড়লাম, ভাবলাম সবার দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পেরেছি, এবার একটু স্বস্তিতে বসে একলা একলা কিছু খেতে পারব। দোকানদারকে ডেকে সবে অর্ডার দিতে যাচ্ছি এমন সময় দোকানের সমনের পর্দা সরিয়ে এক ব্যক্তি ঢুকেই লম্বা সালাম দিয়ে জিজ্ঞাসা করল বড় মিয়া কবে বাড়ী এসেছেন? বুঝতে পারলাম এত চেষ্টার পরও আমি সবার চোখকে ফাঁকি দিতে পারিনি। কেউ না কেউ আমাকে দেখে ফেলেছে এবং এখনই খবরটা দশ/

www.pathagar.com

বিশজনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে. ফলে খবরাখবর জিজ্ঞাসার উছিলায় সবাই এখানে এসে হাজির হবে। বাস্তবেও তা ঘটল—প্রথম জন প্রবেশের পর পরই ১০/১৫ জন একের পর এক সালাম দিয়ে বড় মিয়া কেমন আছেন, কবে এসেছেন জিজ্ঞাসা করেই বসে পড়তে লাগল। আমি বিরক্তি যথাসাধ্য চেপে রেখে সংক্ষেপে তাদের কথার উত্তর দিয়ে দোকানদারকে বললাম আমাকে দুটো সিংগাড়া আর এক কাপ চা দাও। অন্যদের কিছু দেওয়ার কথা বললাম না। তথাপি দেখলাম দোকানদার প্রত্যেকের সামনে বড় পিরিচে করে দুটো বড় বড় মিষ্টি দুই পিস করে কেক, দু'টো করে সিংগাড়া দু'টো করে মনসুরা রেখে দিল। পরিস্থিতিটা এমনই নাজুক যে আমার পক্ষে নিষেধ করার কোন উপায় নেই। সবাইর টাকাটা যে আমাকেই দিতে হবে এমন কোন লিখিত নির্দেশ নেই। কিন্তু যেহেতু আমি জননেতা, এম, পি এবং আমাকেই উপলক্ষ করে তারা দোকানে ঢুকেছে এবং খেয়েছে তাই পুরো খরচই আমাকে দিতে হবে—এটাই নিয়ম।

এই অভিজ্ঞতা এর পূর্বেও আমার হয়েছে। নির্বাচনের পূর্বে এবং পরে যখনই আমাদের গ্রামের বাজারে বা নিকটবর্তী গঞ্জে কোন দোকানে বসেছি সেটা কাপড়ের দোকানই হউক বা স্টেশনারী দোকানই হউক ১০/২০ জন করে দশ পনরো মিনিটেই ৫০/৬০ জন লোক জমে যেত। নির্বাচন বা স্থানীয় কোন সমস্যা সম্পর্কে উপস্থিত লোকজনের সংগে যখন আলাপ করছি তখন দেখতাম খানিকটা পরেই মিষ্টির দোকান থেকে ছোট ছোট রেকাবীতে দুটো দুটো ছোট আকারের মিষ্টি প্রত্যেকের হাতে বিতরণ করা হচ্ছে। এর দামটা যে শেষ পর্যন্ত আমাকেই দিতে হবে এটা আমি প্রথমে বুঝতামনা। আমার ধারণা হতো যে দোকানে বসেছি সে দোকাদের মালিকই বোধ হয় আমাকেও আমার সংগের ২/৪ জনকে নিজ থেকে আপ্যায়ন করছে। পরে যখন দেখতাম দোকানে ঠাসাঠাসি করে স্থানীয় বয়স্ক যুবকদের মধ্যে যতজন বসেছে সবারই হাতে মিষ্টি দেওয়া হচ্ছে তখন দোকানদারের বদান্যতা ও আমার প্রতি তার আনুগত্য ও ভালবাসা

www.pathagar.com

দেখে আশ্চর্য হয়ে ভাবতাম লোকটির আজ অনেক টাকা খরচ হয়ে যাবে। যা হউক দোকানে আলাপ আলোচনার পর যখন বেরিয়ে আসতাম দোকানের মালিক কানে কানে বলে দিত ৬৬ টাকা ১০ আনা। তখন অবাক হয়ে যেতাম এদের টাকা উসুলের ফন্দি দেখে। এতক্ষণ যেটাকে মনে করেছি আন্তরিক আতিথেয়তা সেটাই দেখলাম আমার খরচে বাজারের আর দশ জনকে আপ্যায়ন করে নিজের নাম কেনা এবং দোকানের পসার বাড়ানোর অদ্ভুত ফন্দি।

এমপি হওয়ার পূর্বে এবং পরে গ্রামাঞ্চল, থানা ও জেলা শহরে বিভিন্ন ধরণের মানুষ ও কর্মীদের সংগে মিশে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তা হ'লো টাকা ছাড়া এদেশে রাজনীতি করা সম্ভব নয়। এখানে অনেকদিন থেকে কর্মীরা দেখে আসছে নেতারা পাবলিক ফাণ্ড থেকে পাঁচ হাজার টাকা মারবে—তার থেকে দু'হাজার নিজে রেখে বাকি তিন হাজার কর্মীদের মধ্যে বেটে দেবে এবং কর্মীরা নেতার নামে জয়ধ্বনি দিবে। কিন্তু নেতা এক পয়সা নিজেও খাবে না এবং কাউকে এক পয়সা দেবেওনা এটা বর্তমান রাজনীতিতে অচল।

দোকানদার আজ যখন আমার লোকজনের সামনে প্লেট ভর্তি নাস্তা পরিবেশন করছিল তখন ভিতরে ভিতরে আমার গা জ্বালা করলেও ভদ্রতার খাতিরে কিছু বলবার উপায় ছিলনা—কারণ পয়সাটা আমাকেই দিতে হবে এমন তো কথা নেই। নাস্তা দিতে নিষেধ করলে কেউ যদি ফস করে বলে বসে যে আমাকে নাস্তা দিচ্ছে দোকানদার—পয়সা আমি দেব—আপনি নিষেধ করবার কে? এ সামান্য কয়টাকা দেওয়ার ক্ষমতা কি আমার নেই? আমাদেরকে আপনি ভাবেন কি? একথা বলে বসলে দোকানে এতগুলি লোকের সামনে আর আমার মান ইজ্জত থাকবেনা।

তাই সবকিছু বুঝেও আমাকে চুপ করে থাকতে হত। এটাতো স্থির নিশ্চিত যে কেউ একটি পয়সাও দেবেনা, খেয়েদেয়ে

www.pathagar.com

গল্প করতে করতে বেরিয়ে পড়বে। দুর্ভাগ্যবশতঃ শুধু চা নাস্তাতেই এর শেষ নয়। এরপরে আসবে পান। পানের কথা দোকানদারকে বলতে হয় না। চায়ের দোকানের পাশেই ছোট একটি পানের দোকান থাকে। বিনা অর্ডারেই সেখান থেকে ইয়া বড় বড় সাইজের পান ভর্তি একটি থালা এসে হাজির হয়। যখনকার কথা বলছি সেটা ১৯৭২ সালের প্রথম ভাগ। তখন পানের দাম ছিল খিলি চার আনা করে এখন বোধ হয় ১ টাকা কি দেড় টাকা হবে। পানটা যেহেতু অন্য দোকান থেকে এসেছে (দুটি দোকানের মালিকানা একজনের ও হতে পারে) তাই তার দামটা সংগে সংগে দিয়ে দিতে হতো। দাম শুনেই চক্ষু চড়কে উঠতো। বড় থালাতে করে পান আসত এবং আসার সংগে সংগে গোগ্রাসে সবাই মুখে পুরে দিত, কেউ কেউ দু'টো করে ও মুখে তুলে দিতে দ্বিধা করতো না। মানা করবার উপায় নেই। দুএক মিনিটের মধ্যেই পান ফুরিয়ে যাবার পর সময় সময় দেখা যেতো দুচারটি কম পড়েছে। এবং চারটি পান দিতে বললে পান দোকানদার সেখানে আট দশটি সরবরাহ করতে কসুর করতো না এবং বলা নিষ্প্রয়োজন যে সবগুলির সদ্ব্যবহার হ'য়ে যেতো। তখন পানের বিলই আসতো সাত আট টাকা অর্থাৎ আজকের দিনের ৬০।৭০ টাকা, শুনে মাথার চাঁদি পর্যন্ত গরম হ'য়ে যেতো। কিন্তু এতগুলো লোকের সামনে মান হারাবার ভয়ে কিছু বলবার উপায় ছিলনা। হাসিমুখে পকেট থেকে টাকাটা বের করে দিতে হতো। নাস্তার ব্যাপারেও লক্ষ্য করেছি কারো প্লেটে কিছু পড়ে নেই — দোকানদারের দেওয়া সবটাই নিঃশেষে সবাই গলাধকরণ করেছে। ভদ্রতা করে কেউ কিছু ফেলে রাখেনি, বোধ হয় দোকানদার সবাইকে দুই প্লেট করে দিলেও পুরোটা সদ্ব্যবহার করতে কেউ কসুর করতো না। যাই হউক দোকানদার যখন দাম চাইল তখন বাড়তি এক গ্লাস পানি খেয়ে ধাক্কাটা সামলে নিলাম—ছিয়াশি টাকা বারো আনা আজকের টাকার দাম অনুযায়ী প্রায় বারশ টাকা।

এধরনের আরও অভিজ্ঞতার পর এ সিদ্ধান্তে এসেছি যে বর্তমান সামাজিক ও মূল্যবোধের প্রেক্ষিতে চোর, বাটপার, কালোবাজারী

www.pathagar.com

ছাড়া সৎলোকের জন্য রাজনীতি নয়। এবার বলুন আপনার এলাকার অবস্থাটা কি রকম? হোসেন সাহেবের কথা শুনতে শুনতে পুরানো দিনের ভুলে যাওয়া অনেক তিক্ত স্মৃতি স্মরণে এসে মনটাকে ভারী করে দিচ্ছিল—সবখানেই দেখলাম একই অবস্থা। বললাম ওয়াজেদ আলীর ভারতবর্ষটা পড়েছেন? সর্বত্র একই ট্রেডিশন চলছে। এক দেশে দু'রকম ব্যাপার কি করে হবে। এর মধ্যে ট্রেন কুমিল্লা স্টেশনে ঢুকছে দেখে হোসেন সাহেব ব্যাগটি হাতে নিয়ে নামবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। বললেন আপনি যদি এবার নির্বাচনে দাঁড়ান আমাকে জানাবেন—সুযোগ পেলে আপনার এলাকাটা একবার দেখে আসব।

বললাম নিশ্চয় নিশ্চয়—সরেজমিনে দেখে তুলনা করাই ভাল।

---

www.pathagar.com

বিড়াল সমাচার

কয়েকদিন পূর্বে প্রখ্যাত আইনজীবি আমিনুল হকের চেম্বারে বসে গল্প করছিলাম। লক্ষ্য করলাম আমার সঙ্গে গল্প করতে করতে আমিনুল হক মাঝে মাঝে বাঁ পাশে তাকাচ্ছিল এবং কথা বলতে বলতে অন্য মনস্ক হয়ে কথার খেই হারিয়ে ফেলছিল। আমি সেদিকে মাঝে মাঝে তাকিয়ে তার লক্ষ্যবস্তু কি বুঝতে চেষ্টা করছিলাম। দেখলাম সেখানে একটি সাদা বড় বিড়াল শুয়ে আছে। তার পেটের মাঝখানটা খানিকটা লাল দেখাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল অনেকটা যায়গায় যেন লোম উঠে গেছে। আমি মনে করলাম বিড়ালটির ঐ যায়গায় বোধ হয় কোন মারাত্মক ক্ষত হয়েছে তাই খুব আদরের বিড়ালের কষ্ট হচ্ছে দেখে মালিকের খারাপ লাগছে—ফলে কথা বলতে গিয়েও সে বারবার অন্য মনস্ক হয়ে যাচ্ছে। খানিকক্ষণ পরে কোন ফাকে বিড়ালটি উঠে এসে আমাদের দু'জনের মাঝখানের টেবিলের নীচে আশ্রয় নিতেই আমিনুল হক হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে হৈচৈ আরম্ভ করল এবং চাকরের নাম ধরে ডাকাডাকি করল। তার দুইজন জুনিয়ার ও এতক্ষণ আলোচনা শুনছিল এবং লক্ষ্য করছিলাম তারাও মাঝে মাঝে শায়িত বিড়ালটির দিকে আড় চোখে খানিকটা শঙ্কাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল।

আমি এতক্ষণ ধরে ব্যাপারটার আগামাথা কিছু বুঝতে পারছিলাম না। এখন আমিনুল হক হৈচৈ করে উঠায় খানিকটা বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম ব্যাপার কি বলতো, তোমরা একটা বিড়াল নিয়ে এত হৈচৈ করছ কেন? আমিনুল হক তখন বলল ভাই সাহেব আজ দুপুরে বিড়ালটার লাইগেশান করা হয়েছে তাই বিশী নড়াচড়া করলে বা ঘরের বাইরে গেলে কোন কিছুর সঙ্গে খোঁচা লেগে রক্তপাত আরম্ভ হতে পারে এই ভয়ে বিচলিত হচ্ছি। আমি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম কি বললে বিড়ালের লাইগেশন

www.pathagar.com

করিয়েছ? এরূপ ব্যাপার তো আর কখনো শুনিনি। আমিনুল হক তখন বলল এ আপনাদের বউয়ের কাণ্ড। শুধু লাইগেশন করা নয়—দস্তুর মত বাসায় ডাক্তার ডেকে করানো হয়েছে। শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলাম কি বড়লোকি ব্যাপার! বললাম তা হলে তো কয়েক্শ টাকা খরচ হয়েছে কত খরচ করেছ বলতো? আমিনুল হক বলল তা জানিনা তবে মোটা টাকা খরচ হয়েছে সেটা ঠিক।

তার কথা শুনে আমার নিজের বাসার কথা মনে হলো। আমার স্ত্রীর ও বিড়াল প্রীতি দারুন রকমের। ছোট বেলা থেকেই সে বিড়াল নিয়ে খেলা করতে ভালোবাসত। বিয়ের পর থেকেই আমি তাকে দেখেছি সুন্দর বিড়াল বিশেষতঃ লেজ ফোলা বিড়াল সংগ্রহ করার সখ তার খুব বেশী। কোথায়ও সুন্দর বিড়ালের বাচ্চা দেখলে আমি অনেক সময় গাড়ী করে নিয়ে এসে তাকে উপহার দিতাম। দেখতাম একটা দামী শাড়ী দিয়ে তাকে যতটা না খুশী করতে পেরেছি একটা বিড়ালের ছানা দিয়ে তার চাইতে অনেক বেশী আনন্দ দিতে পেরেছি। বিড়াল প্রীতি আমার নিজের তেমন নেই। ছোট বিড়াল যখন কোন গোল জিনিস পেলে থাবা মেরে সেটাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে পরক্ষণে তার উপর যেভাবে লাফিয়ে পড়ে আর এভাবে লাফাতে লাফাতে সেটা নিয়ে যেভাবে খেলা করে তা সত্যিই দেখবার মত। বিড়ালের বাচ্চার স্বভাবই হলো কোন একটা কিছুকে থাবার মধ্যে নিয়ে হুটো পুটি করে খেলা করা। তেলেপোকা নিয়ে বিড়ালের বাচ্চা যখন খেলা করে সেটা দেখতে ভারি ভাল লাগে। তেলে পোকাটিকে সঙ্গে সঙ্গে মেরে ফেলনা। তেলেপোকাটা যখন ছুটে পালাতে চেষ্টা করে তখন বিড়ালের বাচ্চা দ্রুতগতিতে সামনে গিয়ে পথ আটকায়। পোকাটা স্তব্ধ হয়ে যখন দাঁড়িয়ে থাকে তখন থাবা দিয়ে তাকে সামনে বা পাশের দিকে ঠেলে দেয়। পোকাটা আবার তখন ছুটতে থাকে এবং বিড়ালের বাচ্চা ও বিদ্যুতগতিতে সামনের দিকে লাফিয়ে পরে তার পথ আটকায়। এভাবে তেলেপোকাকে নিয়ে বিড়ালের বাচ্চারা খেলা করে যতক্ষণ না তেলে পোকাটা নির্জীব হয়ে মৃত্যু বরণ করে।

www.pathagar.com

দুটো বিড়ালের বাচ্চা যখন একসঙ্গে খেলা করতে গিয়ে একটার উপর আর একটা লাফিয়ে পড়ে পুটো পুটি করতে থাকে তখন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে আমার বেশ ভালো লাগে। সব প্রাণীর বাচ্চাদের খেলার মধ্যে একটা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য আছে। তবে সব চাইতে সুন্দর লাগে বিড়ালের বাচ্চাদের খেলা। বিড়ালের বাচ্চাদের স্বভাবই হলো কোন একটা কিছু ঝুলতে থাকলে সে মেয়েদের আচলই হোক, পুরুষের পরিধেয় বা একটা সুতাই হোক তার উপর থাবা মারা। সে থাবা মারার সময় লক্ষ্যবস্তুটার দিকে বাচ্চাটা এমনভাবে তাকাবে যেন মনে হবে শিকারের দিকে তার অখণ্ড মনোযোগ রয়েছে, থাবার আঘাতে বস্তুটি এদিক ওদিক দোলার সঙ্গে সঙ্গে বিড়ালের উজ্জল চোখ দুটি ও তাকে অনুসরণ করে দুলতে থাকে। এভাবে থাবা মারা চলতে থাকে যতখন না পরিধেয়ের অধিকারী বিরক্ত হয়ে কাপড় গুটিয়ে নেয় কারণ বিড়ালের থাবার ছোট ছোট নখরের আঘাতে কাপড় ছিড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। অনেক সময় থাবা মারাটা একটু উঁচু পর্যন্ত উঠলে নখরের আঘাতে ব্যাথাও পাওয়া যায় তখন জোরে পায়ের ধাক্কায় বিড়ালের বাচ্চাটিকে সারিয়ে দিতে হয়। এদের থাবা মারার কৌশল ও প্রকৃতি দেখে আমার বাঘের থাবা মারার কথা মনে পড়ে। বাঘ ও তার শিকারকে এভাবে থাবার আঘাতে ভূলুন্ঠিত করে মুখে তুলে নিয়ে গভীর জঙ্গলে অন্তর্হিত হয়। বিড়াল যেভাবে অবলীলাক্রমে ইঁদুরকে মুখে নিয়ে ঘরময় ঘুরে বেড়ায় অমিত শক্তির অধিকারী বাঘও তেমনি মানুষ, হরিণ প্রভৃতিকে মুখে নিয়ে বিদ্যুত গতিতে ছুটতে থাকে, কোন রকম ক্লান্তি বোধ করে না। শিকার ধরার প্রস্তুতি ও পরে শিকারের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ার কৌশল বাঘ ও বিড়ালের সম্পূর্ণ একরকম। বিড়ালের হাটা চলা নিঃশব্দ পদক্ষেপ দ্রুতগতি, শিকারের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখা এবং উপযুক্ত সময় শিকারের ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়ার কৌশল, বাঘের স্বভাবে সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। দুটি প্রাণীই একই প্রজাতির কিন্তু হাজার যত্ন করে খাওয়ালেও বিড়াল কখনোই বাঘের উচ্চতা পাবে না। দুটি প্রাণীই একই স্পেসিজের হলেও জেনেটিক দিক থেকে কোথায় ও সামান্য

www.pathagar.com

পার্থক্য রয়েছে যার ফলে ছয় মাসের মধ্যে বাঘের বাচ্চা প্রায় তিন-ফুট উচ্চতালাভ করে আর বিড়াল নয় দশ ইঞ্চির বেশী উঁচু হয় না। বাঘ আর বেড়ালের এ প্রকৃতিগত পার্থক্যের কথা গভীরভাবে ভাবতে গিয়ে মানুষের সম্বন্ধেও আমার মনে একটা চিন্তা এসেছে সেটা হলো পৃথিবীর সব মানুষ কি এক? অর্থাৎ সব মানুষ কি জেনেটিক দিক থেকে সম্পূর্ণ একপ্রকার? তা হলে আফ্রিকার বান্টু জাতি আড়াই ফুট, তিন ফুটের বেশী উঁচু হয় না কেন? আমেরিকানদের স্বাভাবিক উচ্চতা সাড়ে পাঁচফুট থেকে ছয়ফুট আর মঙ্গোলিয়ানদের স্বাভাবিক উচ্চতা পাঁচফুট থেকে সাড়ে পাঁচফুট। পৃথিবীর সব মানুষের আকৃতি এক রকম অর্থাৎ সবারই দুটি পা, দুটি, হাত দুটি চক্ষু, একটি মাথা, হাতে, পায়ে দশটি করে আঙ্গুল হলেও সব মানুষের উচ্চতা, চেহারা, গায়ের রং যেমন এক নয় তেমনি স্বভাব, মেধা, মস্তিষ্ক, জ্ঞান বোধশক্তি ও এক নয়। প্রকৃতিগত ভাবেই একজাতি (Race) থেকে আর এক জাতির কিছুটা পার্থক্য রয়েছে।

কলেজে পড়ার সময় এবং তার কিছুকাল পরে ও মার্কসিস্ট দর্শনের গুণে আমার ধারণা ছিল পৃথিবীর সব দেশের সব মানুষই এক। জন্মের সময় একই মূলগত গুণাগুণ নিয়ে জন্মায় পরে পারিপার্শ্বিকতার কারণে বিভিন্ন রকম হয়ে যায়। তখন আমি লাইশেঙ্কোর থিওরীর খুব ভক্ত ছিলাম যার দর্শনের মূল কথা হলো সব মানুষই মূলগত ভাবে এক স্বভাব নিয়েই জন্মায়, পরে বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকতায় ও শিক্ষার কারণে তারা বিভিন্ন রকমের স্বভাব নিয়ে গড়ে উঠে। কলেজ ছাড়ার পর ও বেশ কিছুদিন আমি এই থিওরীতে বিশ্বাস করতাম কিন্তু পরে বিভিন্ন মানুষের সংস্পর্শে এসে, বিভিন্ন ধরণের বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভের পর আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে পৃথিবীর সব মানুষ নামে এক প্রজাতির হলেও জেনেটিকালি পুরোপুরি এক নয়। কিছুটা পার্থক্য রয়েছে যেটা মৌলিক—এক পারিপার্শ্বিকতায় থাকলেও যা ঘুচবার নয়। মন মানসিকতা, মেধা চিন্তা শক্তি ও আচরনের দিক থেকে সে পার্থক্য পরিদৃষ্ট হতে বাধ্য।

www.pathagar.com

আমার এক কম্যুনিস্ট বন্ধুর সঙ্গে এ ব্যাপারে অনেক তর্ক হয়েছে। তার বক্তব্য হলো সব মানুষই মোটামুটি একই স্বভাব নিয়ে জন্মায় পরে পরিবেশের গুণে তারা ভিন্ন রকম হয়ে যায়। আমি তাকে কুকুর বেড়াল ও কলাগাছের উদাহরণ দিলাম। বললাম সব কুকুর দেখতে মোটামুটি এক চেহারার হলে ও আলসেশিয়ান ও আমাদের দেশী কুকুরের মধ্যে স্বভাবে মেজাজে আসমান জমিন পার্থক্য। আলসেশিয়ানের জন্মগতভাবে ঘ্রানশক্তি আমাদের দেশী কুকুরের চাইতে অনেক বেশী, উচ্চতা আকারেও দেশী কুকুরের চাইতে অনেক বড় হবে। দেশী কুকুরকে হাজার খাওয়ালেও সে আলসেশিয়ানের মত অত বড় হয় না। মালিকের প্রতি আনুগত্য আলসেশিয়ানের অনেক বেশী। দেশী কুকুর পেট ভরা থাকলেও সামনে ময়লা পেলেই মুখে দেবে কিন্তু আলসেশিয়ান তিনদিন উপোষ থাকলেও ময়লায় মুখ দেবে না।

এরপর তাকে বিড়াল ও বাঘের উপমা দিয়ে কলা গাছের উপমা দিলাম। বললাম সব কলাগাছই দেখতে মোটামুটি এক। কিন্তু আটিয়া কলাকে যদি সাগর কলার দেশ মুন্সিগঞ্জে রোপণ করে ভালরকম সার দিয়ে গোড়াতে গোলাপ জল ঢাললেও তাতে বীচি হবেই, আর মুন্সিগঞ্জের সাগর কলাকে যদি চট্টগ্রামের পাহাড়িয়া এলাকায়ও রোপণ করা যায় তবে মিষ্টত্ব ও মসৃণতা একটু কম হলেও বীচি তাতে জন্মাবে না। প্রতিকূল আবহাওয়া ও বিরুদ্ধ পরিবেশের ফলে তার মৌলিকত্ব বিশেষ ক্ষুণ্ণ হবেনা। তাই সব কলা গাছ দেখতে একরকম হলেও জেনেটিক থেকে এক নয়। একথা সব কলা গাছের ক্ষেত্রে অল্প বিস্তর খাটে। এসব যুক্তি আমার কম্যুনিস্ট বন্ধু প্রথম প্রথম না মানলেও পরে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মানতে বাধ্য হয়েছিলেন।

মানুষের ক্ষেত্রে এ পার্থক্যের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে উদাহরণ হিসাবে তাকে বাংগালী ও পাঠানদের মন-মানসিকতার কথা বললাম। তাকে বলেছিলাম একজন পাঠানকে অপমানজনক কথা বললে সে সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের মায়া না করে বন্দুক নিয়ে সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ

www.pathagar.com

হবে। তার কথা হলো, "ইজ্জাত আগার নেহি রাহে তো জানকা কেয়া সাওয়াল?" (সম্মানই যদি না রইল তবে প্রাণে বেঁচে লাভ কি) আর বাংগালী একজনকে মাটিতে ফেলে দশটা লাথি দিয়ে ছেড়ে দিলেও সে উঠে দাড়িয়ে পাছার ধুলা ঝাড়তে ঝাড়তে বলবে, যাক বাবা, প্রাণে তো বেঁচে গেলাম। এ থেকেই বাংগালী আর পাঠানের মনমানসিকতার তফাৎ দেখে তাদের জেনেটিকে যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে তা অনুমান করা যায়। পাঠানরা সাধারণত একজনকে কথা দিলে প্রাণপণে সে কথা রক্ষার চেষ্টা করে আর বাংগালীদের মধ্যে কথা বা সত্য রক্ষার জন্য প্রাণপাতকারীর সংখ্যা অতীব বিরল।

পশ্চিম ভারতের রাজপুত আর পাঠানরাও একই জাতি গোষ্ঠী বা একই রেসের লোক। পাঠানরা ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হয়ে যায় আর রাজপুতরা হিন্দুই থেকে যায়। ধর্মান্তরের মারফত পৃথক হলেও পাঠান ও রাজপুতদের মধ্যে মনমানসিকতায় এখনও অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখা যায়। পাঠানদের মত রাজপুতদেরও আত্মমর্যদা বোধ অত্যন্ত-প্রখর, শত্রুর সাথে লড়াইতে বিশেষ কতগুলি নীতি পালনকে পাঠানদের মতই তারা ধর্মীয় অঙ্গ হিসাবে অবশ্য পালনীয় মনে করে। এসম্পর্কে আমি আমার বন্ধুকে একটি ঘটনার উল্লেখ করেছিলাম। পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি থেকে শেষ পর্যন্ত ঢাকা ক্লাবের সেক্রেটারী ছিলেন আর, এফ, জামান নামে এক ভদ্রলোক। আর, এফ, জামান মানে রানা ফখরুজ্জামান। একবার তার বাসায় বেড়াতে গিয়ে দেখি তার ড্রইং রুমের এক কোনায় কয়েক রকমের বিভিন্ন ধরনের রাইফেল সাজানো রয়েছে। তাকে বললাম এত ধরনের রাইফেল দেখে মনে হচ্ছে আপনার শিকারের খুব সখ রয়েছে এখনও শিকার করেন না কি? তিনি ম্লান মুখে বললেন হ্যাঁ আগে খুব সখ ছিল এখন শিকার ছেড়ে দিয়েছি। কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি অত্যন্ত বেদনা ভারাক্রান্ত কন্ঠে যে ঘটনাটা বললেন তা আজও আমি ভুলতে পারিনি। তিনি বললেন আমার নামের প্রথম শব্দ রাণা দেখেই বুঝতে পারছেন আমরা আগে রাজপুত ছিলাম পরে মুসলমান হয়েছি। মুসলমান হলেও রাজপুতদের মধ্যে

www.pathagar.com

প্রচলিত পুরান ঐতিহ্য রীতিনীতি আমরা এখন ও মেনে চলি। আমার ছোট্ট বেলা থেকেই শিকারের খুব সখ ছিল এবং এ জন্য বিভিন্ন আকারের ও বিভিন্ন বোরের অনেক রাইফেল আমি সংগ্রহ করেছিলাম। রাজপুতনায় আমাদের বাড়ী, সেখানে পাহাড়ে সিংহ পাওয়া যায়। একদিন পাহাড়ে সিংহ শিকার করতে গিয়ে ঘুরতে ঘুরতে আমি হঠাৎ দেখতে পেলাম একটি সিংহী দুটো বাচ্চা নিয়ে খেলছে। সিংহী আমার দিকে পিছন ফিরে ছিল বলে আমাকে দেখতে পায়নি। আমি সিংহীটাকে দেখতে পেয়ে বন্দুক তুলে তৎক্ষনাৎ গুলি করে দিলাম। গুলি করে দিতেই সিংহীটা মাটি থেকে তিন চার হাত উচুঁতে লাফিয়ে উঠে মাটিতে পড়ে এমন ভাবে আর্তনাদ করে কাঁদতে লাগল যে আমি ভয়ে বিস্ময়ে এতটুকু হয়ে গেলাম। আমাদের রাজপুতদের মধ্যে প্রচলিত নিয়ম এই যে কোন শত্রুকে তার অজ্ঞাতে পিছন থেকে আঘাত করতে নেই। তাকে সতর্ক করে দিয়ে আত্মরক্ষার সুযোগ দিতে হবে। এটাই বীরের ধর্ম। সিংহ শিকারের ব্যাপারেও নিয়ম হলো তাকে সামনাসামনি আক্রমণ করতে হবে। পিছন ফিরে থাকলে রীতি হচ্ছে একটি পাথরের ছোট টুকরো ছুড়ে দিয়ে সে আমার দিকে ঘুরে দাঁড়াবার সুযোগ দিতে হবে। কিন্তু আমি সিংহীকে সে সুযোগ না দিয়েই আমাদের রাজপুতদের মধ্যে প্রচলিত নিয়ম ভঙ্গ করে তাকে গুলি করে দিয়েছি। আমার যেন মনে হচ্ছিল সিংহী তার কান্নার ভিতর দিয়ে আমাকে ভৎসনা করে বারে বারে বলছিল তুই কোন কাপুরুষ যে আমাকে আত্মরক্ষার সুযোগ না দিয়ে পিছন থেকে গুলি করে দিলি? ধিক ধিক তোকে। আমার কেন মনে হচ্ছিল সিংহী তার আর্তনাদের ভিতর দিয়ে একথাই বলে বারে বারে প্রতিবাদ জানাচ্ছিল।

তারপর বহুদিন সিংহীর এ কান্নার স্মৃতি আমাকে আহোরাত্র তাড়া করে ফিরছে। ঘুমের মধ্যেও আমি যেন সিংহীর কান্নার শব্দে, তার ভৎর্সনা শুনতে পেতাম। এরপর শিকারের স্পৃহা আমার একদম চলে গেল। শিকারের কথা মনে হলেই আমার সে সিংহীর কথা মনে হতো আর রাজপুতদের প্রচলিত নিয়ম

www.pathagar.com

ভঙ্গ করে পিছন থেকে গুলি করার জন্য আত্মগ্লানীতে মন ভরে যেত। আমি লক্ষ্য করলাম মিঃ জামান যখন ঘটনাটা বিবৃত করছিলেন তখন শেষের দিকে তার কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে আসছিল এবং গল্প শেষ করে রুমাল দিয়ে তিনি চোখ দুটি মুছতে লাগলেন।

তার কাহিনীটি শুনে আমার মনে হলো রাজপুত আর আমাদের ভেতো বাঙ্গালীদের মধ্যে এখানেই তফাৎ, পেছন থেকে গুলি করার জন্য যেখানে তিনি লজ্জা বোধ করছেন আমাদের বাঙ্গালী কোন যুবক হলে সেটাকে বাহাদুরী মনে করে বীরত্ব জাহির করতো। বলতো জানিস্ সিংহী আমাকে দেখবার আগেই পেছন থেকে গুলি করে ছিলাম। শালা সিংহীটা টেরও পেল না।

যাক এখন আবার বিড়ালের কথায় ফিরে আসি। আমার স্ত্রীর বিড়াল প্রীতির কথা আমাদের পরিবারের সবাই জানে। সর্বক্ষণ সে একটি কি দুটি বিড়াল ছানা কোলে নিয়ে আদর করতে থাকবে। অতিথী অভ্যাগত কেউ এসে যদি বলে ভাবী একি করছেন ডিপথিরিয়া হবে যে, তক্ষুণি আমার স্ত্রীর মুখ গম্ভীর হয়ে যাবে। তার বিড়ালের নিন্দা করলে অতিথীদের সমাদর আর তেমন হবে না। অভ্যাগতদের সঙ্গে ছোট ছেলে মেয়েরা এলে বিড়ালের বাচ্চা দেখলে তারা যখন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে আমার বাসার ছেলে মেয়েদের সঙ্গে বাচ্চাকে আদর করতে এগিয়ে আসে তখন তাদের বাপ মা'রা ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা বলে যখন জোর করে তাদের সরিয়ে নেয় এবং বিড়ালের পশম নাকে গেলে বাড়ীর ছেলে মেয়েদের কি মারাত্মক রোগ হতে পারে বলে লেকচার দিতে থাকে তখন আমার স্ত্রীর মুখ অপ্রসন্ন হয়ে যায়। বলে কি জানি ভাই আজ দশ পনর বৎসর ধরেইত বিড়াল পুসছি এর মধ্যে অনেক ছেলে মেয়েই বিড়াল নিয়ে খেলা করে বড় হলো, কই কারো অসুখ করতে তো দেখেনি। কথাটা ঠিক, গত ত্রিশ পয়ত্রিশ বছরে আমাদের বাসায় বহু বিড়াল পালিত হয়েছে, তাদের সংগে খেলা করে আমার ও আমার ভাইয়ের ডজন খানেক ছেলেমেয়ে বড় হয়েছে। কিন্তু এ যাবৎ কারও ডিপ-

www.pathagar.com

থেরিয়া ব অন্য কোন রোগ হতে দেখিনি। আমার ভাই ও বোন সম্পর্কিত সব আত্মীয়রাই আমার স্ত্রীর বিড়াল প্রীতির কথা জানে। তাই তারা ভাবীর মন রক্ষার জন্য তার বিড়ালের রং রূপের তারিফ করে এং নাস্তা পানির সময়ও এ প্রশংসার উপকারিতা ভালভাবেই উপলব্ধি করতে পারে। শীতকালে বিড়াল আমার স্ত্রীর নিত্য সঙ্গী। প্রায় সবসময় দেখা যাবে বিড়ালের একটি বাচ্চা লেজে মাথায় এক হয়ে শুধু মাথাটা ভাসিয়ে আমার স্ত্রীর কোলে বসে আছে। আমার স্ত্রী তার মাথায় হাত বুলাচ্ছে আর বিড়ালের বাচ্চা গলা দিয়ে গড়গড় আওয়াজ করছে। বিড়ালের বাচ্চাদের খেলা দেখতে আমার খুব ভাল লাগলেও তাদের জন্য অহেতুক প্রীতি আমার নেই। সব চাইতে আমার বিরক্তি লাগে যখন খাওয়ার টেবিলে হঠাৎ বিড়াল লাফ দিয়ে কোলে উঠে তার বরাদ্ধ পাওয়ার জন্য সামনের দু পা দিয়ে আঁচড়াতে আরম্ভ করে। তখন বিরক্ত হয়ে ঘাড় ধরে দূরে ছুড়ে ফেলি আর চাকরকে ডাকতে আরম্ভ করি লাঠিপেটা করে বাইরে নিয়ে ফেলে দেওয়ার জন্য। এসময় স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে দেখি সে করুন চোখে তাকিয়ে আছে। মুখে বলে এত রাগ করো কেন? ওর খাওয়াটা দিতে একটু দেরী হয়েছে বলে চেঁচামেচি করছে। বেড়াল হলো আমাদের খাওয়ার টেবিলের নিত্যসংগী। যখন ঠাট্টা করে বলি রোজ তো বিড়ালকে মাছ ভাত খাওয়াও যা অনেক নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের মানুষের ভাগ্যেও জোটেনা। কিন্তু তোমার বেড়াল কাজটা করে কি? বসে বসে শুধু খায়। স্ত্রী তক্ষুণি বলবে কেন গত মাসে দুটো ইদুর মেরেছিল না? এ বিড়ালটা আসার পরেই দেখছনা বাসায় ইদুরের উপদ্রব অনেকটা কমে গেছে। স্ত্রীকে খুশী করার জন্য তার কথা মানতেই হয়। কবে কত দিন আগে ছোট দুটি ইদুরের বাচ্চা সত্যিই মেরেছিল—সে ঘটনারই বোধ হয় বারে বারে পুনরুল্লেখ হচ্ছে।

আমার মেজো ছেলে শওকত আবার বিড়ালের খুব ভক্ত। মনে আছে আমাদের মগবাজারের বাড়ীতে তখন গেটের কাছে একটা বড় পুরানো আম গাছ ছিল। সে তখন স্কুলে পড়ত। বেলা ৪টার দিকে সে সাধারণত স্কুল থেকে ফিরে আসত। এসময় আমাদের বাসায় একটি বিড়াল

www.pathagar.com

তার এত লাগোয়া হয়ে গিয়েছিল যে ঠিক চারটা বাজবার সময় হলেই বিড়াল গিয়ে ঐ আমগাছের গোড়ায় চুপ করে বসে থাকত—এবং আমার মেজো ছেলে যখন গেট দিয়ে ঢুকতো তখন তার পায়ে পায়ে লেগে লেগে হাটতে হাটতে ঘরে এসে ঢুকতো। সে যতক্ষণ না আসত বিড়ালটি গাছের গোড়ায় বসেই থাকত—সে দুঘন্টা হোক কি তিন ঘন্টাই হোক। বিড়ালের কাণ্ড দেখে সবাই হাসত। পরে বিড়ালটি গেটের বাইরে এক ভদ্রলোকের গাড়ীর তলায় চাপা পড়ে মারা যায়। আমার স্ত্রী বহুদিন বিড়ালটির অকাল মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলেছে। এবং ঐ অপরিচিত মোটর আরোহীকে অভিসম্পাত করেছে। পরে বিড়ালটিকে বাগানের এক কোণায় যথারীতি সমাধিস্থ করা হয়। শুধু প্রতিবেশীদের ঠাট্টার ভয়ে জানাজা পড়ান হয় নি, নচেৎ সেটাও বোধ হয় বাকী থাকত না।

পঞ্চাশ দশকে আমরা যখন রমাকান্ত নন্দী লেনে ৩য় তলায় থাকতাম তখন একটি বিড়াল আমার স্ত্রীর খুব আদরের ছিল। একবার ফজরি নামে আমাদের একটি দুষ্ট কাজের মেয়ে বেড়ালটিকে তেতালার ছাদ থেকে ফেলে দেয়। নীচে ছিল বাঁশের বেড়া। বাঁশের বেড়ার উপর পড়ে কঞ্চির খোঁচায় বিড়ালের পেট চিড়ে নাড়ীভূড়ি কিছুটা বেরিয়ে এলো। ঐরূপ মারাত্মক আহত অবস্থায় বেড়ালটি অতি কষ্টে তেতালায় উঠে এলো। যন্ত্রনায় বিড়ালটি কোঁকাচ্ছিল—বিড়ালের অবস্থা দেখে আমার স্ত্রী কেঁদে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীর অনুরোধে আমার গাড়ীতে করে চিরে যাওয়া পেট সেলাই করে আমার জন্য বেড়ালটিকে পশু হাসপাতালে পাঠানো হলো। গাড়ী করে বিড়ালটিকে যখন নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন আমার প্রেসের অনেক কর্মচারী ঠাট্টা করে বলছিল, 'দেখরে বিড়ালের কি ভাগ্য। আমরা মানুষ হয়েও অসুস্থ হলে গাড়ীতে চেপে হাসপাতালে যেতে পারিনা আর বড়লোকের আদরের বিড়াল বলে রাস্তার অধম বিড়ালটা পর্যন্ত গাড়ী চড়ে চিকিৎসা করাতে যাচ্ছে, একেই বলে ভাগ্য।'

পেট সেলাই করে দেওয়ার পর বেড়ালটি সুস্থ হয়ে অনেকদিন বেঁচেছিল। তারপর কিছুটা বুড়ো হয়ে যাওয়ার পর তার মুখে এবং

www.pathagar.com

www.pathagar.com

জনাব আবদুল মোহাইমেন ১৯২১ সনের নভেম্বর মাসে নোয়াখালী জেলায় শুলাখালী গ্রামে নানার বাড়ীতে জন্ম গ্রহণ করেন কিন্তু তাঁর পৈত্রিক নিবাস হলো লক্ষ্মীপুর থানার অন্তর্গত নুরুল্লাপুর গ্রামে। তার পিতা ছিলেন মরহুম আবদুল মতিন বি,এ, বিটি--যিনি নোয়াখালী জেলা স্কুলের হেডমাস্টার হিসাবে ১৯৪৭ সনে অবসর গ্রহণ করেন। জনাব আবদুল মোহাইমেন চট্টগ্রাম মুসলিম হাই-স্কুল থেকে ম্যাট্রিক এবং চট্টগ্রাম গভর্ণমেন্ট কলেজ থেকে আই,এ, পাশ করে কোলকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে ১৯৪৩ সনে বি, এ, পাশ করেন। কোলকাতা থাকার সময় মাঝে মাঝে তিনি আজাদ পত্রিকায় লিখতেন। তিনি ক্যালকাটা কালচারাল সেন্টারের ভাইস-প্রেসিডেন্ট হিসেবে দেশ বিভাগের পূর্বে অবিভক্ত বাংলায় সাংস্কৃতিক জগতের সঙ্গে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

দেশ বিভাগের পর ঢাকায় এসে তিনি পাইওনিয়ার প্রেস নামে একটি ছোট ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করে দেশের মুদ্রণ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হন এবং পরবর্তীকালে এই শিল্পের বিকাশে যথেষ্ট সহায়তা করেন। বাংলাদেশে বর্তমানে মুদ্রণ শিল্পের যে অভাবিত অগ্রগতি হয়েছে তাতে তাঁর বিশেষ অবদান রয়েছে। ১৯৫৪ সন থেকে ১৯৭০ সন পর্যন্ত একাদিক্রমে তিনি পাকিস্তান প্রিন্টিং এসোসিয়েসনের পূর্বাঞ্চল শাখার ভাইস-প্রেসিডেন্ট এবং দুই বৎসর নিখিল পাকিস্তান সমিতির প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ১৯৬২ সন থেকে ১৯৬৫ সন পর্যন্ত তিনি ঢাকা চেম্বার অব কমার্সের অনারারি জয়েন্ট সেক্রেটারী ছিলেন।

১৯৪৯ সন থেকে তিনি দেশের প্রগতিশীল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান--আওয়ামী লীগের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ১৯৭০-এর নির্বাচনে তিনি নোয়াখালীর লক্ষ্মীপুর কেন্দ্র থেকে প্রাদেশিক সভার সভ্য হন এবং স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর দেশ ত্যাগ করে মুক্তিযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৭৮ সন থেকে ১৯৮০ সন পর্যন্ত দেশের অর্থনীতি সম্পর্কে তাঁর কতগুলি প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, যেগুলি সুধী সমাজের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও তিনি একজন সুপরিচিত ব্যক্তি। তিনি বুলবুল একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। বহু বৎসর যাবৎ ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত আছেন। সমাজ সংস্কারক হিসাবেও তিনি একজন পরিচিত ব্যক্তি।

১৯৮৪ সন থেকে এযাবৎ বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ, একটি আত্মার মৃত্যু, সোভিয়েটে দুই সপ্তাহ ও অন্যান্য রচনা ও দুই দশকের স্মৃতি নামে ৪টি বই এঁর প্রকাশিত হয়েছে যেগুলি সুধীসমাজে বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছে। তাঁর বর্তমান গ্রন্থ 'ব্যবধান' একটি ছোট গল্পের বই। এই গল্পগুলি পাণ্ডুলিপি আকারে তাঁর যেসব সাহিত্যিক বন্ধু পড়েছেন তাঁরা এগুলি পাঠক সমাজে বিশেষ প্রশংসিত হবে বলে মনে করেন। গল্পগুলি অনেকটা পরীক্ষা নিরীক্ষার ভিত্তিতে রচিত যার সাফল্য ভবিষ্যতই বলতে পারে।